আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

আমেরিকা গভীর সম্পর্ক করতে চায় বলে পরামর্শ দেয়: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আমেরিকা আমাদের বন্ধু দেশ। তারা আমাদের সঙ্গে আরও গভীর (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ০৮ ॥ সোমবার ॥ অগ্রাহন ৫ ॥ ১৪৩০ ॥ জমাদিউল আঃ ০৬ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 ॥ Issue 08 ॥ November 20 ॥ 2023 ॥ USA. FREE in NY, Other State

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



নিউইয়র্কে ১১০.৫ বিলিয়ন ডলারের বাজেট দিলেন মেয়র এরিক অ্যাডামস

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস নগর পরিচালনায় ২০২৪ অর্থ বছরের জন্য ১১০.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি বাজেট দিয়েছেন। ২০২৩ অর্থবছরে অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের চাপ সামলাতে অতিরিক্ত ১.৪৫ বিলিয়ন ডলার খরচের কারণে বাজেট ঘাটতি নিয়েই নতুন বছরের বাজেট দিলেন মেয়র। এবং একই চাপ সামলাতে ২০২৪ ও ২৫ অর্থ বছরে আরো ১১ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে এমনটা হিসাব করা হয়েছে এই বাজেটে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সহায়তা ছাড়াই নিউইয়র্ককে চলতে হবে মনে করছেন মেয়র। ঘাটতি কাটিয়ে ২০২৪ কতটা নির্বিঘ্নে পার করা যায়, কর্মজীবি নিউইয়র্কারদের ওপর বাড়তি করের বোঝা না চাপাতে হয় সেদিকটা লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। কেন্দ্রের সহায়তা না পাওয়া সত্ত্বেও এমন বাজেট দেওয়া হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে মেয়র কার্যালয়। মেয়র অ্যাডামস বলেন, কয়েক মাস ধরেই আমরা (বাকি অংশ ০৮ পাতায়)

ক্লিন স্টেট অ্যাক্ট নিউইয়র্কে, সাজা ভোগের ৩ বছরেই ঢাকা পড়বে অপরাধের রেকর্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্কে যে সাধারণ অপরাধে সাজা ভোগ করা হয়ে গেলে তার তিন বছরের মাথায় তা সরিফে ফেলা হবে। রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা তথা কয়েকজন প্রসিকিউটর অবশ্য এর সম্ভাব্য পরিনতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কিন্তু বৃহস্পতিবার এই ক্লিন স্টেট অ্যাক্টকে আইনে পরিণত করতে গভনর্র ক্যাথি হোকুল তাতে স্বাক্ষর করেছেন। ব্রুকলিন মিউজিয়ামে এই নথিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বিতর্কিত আইনটি পাশ হলো আর তাতে কোনো সাধারণ সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন বছর পরে তার অপরাধের রেকর্ড সিল করে রাখা হবে। তবে মারাত্মক অপরাধীদের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হবে না। যৌন অপরাধ, হত্যা কিংবা অন্যান্য সহিংসতা এই (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



আল-শিফার গণকবর থেকে শতাধিক লাশ তুলে নিল ইসরায়েল

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আলশিফার গণকবর থেকে শতাধিক লাশ তুলেছে নিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। শনিবার গাজার এক সরকারি কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানায় আল-জাজিরা। গাজার সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয়ের কর্মকর্তা ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেন, 'দখলদার ইসরায়েলি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নির্ভর করা যাচ্ছে না সিটি বাইকে হতাশ নিউইয়র্কাররা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ক্যাথরিন মালিনসের কথাই ধরুন। নিউইয়র্কের সিটি বাইক তার নিত্য দিনের বাহন। ৪৮ স্ট্রিট ৭ এভিনিউর সানসেট পার্কের একটি ডক থেকে প্রতিদিন বাইক নেন। আর কাজে যান। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে প্রায়শঃই বিপাকে পড়তে হয়। কোনো না কোনো জটিলতায় পড়তে হয় বাইক নিয়ে। অথচ একসময় বেশ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

অপরাধী ধরতে এনওয়াইপিডির রেডিও বার্তা হবে এনক্রিপ্টেড

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ওয়্যারলেসে বার্তা আদান-প্রদান পুলিশের অন্যতম কৌশল। এতে সহজেই অপরাধীকে আটকে ফেলা সম্ভব। এক স্থান থেকে পালালেও অপর স্থানের পুলিশকে আগেভাগে সতর্ক করা যায় এবং জাল পাতা যায় অপরাধীকে ধরার। নিউইয়র্ক পুলিশে এই ব্যবস্থা ৯০ বছরের পুরোনো। ১৯৩২ সালে প্রথম চালু হয় এই রেডিও বার্তা আদান প্রদান। এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা রাখা ছিলো এই পদ্ধতির (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে দিন আপনার ক্রেডিট রাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

RUN ZONE REALTY INC
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলে ৮ বছর পর ভর্তি বাড়লো

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলো ফের জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে। ৮ বছর পর এই প্রথম নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুলগুলোতে ভর্তির সংখ্যা বাড়লো। মেয়র এরিক অ্যাডামস ও চ্যান্সেলর ডেভিড সি. ব্যাংকস বুধবার এই অর্জন সেলিব্রেট করলেন। এদিন তারা জানান, প্রাথমিক তথ্য বলছে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্কের পাবলিক স্কুল গুলোতে আগের বছরের তুলনায় ৮,০০০ শিক্ষার্থী বেশি ভর্তি হয়েছে। যা অন্তত ১ শতাংশ বেশি। আর সব মিলিয়ে রেজিস্টর্ড শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ১৫ হাজার। আর এর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্ক দেশের সবচেয়ে বড় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট এর মর্যাদাও ধরে রাখলো। "আমরা যখন বলি, নিউইয়র্ক সিটি তার গৌরব ফিরে পেয়েছে- তখন আমরা কেবল অর্থনীতির কথা বলি না- আমরা তখন কমিউনিটির কথা বলি এবং গোটা সিটির কথাই বলি। এবং টানা আট বছর স্কুলে ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকার পর এবছর নিউইয়র্কে পাবলিক স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তি বাড়লো,চ বলছিলেন মেয়র অ্যাডামস।

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড
রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050
USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419
EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com
Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050
Email: RealtorMijan@gmail.com

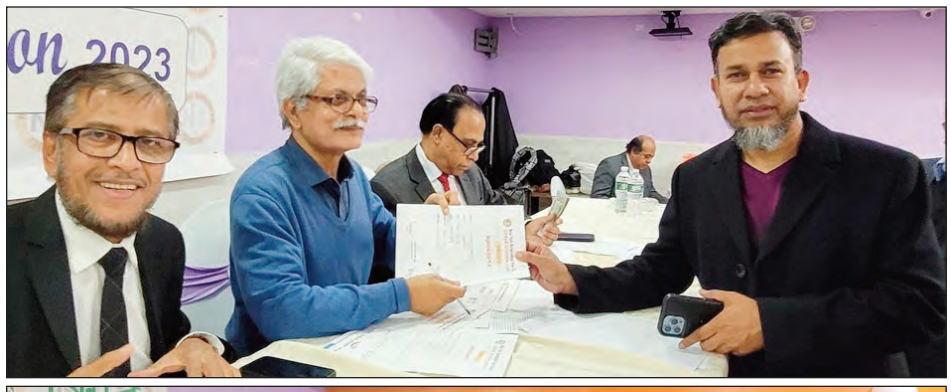
সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
১৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com


আপনার বিল ট্র্যাক, ম্যানেজ করা ও বিল বুঝে নেওয়া সব কিছু এক জায়গায় করতে পারেন।
যে কোনও সময় লগ ইন করে:
- মাস অনুযায়ী আপনার ব্যবহারে নজর রাখুন
- আপনার বাসার এনার্জীর স্ন্যাপশট নিন
- আমাদের হোম এনার্জী ক্যালকুলেটার ব্যবহার করুন
- ভয়েস অ্যাসিস্টেন্স সক্রিয় করুন
- যে কোনও সময় আমাদের সাথে চ্যাট করুন
- ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের জন্য সাইন আপ করুন
অ্যাপ খুলুন বা
conEd.com/PaymentOptions দেখুন
conEdison

মনোয়ার সভাপতি মোমিন সাধারণ সম্পাদক



















(শেষের পাতার পর)

পর্বের সাধারণ সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আবিদুর রহমান। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভায় সভাপতি আবু তাহের। এসময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুবুর রহমান, উপদেষ্টা মনজুর আহমদ ও আনোয়ার সোসেইন মঞ্জু, সাবেক সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, ডা. ওয়াজেদ এ খান ও মাহফুজুর রহমান। এই পর্বে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার এবং কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন রশীদ আহমদ। রিপোর্ট দুটি ছাড়াও গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক বিষেয়ে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন বক্তব্য রাখেন এবং কার্যকরী পরিষদের পরিধি বৃদ্ধি সহ কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার।

সাধারণ সভা শেষে দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়। ক্লাবের ভোটারদের গোপন ভোটে বিজয়ীরা হলেন:

সভাপতি- মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার (সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক কাগজ), সহ সভাপতি- শেখ সিরাজুল ইসলাম (সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা), সাধারণ সম্পাদক- মোমিনুল ইসলাম মজুমদার মোমিন (সাপ্তাহিক বাংলাদেশ/বিএ-নিউজ২৪.কম), সহ সাধারণ সম্পাদক- আলমগীর সরকার (সাপ্তাহিক দেশবাংলা), অর্থ সম্পাদক- রশীদ আহমদ (ইয়র্ক বাংলা), সাংগঠনিক সম্পাদক (টাইম টেলিভিশন), দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক- মাহাথীর ফারুকী (ফ্রিল্যান্স) এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে রওশন হক (সাপ্তাহিক প্রথম আলো), এসএম জাহিদুর রহান (নিউজবিডিইউএস.কম), আবিদুর রহীম (টাইম টেলিভিশন) ও মোস্তাফিজুর রহমান (সাপ্তাহিক যুগান্তর)।

উল্লেখ্য, নির্বাচনে অর্থ সম্পাদক পদে রশীদ আহমদ এবং দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক পদে মাহাথীর ফারুকী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় নির্বাচিত হন।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

জাতীয় নির্বাচনের তফশিল
সমঝোতার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি

নির্বাচন প্রশ্নে সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্যেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বুধবার (১৫ নভেম্বর) দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করেছেন। তফশিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারী ভোটগ্রহণ। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩০ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। ৩০০ আসনেই ভোটগ্রহণ হবে কাগজের ব্যালটে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা ছাড়াই নির্বাচনের তফশিল ঘোষিত হওয়ায় তা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সম্ভাবনাকে কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে। সিইসিও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা হলে তা থেকে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। অবশ্য তফশিল ঘোষণার পর যে সমঝোতা হতে পারে না তা নয়। এখনো রয়েছে সেই সুযোগ। তবে এজন্য প্রয়োজন আলোচনা বা সংলাপের। সিইসি নিজেও বলেছেন, সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা ও সমাধান অসাধ্য নয়। আমরাও মনে করি, রাজনীতিতে যত অচলাবস্থাই বিরাজ করুক, যে কোনো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। সেক্ষেত্রে সংলাপ বা আলোচনার বিকল্প নেই। তবে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের অনমনীয় অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে। পরিতাপের বিষয় হলো, নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে অচলাবস্থা বিরাজ করছে, তা ক্রমেই আরও জটিল হচ্ছে। এ পরিস্থিতি দেশকে শুধু রাজনৈতিকভাবেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে না, অর্থনৈতিক সংকটকেও করে তুলবে আরও গভীর। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা এদেশের অর্থনীতিতেও বড় ধাক্কা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। উচ্চ দ্রব্যমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষ অসহনীয় কষ্ট ভোগ করছে। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও রেমিট্যান্স পরিস্থিতিও ভালো নয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অথচ নির্বাচন নিয়ে রাজনীতিতে সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বিরোধী দল দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে। ফলে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত-সহিংসতা ও গাড়ি পোড়ানোর মতো ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে বিএনপি নেতাদের ধরপাকড়ে সংলাপ-সমঝোতার ন্যূনতম সম্ভাবনাও যেন তিরোহিত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা অর্থনৈতিক সংকটকে আরও গভীর করে তুলবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে পড়বে এর নেতিবাচক প্রভাব। সামগ্রিকভাবে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনগণ। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দিলে রুদ্ধ হয় কর্মসংস্থানের পথ। তাই সব পক্ষেরই উচিত অনমনীয় অবস্থান পরিহার করে জনস্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেওয়া। বস্তুত জনগণের জন্যই যে রাজনীতি, এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের। জনগণের প্রত্যাশা, এখনো সমঝোতার যে সুযোগ আছে, তা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই আলোচনার একটি উদ্যোগ নেওয়া হোক; এবং তা আসুক সরকারের পক্ষ থেকে। বিরোধী দলগুলো শর্তহীনভাবে তাতে সাড়া দিক। দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করুক।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন গাঁজা যুদ্ধ দরকার

॥ পেপে এসকোবার ॥

গ্লোবাল সাউথ নয়া আরবীয় বাস্তবতায় এক নতুন ভোরের আশা করেছিল। রিয়াদে একত্র হয়ে ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র ইসরায়েলের গণহত্যা ও এর পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে বাস্তবসম্মত পাল্টা আঘাত হানার প্রচেষ্টা নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটেনি, ভাগ্যে জোটেনি কোনো সান্ত্বনাও।

ওআইসির চূড়ান্ত বিবৃতি ইতিহাসের পাতায় মেরুদন্ডহীনতার সোনার প্রাসাদে সংরক্ষিত থাকবে। লেফাফাদুরস্ত এ অনুষ্ঠানের সারমর্ম: আমরা ইসরায়েলের 'আত্মরক্ষার' বিরোধিতা করি। আমরা গাজায় হামলার নিন্দা জানাই; আমরা ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রি না করার (কারা?) অনুরোধ করি; আমরা ক্যাঙ্গারু আইসিসিকে যুদ্ধাপরাধের 'তদন্ত' করার আহ্বান জানাই; আমরা জাতিসংঘের কাছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবের অনুরোধ করছি।

প্রধান চারটি মেরুদন্ডহীন জাতি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কোর মধ্যে শেষ তিনটিই যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ২০২০ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলে। এ বিষয়গুলোই ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে গুরুতর কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হওয়াকে ঠেকিয়ে দেয়।

মিসর এবং জর্ডান দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমাদের মুখাপেক্ষী। সুদান রয়েছে এক গৃহযুদ্ধের মাঝখানে। সুলতান রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের অধীনে বুলি সর্বস্বতার প্রমাণ আবারও দেখাল তুরস্ক। শীর্ষ চার শিরদাঁড়াহীন রাষ্ট্র নিয়ে কিছু আলোচনা কাম্য। বাহরাইন হলো একটি নীচু জাতের দাস মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র, যেখানে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। তেল আবিবের সঙ্গে মরক্কোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে- ইসরায়েল পশ্চিম সাহারার ওপর রাবাতের দাবিকে স্বীকৃতি জানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর মরক্কো বিক্রি হয়ে গেছে। তার ওপর, মরক্কো মূলত পশ্চিমা পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল।

এর পর আসে বড় বড় তালেবর, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। উভয়ই যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশিল্পের একই নৌকার যাত্রী, বাহরাইনের মতো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে তাদের ভূমিতেও। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এবং তাঁর পুরোনো পরামর্শদাতা আমিরাতি শাসক মোহাম্মদ বিন জায়েদ (এমবিজেড) তাদের রাজতন্ত্র নিয়ে ভয়ে আছে।

রাশিয়া ও চীন উভয়ের সঙ্গেই নিজস্ব কৌশলগত অংশীদারি রয়েছে ইরানের। ইরানের সঙ্গে রিয়াদ এবং আবুধাবি ব্রিকস জোটকে শক্তিশালী করবে বলেই ধারণা করা যায়। একই সঙ্গে ডি-ডলারাইজেশনের পথে আরও গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়নক হয়ে উঠবে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য পেট্রোডলারকে পাশ কাটানো।

আবার একই সময়ে, রিয়াদ এবং আবুধাবিও ১৯৬৩ সালে আকাবা উপসাগর থেকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বেন গুরিয়ন খাল নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে- কী এক আশ্চর্য কাকতাল, যা এখন বিধ্বস্ত উত্তর গাজার খুব কাছাকাছি। এ খালটি ইসরায়েলকে একটি প্রধান ট্রানজিট হাব হয়ে উঠতে দেবে, মিসরের সুয়েজ খালকে সরিয়ে দেবে। এ খাল অর্থনৈতিক করিডোরের যুদ্ধের সর্বশেষ অধ্যায়ে প্রকৃত মূলহোতা হিসেবে ইসরায়েলের ভূমিকার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে যাবে: মার্কিন-প্রকল্পিত ভারত-মিডইস্ট করিডোর (আইএমইসি)।

এ করিডোর আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারী ইসরায়েলকে এক গুরুতর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করবে। এমনকি ইউরোপ, আরব বিশ্বের অংশ এবং ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাবে। সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জাতিসংঘে পুরো 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে'র কাছে 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যে'র একটি মানচিত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল। ওআইসির ভোট-াভুটিতে ইসরায়েলের পশ্চিম এবং পূর্ব সীমান্তের দুটি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র অনুগত মিসর এবং জর্ডান বেশ জটিল অবস্থানে ছিল। দখলদার রাষ্ট্র আনুমানিক ৪.৫ মিলিয়ন ফিলিস্তিনীকে তাদের সীমান্তে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কায়রো এবং আম্মান আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে। যদি তারা ফিলিস্তিনের পক্ষে থাকে তাহলে তারা কখনও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচবে না।

সুতরাং, শেষ পর্যন্ত অনেক মুসলিম রাষ্ট্র ধর্মভীরুতার চেয়ে অপমানকে বেছে নিয়ে খুব সংকীর্ণ, বাস্তববাদী, জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করছিল। ভূরাজনীতি নির্দয় ব্যাপার। এটিই সব প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাজারের নিয়ন্তা। আপনার যদি একটি না থাকে তাহলে অন্যটির প্রয়োজন। যদি আপনার কোনোটিই না থাকে, তাহলে কোনো পরাশক্তিই ঠিক করবে আপনার ভাগ্য।

আরব ও মুসলিম এবং বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষের হতাশ বোধ করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যখন তারা দেখে কীভাবে এই 'নেতারা' উদীয়মান বহুকেন্দ্রিকতার মধ্যে ইসলামী বিশ্বকে একটি কেন্দ্রে পরিণত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অনেক আরব রাষ্ট্রই সার্বভৌম সত্তা নয়। তারা সকলেই বাক্সবন্দি, দাস মনোবৃত্তির শিকার। তারা এখনও নিজ ইতিহাসের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, তারা এখনও তাদের নিজের 'অপমানের শতাব্দীর' কাছে জিম্মি। অবশ্যই ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, লেবানন ও ইয়েমেনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অকুতোভয় মানুষ রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ দুটি তাৎক্ষণিক কৌশলগত খেলা চালাচ্ছে: প্রতিরোধ অক্ষ ইরান এবং হিজবুল্লাহকে ভয় দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টায় পূর্ব ভূমধ্যসাগরে একটি যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর মোতায়েন করা এবং আর্জেন্টিনায় একটি সম্ভাব্য করুণ নির্বাচন দিয়ে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সম্পর্ক ভাঙার ব্যবস্থা। কিন্তু ইসরায়েল কি ইউক্রেনের চেয়ে বেশি বিজয় অর্জন করতে পারে? তেল আবিব ৭ অক্টোবর যুদ্ধে হেরে যেতে পারে। কারণ, সে তার মুখোশ হারিয়ে ফেলেছে। যদি এটি একটি আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হয় এবং ইসরায়েল হেরে যায়, যুক্তরাষ্ট্র রাতারাতি তার আরব বশংবদদের হারাবে, যাদের কাছে আজ চীনা এবং রাশিয়ান বিকল্প অপেক্ষা করছে।

রাস্তার গর্জন প্রবলতর হচ্ছে, বাইডেন প্রশাসনকে তেল আবিবের সঙ্গে জড়িত হিসেবেই দেখা হচ্ছে, ইসরায়েলী গণহত্যা বন্ধ করার জোর দাবি উঠছে। কেননা, তা দুনিয়াকে নিয়ে যেতে পারে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে। কিন্তু ওয়াশিংটন তা মানবে না। হতে পারে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধগুলোই ওয়াশিংটনের জন্য একটি সমৃদ্ধ, সংযুক্ত, শান্তিপূর্ণ ইউরেশীয় শতাব্দীর উত্থানকে ধ্বংস করার শেষ সুযোগ।

রাস্তার গর্জন প্রবলতর হচ্ছে, বাইডেন প্রশাসনকে তেল আবিবের সঙ্গে জড়িত হিসেবেই দেখা হচ্ছে, ইসরায়েলী গণহত্যা বন্ধ করার জোর দাবি উঠছে। কেননা, তা দুনিয়াকে নিয়ে যেতে পারে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে। কিন্তু ওয়াশিংটন তা মানবে না। হতে পারে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধগুলোই ওয়াশিংটনের জন্য একটি সমৃদ্ধ, সংযুক্ত, শান্তিপূর্ণ ইউরেশীয় শতাব্দীর উত্থানকে ধ্বংস করার শেষ সুযোগ।

লেখক: ব্রাজিলীয় ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক; দ্য ক্র্যাডল থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
ফজর	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৬
সূর্যোদয়	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫৩	৬.৫৪	৬.৫৫
জোহর	১১.৪২	১১.৪২	১১.৪২	১১.৪৩	১১.৪৩	১১.৪৩	১১.৪৪
আসর	২.৫৩	২.৫৩	২.৫২	২.৫১	২.৫১	২.৫০	২.৫০
মাগরিব	৪.৩৪	৪.৩৪	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩২	৪.৩১	৪.৩১
এশা	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫১

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ইসরাইল সৃষ্টিতে জাতিসংঘ

॥ মোঃ বজলুর রশীদ ॥

ফিলিস্তিন ২০ শতকের শুরুতেই ইসরাইলে পরিণত হয়। স্থানটি তুর্কি উসমানী খেলাফতের অংশ ছিল। ১৮৯৬ সালে জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ ছিল আরব তাদের হাতে ফিলিস্তিনের ৯০ শতাংশ জমির মালিকানা ছিল। সাগর তীরবর্তী স্থানটির লোকজনের ভাষা সুমিষ্ট ছিল। নিকট অতীতে আমরা দেখেছি তারা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলত না এবং নোঙরা ভাষা ব্যবহার করত না।

সুইস শহর বাসেলে ১৮৯৭ সালে জায়নবাদী ইহুদি কংগ্রেস ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনার ১০ বছর পর ১৯০৭ সালে ব্রিটেন ঔপনিবেশিক সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যে একটি বৈরী শক্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে শক্তিশালী তুর্কি সাম্রাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্য অশান্তির আঁধারে ঢাকা পড়ে। এই ষড়যন্ত্র ব্রিটেন ও জায়নবাদী ইহুদিকে একত্রিত করে। এরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কারসাজি করে উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। এ জন্য তুরস্কের সামরিক প্রধান বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। পরিকল্পনা অনুসারে প্যালেস্টাইনকে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ বাধ্যতামূলক কর্তৃপক্ষের অধীনে আনা হয়, যাতে ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইহুদিদের অভিবাসনের পথ প্রশস্ত হয়।

ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধ করে। অভিবাসী ইহুদিরা মেনাচেম বেগিন, আইজাক শামির এবং এরিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে হাগানা, স্টার্ন, ইরগুন এবং জাই লিউমের মতো সন্ত্রাসী ব্রিগেড গঠন করে এবং ফিলিস্তিনিদের গ্রামে গ্রামে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে যা এখনো চলমান।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ ধ্বংস করার জন্য মেনাচেম বেগিন হত্যা খুনের তান্ডব চালিয়ে শত শত নিরীহ ফিলিস্তিনি পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করেছিল। মেনাচেম বেগিন ১৯৭৮ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির কারণে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। সিমন প্যারেজও মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৯৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।

জেরুসালেম থেকে কয়েক মাইল দূরে ডের ইয়াসিন একটি গ্রাম। সেখানে গণহত্যা চালানো হয় যা মানবতার বিরুদ্ধে সজ্ঘটিত বর্বর অপরাধগুলোর অন্যতম। এই গণহত্যাকে ভিয়েতনামের লাইমাই গণহত্যার সাথে তুলনা করা যায়। অসহায় ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। নিজ দেশ থেকে ফিলিস্তিনিদের জীবন শরণার্থী শিবিরে মিশে যায়। সেই দৌড় ও আশ্রয়ের সন্ধানে এখনো উত্তর গাজা থেকে দক্ষিণ গাজায় ও রাফা ক্রসিংয়ে অব্যাহত রয়েছে। হারাচ্ছে পূর্ব জেরুসালেম ও পশ্চিম তীরের বাসস্থান। নেতানিয়াহু সেদিন ঘোষণা দিলেন, যারা আমাদের শত্রু তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। জানুয়ারিতে তেলআবিবে তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের তাড়াতে আমরা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করব। জনগণ করতালি দিয়ে সে কথাকে স্বাগত জানায়। ইসরাইলের পরমাণু অস্ত্র এমন এক গোপন বিষয় যা সবাই জানে। ইহুদিদের আগমনের পর পরিকল্পনা মতো ইহুদিবাদীরা ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার জন্য জাতিসংঘকে ব্যবহার করে।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাতিসংঘে বিভক্ত করার প্রস্তাব পাস করে অভিবাসী ইহুদিদের ফিলিস্তিনে একটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রেও ১,০০৮,৯০০ জনসংখ্যার মধ্যে আরবদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরব-ইহুদি অনুপাত ৫০৯,৭৮০ থেকে ৪৯৯,০২০ ছিল।

ডব্রটিশ হাইকমিশনার ১৯৪৮ সালের ১৪ মে, জেরুসালেম ছেড়ে ব্রিটেনে ফিরে যান, পরের দিন ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার জন্য রাস্তা খোলা ইসরাইলিরা



পরদিন ১৫ মে অপেক্ষা না করে বিকেল ৪টায় বেন গুরিয়েন তেল আবিবে সব স্বীকৃত নৈতিক ও আইনি নিয়ম লঙ্ঘন করে ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। জাতিসংঘের বিভাজন প্রস্তাব দ্বারা ইহুদিবাদীদের জন্য বরাদ্দ করা দেশের তুলনায় অনেক বড় অংশ নিজেদের দখলে নেয়।

এটি ছিল অমানবিক শক্তির ফল, যা জাতিসঙ্ঘের সনদ, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এবং সেই রেজ্যুলিউশনের নীতি লঙ্ঘন করে তৈরি করা হয়েছিল যার অধীনে ইসরাইলিরা এখন সার্বভৌমত্ব দাবি করে। ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের ঘোষণার মাত্র ১৫ মিনিট পর, হোয়াইট হাউজ থেকে স্বীকৃতি আসে। ক্রেমলিনও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



নির্মম পরিহাস, ইসরাইলি বাহিনীকে প্রতিরোধ না করে আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে। সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ইরাকি সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত আরব বাহিনী ২৪ হাজারের বেশি ছিল না। সেনা দলগুলো সব কয়টি বিশৃঙ্খল এবং তাদের অস্ত্র ছিল পুরোনো। প্রয়োজনের সময় অনেক অস্ত্র কাজ করত না।

আরব বাহিনীর বিপরীতে ইহুদি সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। এরা ইউরোপীয় ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত। সব দিক দিয়েই এটি অসম যুদ্ধ ছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ সমর্থিত ইসরাইলি বাহিনীর নিষ্ঠুর অভিযান সত্ত্বেও ৮২ শতাংশ ভূখন্ড ফিলিস্তিনিদের হাতে ছিল। ১৯ মে, ইসরাইলিরা পুরোনো জেরুসালেম দখল করে। কিন্তু জর্দানি বাহিনী এবং জর্দান মুসলিম ব্রাদারহুডের হস্তক্ষেপের কারণে, ইসরাইলি বাহিনী বিশেষ সুবিধা পায়নি।

২২ মে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। পরাশক্তিগুলো এই বিরতি মেনে নিতে আরব দেশগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। জেরুসালেমের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ এক লাখ ইসরাইলি সেনার সাথে যুদ্ধবিরতি আহ্বান করা হয়েছিল। এভাবে আরব লিগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্যালেস্টাইনের স্যালভেশন আর্মি পিছু হটলেও ইসলামী সেনা ও স্বেচ্ছাসেবকরা যুদ্ধ চালায়।

মিসরীয় বাহিনী বিরসেবা, গাজা ও নেজেভের কিছু অংশ দখল করে, তখন মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের বাহিনী জেরুসালেম অবরোধে অংশ নিয়েছিল। ইরাকি সেনাবাহিনী জেনিন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, জর্দানের সেনারা পশ্চিম সেক্টরে ইসরাইলি বাহিনীকে ঘিরে ফেলে পুরোনো জেরুসালেম নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। তারা জেরিকো মুক্ত করে, জেরুসালেম আক্রমণ করে এবং লিড্ডা ও রামাল্লার কাছে শিবির স্থাপন করে। যুদ্ধবিরতির পর ব্রিটিশ জেনারেল বলেছিলেন : আরবরা যদি তাদের বাহিনীকে কাজ শেষ করতে দিত (অর্থাৎ যুদ্ধ বিরতি না হতো) ১৫ মে যুদ্ধ চালিয়ে যেত তাহলে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।

এরপর থেকে ইসরাইল বারবার যুদ্ধ, গণহত্যা, নিপীড়ন, আক্রমণের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যকে হত্যাযজ্ঞের মঞ্চে পরিণত করে। ১৯৫৬ সালে ইসরাইল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স শক্তিশালী মিসর আক্রমণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে ইসরাইল ১৯৬৭ সালে সিনাই, গাজা, দক্ষিণ লেবানন, পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুসালেম ও গোলানহাইট আক্রমণ করে দখল করে নেয়।

এর পর থেকে ইসরাইল জাতিসংঘের সব রেজ্যুলিউশন লঙ্ঘন করছে এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে নিন্দিত দেশ। জাতিসংঘের নিযুক্ত কমিটি নিজেই ইসরাইলকে যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। ইরাক, লিবিয়া ও ইরানের মতো ইসরাইলের ওপর জাতিসঙ্ঘের কোনো নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়নি। এবারো নিরাপত্তা পরিষদ যখন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস করে তখন নেতানিয়াহু বললেন, গাজায় স্থল আক্রমণ শুরু হবে এটি যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ। আরো দুঃখের বিষয় ইসরাইলের ওপর কি ব্যবস্থা নেয়া হবে এ বিষয়ে আরব দেশগুলোও ঐকমত্যে পৌঁছেনি। বিগত ৭০ বছর ধরে এই নাটকই বারবার মঞ্চস্থ হচ্ছে।

আমেরিকা ও ইউরোপের প্রকাশ্য সমর্থনে ইসরাইল সব অপরাধ ও অনাচার থেকে বেরিয়ে আসে। মুখে নিন্দাবাদ জানালেও কাজের সময় সবাই এক। তারা সবাই মনে করে এখন দরকার ইসরাইলের নিরাপত্তা, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, ফিরে আসার অধিকার ইত্যাদি। ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন সংস্থা বহু বিশ্ব সভার সংস্থায় প্রবেশের অনুমতি নেই। এই সব বিদেশী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক ইহুদি স্বার্থের জন্য কথা বলে। ফিলিস্তিনিদের হত্যা, বাড়িঘর ধ্বংস, জমি দখল এগুলো ইসরাইলিদের রুটিন কর্মসূচি।

ইসরাইল, জাতিসংঘের ১২৫টির বেশি রেজ্যুলিউশনসহ সবচেয়ে নিন্দিত দেশ। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও বাইরের অনেক অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার একমাত্র উৎস হয়ে উঠেছে ইসরাইল ও জিয়নিজম। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় সমর্থনের কারণে ইহুদিবাদী অপরাধের মুখে জাতিসংঘ অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

ফিলিস্তিনিদের কাছে যাওয়ার মতো কেউ কি আছে? আরব রাষ্ট্রগুলো ইসলামী বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ করতে না চাইলে তাদের অস্ত্র দিতে পারে। যুদ্ধের সরঞ্জাম দিতে পারে। ৭০ বছর ধরে ফিলিস্তিনি যুবকরা পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করেছে। তাদের অস্ত্র দিলে পরিস্থিতি অন্য দিকে গড়াত। দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য যারা লড়াই করছে তারা আজ সন্ত্রাসী আর যারা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ কায়েম করেছে তারা হিরো। তাদের অস্ত্র সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার



দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল

একপক্ষীয় তফশিল ঘোষণা অযৌক্তিক

॥ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ॥

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাস্তববর্জিত এবং একটি সাংবিধানিক ভাষণ দিলেন। বাস্তববর্জিত এ কারণে যে, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে জাতীয় নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিনি সব রাজনৈতিক দলকে নিয়েই নির্বাচন করতে চান। তো আমার কাছে এটা বাস্তববর্জিত একটি ভাষণ বলে মনে হলো। এই নির্বাচন তিনি করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আমি শঙ্কিত।

আরেকটি কথা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান, শর্তহীন সংলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য যে কথা বলে আসছে তিন দলকে, তাতে অনেক সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, 'সময় কম'। তো রাজনীতিতে তো স্বল্পসময় বলে কিছু নেই। যখন-তখন সিদ্ধান্ত হতে পারে, শেষ কথা বলে কিছু নেই।

কিন্তু সংগত কারণেই তফশিল ঘোষণাকে আওয়ামী লীগ স্বাগত জানিয়েছে, আবার বিএনপি প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে রাজনৈতিক সংকটের কোনোই সমাধান হয়নি। রাজনৈতিক সংকট জিইয়ে রেখে যদি নির্বাচনের তফশিল ঘোষিত হয়, সেই তফশিল অকার্যকর হতে বাধ্য। এটা অনিবার্য বলে আমি মনে করি। নির্বাচন কমিশনারের উচিত ছিল সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে, সরকারের দায়িত্ব, সব দলগুলোর দায়িত্ব-রাজনৈতিক সংকট মেটানো। কিন্তু তা না করে তফশিল যেভাবে একপক্ষীয়ভাবে ঘোষণা করা হলো, সেটিকে আমি অযৌক্তিক বলে মনে করছি।

এখানে আরেকটি কথা আছে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মানুষ পোড়ানো হচ্ছে, যা সত্যি, বাসে-গাড়িতে আগুন দেওয়া হচ্ছে, তাও সত্যি। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা নাশকতা, এটা রাজনীতি নয়। বর্তমানে দেশে রাজনীতি আছে বলে আমি মনে করি না। এখন আছে ক্ষমতার নীতি, যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা তা দীর্ঘায়িত করতে চান, আর যারা ক্ষমতার বাইরে আছেন, তারা দ্রুত ক্ষমতায় ফিরতে চান। এ হচ্ছে তাদের নীতি। জনগণের আকাঙ্ক্ষার কথা কেউ বলে না, জনগণের ভোটাধিকার তো নেই-ই। ২০১৪ বা ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ নিজে নিজেকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে এনেছে। তো সেজন্য সমস্যাটা রয়ে গেছে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণের পরও ১৬ থেকে ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এ বার্তাই তারা সারা পৃথিবীকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, রাজনৈতিক সংকটের সমাধান রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকেই হবে। অবশ্য পাকিস্তানিরা সাময়িক সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল, শেষ পর্যন্ত পারেওনি তারা, হেরে গেছে। আরেকটা কথা, ২২ মার্চ ভুট্টো প্রথম আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিরতির সময় বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে লনে নিয়ে গেলেন সুগন্ধায়। গিয়ে বললেন, সংকটটা রাজনৈতিক। যেহেতু দুজনেই আমরা রাজনীতিবিদ, তাই সমাধানটা আমরাই করি। সেনাবাহিনী তো তোমাকেও মারবে, আমাকেও মারবে। ব্যাপারটা সত্যিই হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভুট্টোকে হত্যা করেছে, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে।

১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হয়। সেসময় রামসে ম্যাকডোনাল্ড রাশিয়ার স্বীকৃতির ব্যাপারে যখন নিশ্চিত হচ্ছিলেন না, তখন তিনি হাউজ অব কমন্সে বলেছিলেন, মানুষখেকোদের সঙ্গেও যদি আমরা সম্পর্ক গড়তে পারি, তো রাশিয়া তো খুব ছোট ব্যাপার। সেজন্যই রাজনীতিতে এমন সংলাপ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তো মানুষ পোড়ায়, বাসে আগুন দেয়, গাড়িতে আগুন দেয়, এর থেকে বিরত রাখার জন্যই তাদের (বিএনপি) সংলাপে ডাকা উচিত। আওয়ামী লীগেরও উচিত সংলাপে বসা। সংলাপ ছাড়া চলমান রাজনৈতিক সংকটের কোনো সমাধান আছে বলে আমার মনে হয় না। বর্তমান পরিস্থিতিতে যা ঘটছে, তাতে রাজনৈতিক সংকট মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতোই থেকে যাবে। এতে কিছুই হবে না। বরং আমি যেটা মনে করি, এতে অনাকাঙ্ক্ষিত অরাজনৈতিক সমাধান অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন: চেয়ার প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল

আলোচনার সুযোগ এখনো আছে

॥ এম হুমায়ুন কবির ॥



বুধবার যে তফশিল ঘোষিত হলো, আমার কাছে মনে হয় এর একটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল এবং সেই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবেই এটা ঘোষিত হয়েছে। ঘোষণার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার চলমান বাস্তবতার আলোকে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি তার প্রত্যাশার কথাটা বলেছেন। চলমান যে রাজনৈতিক বিভাজন, সেটার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং আশা করেছেন, এখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। তাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে, এ প্রত্যাশার কথাও তিনি বলেছেন। তবে এখনকার যে বাস্তবতা সেটা হচ্ছে, কোনো কোনো বড় রাজনৈতিক দল একে স্বাগত জানিয়েছে। আবার অনেকে সেটা বর্জন করেছে কিংবা গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে বিষয়টা পরিষ্কার যে, এখানে একটা বড় ধরনের বিভাজন আছে এবং সেই বিভাজনটা বিভিন্ন স্তরের বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।

নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে যেমন, তেমনই আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারেও কিন্তু কোনো সহমত আমরা দেখতে পাইনি। কাজেই এ বাস্তবতার আলোকে আমার মনে হয়, সবাই মিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নির্বাচন যদি করা যায়, তাহলে সেটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। জাতি হিসাবে আমরা যে জায়গায় আছি, বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সরকার গঠিত হবে, সেই সরকারকেই কিন্তু এখনকার অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে। এ ছাড়া ২০২৬ সালে আমরা যে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাব, তখন বড় ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে এবং সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য শুধু বাইরে নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ অনেকগুলো সংস্কার আমাদের করতে হবে। ওই ধরনের বড় ধরনের সংস্কার করতে গেলেও প্রধান অংশীদার যারা আছেন, অর্থাৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য অংশীদার যারা আছেন, তাদের মধ্যেও সহমর্মিতার প্রয়োজন হবে। কাজেই সেই চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে লক্ষ রেখে হলেও আমার ধারণা, এ নির্বাচন থেকেই সেই প্রক্রিয়াটা শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। এর কারণ হলো, এখন যদি সহমতের ভিত্তিতে একটা সর্বজনগ্রাহ্য, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করা না হয়, তাহলে এই রাজনৈতিক বিভাজনটা চলতেই থাকবে। রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে বড় ধরনের সংস্কার করাটা বেশ চ্যালেঞ্জের হতে পারে বলে আশঙ্কা করি। আমাদের রাজনীতিকে সঠিক ও শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য এর গুরুত্ব আছে।

বৈশ্বিক যে সম্পর্ক আমাদের আছে, তার জন্যও এ নির্বাচনটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি, তফশিল ঘোষিত হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো আলোচনার সুযোগ আছে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেটা প্রত্যাশাও করছেন। আমিও তার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে চাই, এখনো সুযোগ আছে এবং সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা সুস্থ, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যদি আমরা করতে পারি, তাহলে সেটা বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং এতে আমাদের ভাবমূর্তি উন্নত হবে। যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, সেটাও চালু থাকবে এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

এম হুমায়ুন কবির : সাবেক রাষ্ট্রদূত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল

জনগণের জন্য ভালো কিছু দেখছি না

॥ ড. শাহদীন মালিক ॥



তফশিল ঘোষণাটা আরও পরে করলে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাওয়া যেত। সাধারণত নির্বাচনের পঁয়তাল্লিশ দিন আগে তফশিল ঘোষণা করা হয়ে থাকে। যেহেতু নির্বাচন হতে হবে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে, তাই ডিসেম্বরের ১০-১৫ তারিখেও তফসিল ঘোষণা করলে এই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা আলাপ-আলোচনার সুযোগ হতো। তো সেই বিবেচনায় এত তাড়াহুড়া করে তফশিল ঘোষণা করে আলাপ বা সংলাপ বা মধ্যস্থতার সুযোগটা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তফশিল ঘোষণার পরপর বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল আবার তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, এই নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে না। অতএব স্পষ্টতই কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন না হলে এটা অতীতের মতো একতরফা নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং তার সহযোগী কয়েকটা দল অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু রাজনীতির মাঠের অন্যান্য বড় খেলোয়াড়, মানে যারা বড় বড় দল, কেউ অংশগ্রহণ করবে না। অতএব সত্যিকার অর্থে নির্বাচন হবে না, হবে একটা নির্বাচনের খেলা। এবং এই নির্বাচনে অবশ্যই আওয়ামী লীগ জিতবে, এটা এখন স্পষ্ট।

কিন্তু নির্বাচনে জিতে, অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচনে জিতে দেশ পরিচালনায় কতটা সফল তারা হবেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আমার আশঙ্কা ভূরাজনৈতিক বর্তমান যে অবস্থা, আমাদের অর্থনৈতিক যে ভঙ্গুর অবস্থা, আর রিজার্ভের সঙ্কট এবং খুবই তাড়াতাড়ি আমরা যে বড় বড় মেগা প্রকল্প করার জন্য যে টাকা ধার নিয়েছি, সেই টাকা শোধ করা-সবকিছু মিলে জনগণের জন্য ভালো কিছুই দেখছি না।

ড. শাহদীন মালিক : আইনজ্ঞ

ইসির বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন আছে

॥ ড. বদিউল আলম মজুমদার ॥



দেশের একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসাবে নির্বাচন কমিশনের তফশিল ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এটা আসলে কি নির্বাচন হচ্ছে, নাকি নির্বাচন নির্বাচন খেলা হচ্ছে? আমরা যদি আইনগত সংজ্ঞা দেখি, আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিকশনারি হলো বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া। তো যেখানে কোনো বিকল্প নেই, সেখানে কোনো নির্বাচন হতে পারে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এটি একতরফা নির্বাচন হবে। যেটা মনে হচ্ছে, এখানে জাতীয় পার্টি একমাত্র বিকল্প। চয়েজের বিচারে জাতীয় পার্টি তো আওয়ামী লীগের বিকল্প নয়। আপনাকে যদি এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটার এবং এক গ্লাস ট্যাপের পানি দেওয়া হয়, তাহলে তা বিকল্প হতে পারে না। সেখানে আপনি কোনোভাবেই ট্যাপের পানি বেছে নেবেন না। যদি এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটারের সঙ্গে এক গ্লাস সিদ্ধ পানি দেওয়া হয়, তাহলে আপনি বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। কারণ এখানে দুটোই নিরাপদ পানি। কাজেই সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া এটাকে কোনোভাবেই নির্বাচন বলা চলে না। আইনি সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা কোনোভাবেই নির্বাচন নয়।

তাছাড়া যে নির্বাচন কমিশন তফশিল ঘোষণা করেছে, এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই তো প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য যখন সার্চ কমিটি গঠিত হয়, তখনই তো তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। এই নির্বাচন কমিশনের আইনগত বৈধতা নিয়েই তো প্রশ্ন রয়েছে। এখন দেখার বিষয় এই নির্বাচন কমিশন তার ম্যান্ডেট পূরণ করতে পারবে কি না। তার সাংবিধানিক ম্যান্ডেট হলো, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং তা সম্পন্ন করা। এখন তো দেখা যাচ্ছে, মাঠের বিরোধী দল ও অন্যান্য দল নির্বাচনে অংশ নেবে না। তারা বলছে, নির্বাচনি পরিবেশ নেই। সেখানে এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে কী করে? নির্বাচন কমিশনও তো কিছুদিন আগে একই কথা বলেছিল যে, নির্বাচনি পরিবেশ নেই।

তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নও কিছুদিন আগে বলেছে, তারা পর্যবেক্ষক পাঠাবে না, কারণ এখানে নির্বাচনি পরিবেশ নেই। আমেরিকাও বারবার বলে আসছে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করতে হলে সংলাপের বিকল্প নেই। তাহলে কি নির্বাচন কমিশন গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ম্যান্ডেট পূরণ করতে পারবে? একটা বিষয় হচ্ছে যে, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবার সম্ভবত তেমনটি করা সম্ভব হবে না। কারণ জনগণ এখন অনেক সচেতন।

ম্যান্ডেট পূরণ না হলে পরিস্থিতি এমন অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে, যার ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা খাদের কিনারায় চলে যাবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া দরকার এবং যারা অংশীজন আছে, তাদেরও করণীয় নির্ধারণ করা দরকার, যাতে এমন নির্বাচন হয়, যেখানে জনগণের আস্থার প্রতিফলন ঘটবে এবং জনগণের সম্মতির শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার : সম্পাদক, সুজন (সুশাসনের জন্য নাগরিক)

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Akash Medical Care

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. Nayeem Haque

Podiatic Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

আমেরিকা গভীর সম্পর্ক

(প্রথম পাতার পর)

সম্পর্ক করতে চায় বলেই নানা সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর মিন্টু রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে চ্যারিটি মেলা উদ্বোধন করে একথা বলেন মন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সংলাপের বিপক্ষে নয়। তবে কাউকে নির্বাচন বানচাল করতে দেওয়া হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু দেশ জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তারা আমাদের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক করতে চায়, তাই নানা সময় পরামর্শ দেয়। বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য হলে তা মানা হবে।

প্রবাসী সাংবাদিকেরাই জোর করে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য করছে।

এদিকে, আমেরিকা বৃহস্পতিবার এক নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সব দলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কোনো একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি না। আমরা একটি রাজনৈতিক দলকে অন্য রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিই না। আমরা সকল পক্ষকে সংযম অবলম্বন করতে, সহিংসতা এড়াতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

নিউইয়র্কে ১১০.৫ বিলিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

সিটি সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা নিউইয়র্কবাসীকে জানিয়ে আসছি ও সতর্ক করছি। এ অবস্থায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেটের জন্য সিটির প্রতিটি বিভাগই তাদের গভীর বিশেষণের মাধ্যমে কিভাবে সাশ্রয় করা যায় এবং সেবাগুলোকে অক্ষুন্ন রেখে কিভাবে বাজেট দেওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করেছে।

মাইগ্রান্টদের পেছনে খরচ ক্রমেই বাড়ছে, অন্যদিকে ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়ছে ধীর গতিতে, কোভিড স্টিমুলাসও ফুরিয়ে দেছে এ অবস্থায় একটি বাজেট প্রণয়ন সত্যিই চ্যালেঞ্জের বলেন মেয়র অ্যাডামস।

একটি জাতীয় মানবিক সঙ্কট একা একটা কোনো সিটি সামাল দিতে পারে না যা নিউইয়র্ককে করতে হচ্ছে, বলেন তিনি।

ফার্স্ট ডেপুটি মেয়র শিনা রাইট বলেন, প্রশাসনের ওপর অনেক আইনি ও আর্থিক দায়িত্ব চেপেছে এ অবস্থায় বাজেট ভারসাম্য করে নিউইয়র্কের জন্য একটি উন্নততর আগামী উপহার দিতেই আমরা সচেষ্ট। সিটি লিডাররা যতক্ষণনা তাদের চেকবুক ব্যালান্স করছেন ততক্ষণ আমরা সিটির বাসিন্দাদের তাদের চেকবুক ব্যালান্স করতে বলতে পারি না, বলেন ডেপুটি মেয়র।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সিভিক টেস্টঃ

পূর্ব প্রকাশিত নাগরিকত্ব লাভের কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশের পর এ সংখ্যা আরো কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশ করা হলঃ

প্রশ্ন-৫৫ঃ কোন দুটি পন্থায় আমেরিকানরা তাদের গণতন্ত্রে অংশ নিতে পারেন?

সঠিক উত্তরঃ ভোট ও রাজনেতিক দলে যোগ দিয়ে, নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করে, কোন নাগরিক সংস্থায় অংশ নিয়ে, কোন ইস্যুতে নির্বাচিত কোন কর্মকর্তাকে মতামত দেয়া, সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্য/সদস্যাকে আহ্বান জানানো, যে কোন পদে নির্বাচনে অংশ নিয়ে এবং পত্র পত্রিকায় লিখে।

প্রশ্ন-৫৬ঃ ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স পাঠানোর শেষ দিন কোনটি?

সঠিক উত্তরঃ এপ্রিল ১৫।

প্রশ্ন-৫৭ঃ কখন সিলেকটিভ সার্ভিসের জন্য নাম রেজিস্টার করতে হবে?

সঠিক উত্তরঃ ১৮ বছর বয়সে, ১৮ এবং ২৬ বছর বয়সের মধ্যে।

প্রশ্ন-৫৮ঃ ঔপনিবেশিকদের আমেরিকা আসার একটি কারণ দর্শাতে হবে।

সঠিক উত্তরঃ মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ, তাদের ধর্ম পালন করা, নিপীড়ন থেকে বের হওয়া।

প্রশ্ন-৫৯ঃ ইউরোপীয়দের আবাসনের পূর্বে আমেরিকায় কারা বাস করতো?

সঠিক উত্তরঃ আমেরিকান ইন্ডিয়ানস, আমেরিকার আদিবাসী।

প্রশ্ন-৬০ঃ কোন ধরনের মানুষদের আমেরিকায় নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিক্রি করা হতো?

সঠিক উত্তরঃ আমেরিকার মানুষদের।

প্রশ্ন-৬১ঃ ঔপনিবেসবাদীরা (কলোনিষ্ট) কেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো?

সঠিক উত্তরঃ উচ্চ করের জন্য (প্রতিনিধিত্বহীন কর আদায়), বৃটিশ সেনাবাহিনী তাদের বাড়িঘরে অবস্থান করতো, তাদের সুশাসন ছিলো না।

প্রশ্ন-৬২ঃ স্বাধীনতার ঘোষনা কে লিখেছিলেন?



সঠিক উত্তরঃ থমাস জেফারসন।

প্রশ্ন-৬৩ঃ কোন সময় স্বাধীনতার ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছিলো?

সঠিক উত্তরঃ জুলাই ৪, ১৯৭৬ সালে।

প্রশ্ন-৬৪ঃ প্রথমে মৌলিক স্টেট ছিলো ১৩। যে কোন ৩টির নাম বলতে হবে।

সঠিক উত্তরঃ ১) নিউ হ্যাশায়ার, ২) ম্যাসুচুসেটস, ৩) রোড আইল্যান্ড, ৪) কানেকটিকাট, ৫) নিউইয়র্ক, ৬) নিউজার্সী, ৭) পেনসিলভেনিয়া, ৮) দিলওয়ার, ৯) ম্যারিল্যান্ড, ১০) ভার্জিনিয়া, ১১) নর্থ ক্যারোলিনা, ১২) সাউথ ক্যারোলিনা, ১৩) জর্জিয়া।

প্রশ্ন-৬৫ঃ সাংবিধানিক কনভেনশনে কী ঘটেছিলো?

সঠিক উত্তরঃ সংবিধান লেখা হয়েছিলো, প্রতিষ্ঠাকালীন নেতারাই সংবিধানটি লিখেছিলেন।

প্রশ্ন-৬৬ঃ সংবিধান লেখা হয়েছিলো কোন সময়?

সঠিক উত্তরঃ ১৭৮৭ সালে।

নিউইয়র্ক থেকে মুকুল চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি গ্রিনকার্ডধারী থাকা অবস্থায় আমার ২১ নিম্ন সন্তানের জন্যে আবেদন করেছিলাম। এখন আমি ইউএস সিটিজেন। আর আমার সন্তানের বয়স ২১ উর্ধ্ব। এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে, এই অবস্থায় আমাকে আবার করে আমার ২১ উর্ধ্ব সন্তানের জন্যে আবেদন করতে হবে কিনা? ইমিগ্রেশন নিয়ে তেমন অভিজ্ঞতা নেই বলে আপনার পরামর্শের জন্য লিখলাম। আশাকরি উত্তর পাব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

মুকুল চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করার সময় আপনি যদি গ্রিনকার্ডধারী হয়ে থাকনে এবং আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় আপনি যদি ইউএস সিটিজেন হন তাহলে আপনাকে আবার নতুন করে ফাইল করতে হবে না।

এ ব্যাপারে পরামর্শ হচ্ছে আপনার সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেটের কপি পাঠানোর মাধ্যমে আপনি আপনার আই-১৩০ পিটিশন আপগ্রেড করতে পারবেন। আপনার আই-১৩০ যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে এবং আপনি যদি অ্যাপ্রুভাল নোটিশ পেয়ে থাকেন তবে এটাই বোঝা যায় যে আপনার ফাইল আর ইমিগ্রেশনে নেই।

প্রয়োজনবোধে আপনি ইমিগ্রেশন সেন্টারে চিঠি পাঠাতে পারেন। সেই সাথে আকেটি বিষয় হচ্ছে ভিসা এভায়েলেবল হলে তখন ভেনিফিশিয়ারীর বয়স সম্পৃক্ত হবে। ফাইল করার সময়ের বয়স নয়।

ভিসা এভায়েলেবল হবার সময় যদি বেনিফিসিয়ারীর বয়স ২১ বছরের বেশি হয় তবুও সে ২১ নিম্ন হিসেবে বিবেচিত হবে। আপনার সন্তান যদি চাইল্ড প্রটেকটেড এ্যাক্ট দ্বারা প্রটেকটেড হয় তবে সে এখন পর্যন্ত ২১ নিম্ন হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইউএস সিটিজেনের ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্স পাবে। সে কারণে তারা প্রথম প্রেফারেন্সের সুবিধা অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে তার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। যিনি আপনার সাথে আলোচনা করে যথাপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে আপনাকে এ ব্যাপারে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন।

নভেম্বরের ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) নভেম্বর ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে।

ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা প্রিফারেন্সঃ

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ ইউএস গ্রিনকার্ডধারী স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

১৭ নভেম্বর ১৯৭৬, ভাসানীর মৃত্যু সংবাদ

॥ মযহারুল ইসলাম বাবলা ॥



১৭ নভেম্বর, ১৯৭৬। রাত সোয়া ৮টায় ভাসানীর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র ছুটে যাই ঢাকা মেডিকেলের তিনতলার পরিচিত কেবিনে। করিডোরে উৎসুক মানুষ আর ভাসানীর অনুসারীর ভিড়। ভিড় ঠেলে কেবিনের দরজায় ধাক্কা দিই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা খোলামাত্র ভেতরে ঢুকে দেখি চিরশয়ানে নিথর ভাসানী। গণমাধ্যমের ফটোসাংবাদিকদের ছবি তোলার হিড়িক। শব ট্রলিতে উঠিয়ে নিচে রওনার প্রাক্কালে ট্রলি ধরতে অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়ায় ট্রলির পেছনের দিক খুলে অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ভ্যাগিস পারভেজ ভাই (বাংলা একাডেমির সামনের সড়কে গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত ইউপিপি নেতা) দ্রুত ঝাঁপিয়ে ট্রলির পেছনের অংশ তুলে না ধরলে কেলেঙ্কারি ঘটে যেত। ট্রলি ঠিক করে নিচের আউটডোরের বিশাল বারান্দায় শব রাখা হলো। রাত ১০টায় ঢাকা মেডিকেল চত্বর লোকে লোকারণ্য। সামরিক শাসনের সেই ক্রান্তিকালে অত রাতে কেউ ঘরের বাইরে থাকার সাহস করত না। কিন্তু সেদিনের রাতটি হাজারো মানুষের সরব উপস্থিতি-আহাজারিতে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। রাজনৈতিক নেতারা ছাড়াও এলেন সামরিক শাসকের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম। প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া। সায়েম সাহেব ফাতেহা পাঠ করে পরদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করে গেলেন। রাত বাড়ছে কিন্তু দর্শনার্থীর ভিড় কমছে না।

দর্শনার্থীদের সুবিধা বিবেচনা করে লাশ বারান্দার মাঝ থেকে সরিয়ে দক্ষিণ-পূর্বপাশে আনা হয়, যেন সারিবদ্ধ মানুষ লাইন ধরে ভাসানীকে দেখতে পারে। রাত ২টার দিকে দর্শনার্থী কমে এলে মরদেহ বারান্দার পশ্চিম দিকে নিয়ে চারদিকে কাপড় টাঙিয়ে শেষ গোসলের আয়োজন করা হয়। গোসলে অংশ নেওয়া মৌলভীর আহ্বানে আমিও যোগ দিই। ভাসানীকে গোসল করানোর ফাঁকে মৃত্যুর আগে লন্ডনে করা অপারেশনের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান ধরে দেখলাম–হিমশীতল। কাফনে আবৃত করে বারান্দার মাঝখানে লাশ এনে রাখা হলো। লাশের চারপাশে বড় বড় বরফের চাঁই দেওয়া হলো। ডিউটিরত পুলিশেরা দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। মরদেহের সামান্য দূরে বসে প্রখ্যাত শিল্পী মুস্তাফা আজিজ এঁকে চলেছেন ভাসানীর শব ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য। নিদ্রাচ্ছলে দেয়ালে হেলান দেওয়া পুলিশের স্কেচ শিল্পীর খাতায় দেখে কতিপয় পুলিশ তীব্র আপত্তি জানালে আমাদের প্রতিরোধে চুপ হয়ে যায়।

ভোরের আগে ট্রাক এলো। মরদেহ এবং বরফের চাঁই তুলে রওনা হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসিতে। ভাসানীর মরদেহ রাখা হলো টিএসসির অডিটোরিয়ামের পূর্ব-উত্তর কোণে। অন্ধকার কেটে ভোরের আকাশে আলো ফোটামাত্র নেমে আসে অগণিত মানুষের ঢল। শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষের লাইন দ্রুত দীর্ঘতর হয়ে যায়। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু দর্শনার্থী কমছে না। ক্রমে মানুষের ঢল বাড়ছে। সকাল সাড়ে ৯টায় চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবীরের সঙ্গে এলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা। আলমগীর কবীরের 'সীমানা পেরিয়ে' ছবির সংগীতের কাজে তখন তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ভূপেন হাজারিকা টিএসসির উত্তর-দক্ষিণের লম্বা বারান্দার মাঝামাঝিতে অনেকক্ষণ থাকায় তাঁর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলেছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাসানী সম্পর্কে। তিনি আসামের অধিবাসী। মওলানা ভাসানী দীর্ঘকাল আসামে ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসও ভারতে নজরবন্দি ছিলেন। ভাসানী ও তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ভূপেনের ছিল বলেই অকপটে বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভাসানীর অনড় অবস্থানের কারণে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথা। ভারতবর্ষের বড়মাপের শীর্ষ জাতীয়তাবাদী নেতাদের থেকে ভাসানীকে সহজে চেনা যায় তাঁর রাজনীতির কারণেই। মেহনতি-শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামে আজীবন লড়েছেন; বিচ্যুত হননি কখনও। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে ভূপেনের মূল্যায়ন গান্ধীকেও ছাড়িয়ে যায়।

মৃত ভাসানীকে দেখতে আসা মানুষের ঢল উপেক্ষা করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেওয়া হয় জানাজার জন্য। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসমুদ্রে জানাজা শেষে ট্রাকে করে লাশ হেলিপোর্টে রওনা হলে আমরা গাড়িতে রওনা হলাম সন্তোষ অভিমুখে। সন্তোষে দাফন শেষে শেষ বিকেলে আবার ঢাকার পথে পাড়ি দিই।

মওলানা ভাসানী শুধু সাম্রাজ্যবাদবিরোধীই ছিলেন কোনোটিই হননি। তাঁর শিক্ষার বৃত্ত ও সময়কে অতিক্রম করে মানবমুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর অসীম সাহস আর নির্ভীক চেতনালব্ধ রাজনীতি আতঙ্কিত করেছিল স্থানীয় সামন্তদের যেমন, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী চক্রকেও। আপসহীন তাঁর সংগ্রাম আমৃত্যু সক্রিয় ছিল। কখনও ছন্দপতন ঘটেনি। জনগণের মুক্তিসংগ্রামে সারাজীবন অকুতোভয় মওলানা ভাসানী।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না

॥ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ॥

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার গত ৬ নভেম্বর ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের নেতাদের সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করেন। ওই সভায় তিনি যেসব কথা বলেছেন, তা কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বক্তব্য নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। গভর্নর বলেছেন, 'আমাদের অর্থনীতি বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জিং সময় অতিক্রম করছে। আমার ৩৬ বছরের চাকরিজীবনে আমি কখনোই এমন অর্থনৈতিক সংকট প্রত্যক্ষ করিনি।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা সব সময় জোড়া ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করেছি- চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং রাজস্ব ঘাটতি। গত অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং আর্থিক হিসাবের ঘাটতি উভয়ই দেখা গেছে, যা ১৪/১৫ বছরে ঘটেনি। আর্থিক হিসাবে আগের অর্থবছরের ১৫ বিলিয়ন ডলারের থেকে উদ্বৃত্ত থেকে চলতি অর্থবছরে ২ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতিতে পড়েছে। অর্থাৎ ১৭ বিলিয়ন ডলারের একটি ব্যবধান।' গভর্নর মনে করেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে তলানিতে নেমে এসেছে। আর খারাপ হওয়ার সুযোগ নেই। এখন অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। চলতি অর্থবছরেই দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে তিনি মনে করেন।

সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অর্থনীতির আরও নানা চ্যালেঞ্জের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এসব মোকাবিলায় গৃহীত নানা ব্যবস্থার কথা বলেছেন। যেমন: রেমিট্যান্সের নিম্নগতি, টাকার অবমূল্যায়ন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, রপ্তানি আয় কমে যাওয়া, খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়া, অর্থ পাচার, হুন্ডি ব্যবসা বৃদ্ধি, বৈদেশিক সহায়তার অর্থছাড়ে ধীরগতি ইত্যাদি। অবশ্য এসব চ্যালেঞ্জের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সংবাদপত্রে তার বিস্তারিত উল্লেখ নেই। অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির মুখ থেকে এরূপ স্বীকারোক্তি এর আগে বোধকরি শোনা যায়নি।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি সত্যিই খুব খারাপ? আত্মসমালোচনা ভালো, যদি এর মাধ্যমে আমাদের সমস্যা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হই, যদি আমাদের সিদ্ধান্তগুলো পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে জনকল্যাণমুখী হয়। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বেশ কবছর আগেই শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের মার্চে করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাব এবং তা প্রায় দুবছর স্থায়ী হওয়া, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং তা এখনো চলমান থাকায় সারা বিশ্ব এক অস্থির সময় কাটাচ্ছে। দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি, উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনে বিপর্যয়, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনীতিতে মন্দাভাব ইত্যাদির প্রভাব অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পড়েছে। তবে আমাদের সমস্যা যে শুধু বৈশ্বিক কারণেই হয়েছে, তা নয়। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অনিয়ম, দুর্বল করপোরেট শাসন, অনৈতিক ব্যবসা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে দেশের অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিয়েছে। উচ্চমূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্ষয়, টাকার অবমূল্যায়ন, খেলাপি ঋণ, বিদেশে অর্থ পাচার, আমদানি-রপ্তানিতে অস্থিরতা, উৎপাদন ও সরবরাহে বিপর্যয় ইত্যাদি যেসব সমস্যা ও সংকট অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত; সহজ কথায় একটি দ্বারা অন্যটি সৃষ্ট। তবে আমার বিবেচনায় সব সমস্যা ও সংকটের মূলে রয়েছে দুর্নীতি।

২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি কমেনি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে আজ অবধি দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পর বাংলাদেশ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা পেয়ে আসছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০২২ সালের র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ১২ নম্বরে অবস্থান বাংলাদেশের। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে দুর্নীতি বাসা বাঁধেনি।



ব্যাংকিং সেক্টরের খেলাপি ঋণ, পুঁজি পাচার, প্রভাবশালীদের ঋণ পুনঃতফশিলীকরণের নামে সুদ মওকুফ ও অনৈতিক সুযোগ প্রদান, ভুয়া জামানতের বিপরীতে নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ইত্যাদি সবই সর্বব্যাপী দুর্নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুঁজি স্থানান্তরের কারণে নামিদামি ব্যাংকও দুর্বল, সমস্যাজর্জরিত ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হয়েছে। কোনো কোনো ব্যাংকের তথাকথিত মালিক, পরিচালক এসব পাচারের সঙ্গে জড়িত। ব্যাংকসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, গত ৫ বছরে ব্যাংকিং সেক্টরে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবমতে, এ বছরের জুন শেষে খেলাপি ঋণ ছিল ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের ১০.১১ শতাংশ। প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ কোটি টাকা, অর্থাৎ বিতরণকৃত ঋণের ২৫ শতাংশে পৌঁছেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিগত কয়েক বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের জন্য অনেক সুবিধা দিয়েছে; কিন্তু খেলাপি ঋণ আদায় তো হয়ইনি, বরং দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার কেন ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না বা নিতে পারছে না, সে প্রশ্ন অর্থনীতি বিশ্লেষক ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের।

খেলাপি ঋণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে অর্থ পাচার। এ দুটি বিষয়ে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলামের প্রচুর গবেষণা পেপার প্রকাশিত হয়েছে। আমিও কয়েকটি লেখায় দেশি-বিদেশি উৎস থেকে তথ্যাদি নিয়ে অর্থ পাচারের ব্যাপকতা তুলে ধরেছি। হুন্ডি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার, রপ্তানি আয় বিদেশে রেখে দেওয়া ইত্যাদি কারণে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক হিসাবমতে, বছরে বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে ১৫-১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে। গত বছর বিপুল জনশক্তি রপ্তানির পরও সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ১৩৪ কোটি ডলার, যা গত ৪১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর প্রধান কারণ হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার। অক্টোবরে রেমিট্যান্স এসেছে ১৯৭ দশমিক ৭৫ কোটি ডলার। তা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন ঠেকানো সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আইএমএফের হিসাবমতে) ১৯ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার, যার ফলে নিট রিজার্ভের পরিমাণ ১৭ বিলিয়ন ডলারেরও নিচে নেমে গেছে।

বলতে দ্বিধা নেই, অর্থ পাচার তথা হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার রিজার্ভ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসার কথা, তার অর্ধেকই হুন্ডির মাধ্যমে পাচার হয়ে যায়। সে হিসাবে প্রতিমাসে গড়ে আমরা যে ২০০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাই, সে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা হুন্ডি ব্যবসার কারণে হারাচ্ছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস রপ্তানি আয়। রপ্তানি খাত থেকে আসে মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৭০ শতাংশ, আর রেমিট্যান্স থেকে আসে ২৮ শতাংশ। গত জুনে রপ্তানি আয় ছিল ৫০০ কোটি ডলারের উপরে। জুলাইয়ে ৪৫৯ কোটি, আগস্টে ৪৭৮ কোটি এবং সেপ্টেম্বরে ৪৩১ কোটি ডলার; অর্থাৎ রপ্তানি আয় গত জুনের তুলনায় কমতির দিকে। অন্যদিকে দেশের মুদ্রাবাজারে ডলারের চাহিদা বেশি থাকায় তা মেটানোর জন্য প্রায় প্রতি মাসেই বাংলাদেশ ব্যাংক ১ বিলিয়ন ডলার বাজারে ছাড়ছে। এছাড়া রয়েছে আমদানি ব্যয় মেটানো ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অর্থ পাচারের ব্যাপকতা বোঝাতে উল্লেখ করেছেন, দুবাইয়ে ১৩ হাজার বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি রয়েছে। প্রতিটি কোম্পানি খুলতে গড়ে কমপক্ষে ৫ কোটি টাকা খরচ হলে শুধু কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্যই খরচ হয়েছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা। পর্তুগালে গত দুই বছরে আড়াই হাজার বাংলাদেশি বাড়ি ক্রয় করে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাদের প্রত্যেকে কমপক্ষে ৫ লাখ ইউরো বিনিয়োগ করেছেন। সে হিসাবে ওই দেশে পাচার হয়েছে কমপক্ষে ১২৫০ মিলিয়ন ইউরো। যেহেতু এখনো প্রতিমাসে যে হারে রিজার্ভ কমছে, সেই হারে পুনর্ভরন হচ্ছে না, সেহেতু রিজার্ভ তলানিতে পৌঁছাতে আরও সময় বাকি রয়েছে বলে মনে হয়। যে কোনো মূল্যে দুর্নীতি, পুঁজি লুণ্ঠন ও বৈদেশিক মুদ্রা পাচার বন্ধ করতে না পারলে বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হবে না। বিদেশে যেসব বাংলাদেশি বাড়ি ক্রয় করে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে কিংবা বিনিয়োগের বিনিময়ে পর্তুগাল, মালয়েশিয়া বা অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ নয়। এদের মধ্যে কারা বৈধ উপায়ে এবং কারা অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে গেছে তা বের করা প্রয়োজন। জনস্বার্থে এসব পাচারকারী-লুটেরার বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে অথবা এসব অপকর্মের দায় কর্তৃপক্ষকেও নিতে হবে।

ঋণখেলাপিদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হবে না মর্মে গভর্নর বলেছেন। এদের সঠিক তালিকা প্রস্তুত করে সংবাদপত্রে প্রকাশে বাধা কোথায়? এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল ইসলামের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের অনেক বড় গ্রুপের বিরুদ্ধে পুঁজি পাচারের অভিযোগ আছে। কিন্তু সেগুলোর কখনোই যথাযথ তদন্ত হয়নি। হাজার হাজার ব্যাংক ঋণ লুটেরা, দুর্নীতিবাজ আমলা, প্রকৌশলী, গার্মেন্টস মালিক ও রাজনীতিক এখনো দেশ থেকে পুঁজি পাচার করছে। এসব পুঁজি পাচারকারী জাতির এক নম্বর দুশমন। তারা যদি ব্যাপক হারে বিদেশে পুঁজি পাচার না করত, তাহলে অর্থনীতি বর্তমান সংকটে পড়ত না।'

মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সরকারনির্ধারিত ৯-৬ সুদের হার তুলে দেওয়ার জন্য অর্থনীতিবিদদের চিৎকার শোনা এবং তা কার্যকর করায় বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক বিলম্ব করেছে। আর্থিক হিসাবের ঘাটতির কারণে সরকারি ব্যয় চালু রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ছাপিয়েছে। এতেও মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে আমদানি নিয়ন্ত্রণ। ফলে কতিপয় চিহ্নিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিত্যপণ্যের সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-এ তিন মাস ধরেই খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশের উপরে। বিশ্ববাজারে যখন অধিকাংশ খাদ্যপণ্যের দাম নিম্নমুখী, সেসময় আমাদের দেশের অধিকাংশ নিত্যপণ্যের দাম কেন ঊর্ধ্বমুখী-এ প্রশ্ন করার অধিকার জনগণের রয়েছে। সম্প্রতি বাজারে চালের দামও কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা, অর্থাৎ বস্তাপ্রতি ৩০০ টাকা বেড়েছে বলে খবরে প্রকাশ। পেঁয়াজ, আলু, ডিম, মাছ, ব্রয়লার মুরগি- এসবের দাম আগে থেকেই চড়া। নিম্ন-আয়ের মানুষই মূল্যস্ফীতির বড় ভুক্তভোগী। তাদের স্বস্তি দিতে হলে সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে, বাজার মনিটরিং বাড়াতে হবে, বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে, অবৈধ চাঁদাবাজিসহ অতি মুনাফাখোরি শক্ত হাতে দমন করতে হবে। ডলার সংকট এবং টাকার মানের অবমূল্যায়ন মুদ্রাস্ফীতি পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে। সেজন্য সরকারকে অবশ্যই মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

আমাদের দেশীয় মুদ্রা ইতোমধ্যে ২৭ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়েছে। টাকার মান ধরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে। কিন্তু এতে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ডলারের দাম বাড়ছে, টাকার মান কমছে। বৈদেশিক মুদ্রামান নির্ধারণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) কাছে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে একশ্রেণির ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবসায়ী কার্ব মার্কেটের সঙ্গে যোগসাজশ করে মুদ্রামান ওঠানামা করিয়ে ব্যবসা করছে বলে শোনা যায়। শ্রীলংকার ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ দুশনি বীরাকুন সম্প্রতি ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেছেন, 'মুদ্রার মান ধরে রাখতে রিজার্ভ থেকে খরচের কোনো মানে হয় না।' বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কিংবা চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারের সামঞ্জস্য করতে হবে। একবার সেটি করা হলে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে কারচুপি বন্ধ হবে, রেমিট্যান্স আগমন বাড়বে এবং রপ্তানি আয়ও বাড়বে। ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য এ উপায়ে রিজার্ভ সঞ্চিতির কোনো বিকল্প নেই।

দক্ষিণ এশিয়ারই দেশ শ্রীলংকা ২০১০ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। তাদের মাথাপিছু জিডিপি ৪ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনার কিছু ত্রুটির কারণে সেদেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। পরবর্তীকালে সঠিক অর্থনৈতিক নীতিপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে শ্রীলংকার বিপর্যয় অনেকটা কাটিয়ে ওঠার পথে। বৈদেশিক মুদ্রার জন্য হাহাকার কমে গিয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি ২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। শ্রীলংকার তুলনায় আমাদের দেশ এখনো অনেক ভালো। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে, আমরা বহুজাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং দ্বিপাক্ষিক উন্নয়নসহযোগী দেশগুলোর আস্থা হারাইনি। উৎপাদন, রপ্তানি, কর্মসংস্থান, দ্রব্যের প্রাপ্যতা ইত্যাদি সামান্য কমলেও স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। অর্থনীতির মৌলভিত্তি এখনো ভেঙে পড়েনি। এ অবস্থায় সঠিক অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, খেলাপি ঋণ, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি কমিয়ে আনা হলে অর্থনীতি বর্তমান সংকট কাটিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

লেখক: সাবেক সিনিয়র সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান, বর্তমানে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

গাজা : শিশুদের গণকবরস্থান

॥ মঞ্জুরে খোদা ॥

বিষয়টি এমন নয় যে, ওপরে গাছ কেটে নিচে পানি ঢালছে। এটাও দুষ্ট ও চতুর লোকদের নানা অপকর্মের এক ধরনের কৌশলগত অবস্থান। কিন্তু মার্কিন ও পশ্চিমা শক্তি যা করছে, তাতে কোনো কিছুর রাখঢাক নেই। কোনো কিছুই গোপনে করছে না। যা করছে, প্রকাশ্যেই। শুধু করছেই না; ইসরায়েল যে অন্যায় ও অপরাধটা করছে, যে বর্বরতা চালাচ্ছে, তাকে একটা মানবিক চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তা করতে তারা মরিয়া। তাদের নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম দিনরাত সেই কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেস ইসরায়েলের বর্বরতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণহত্যার সমালোচনা করায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের তাঁর দেশে নিষিদ্ধ করেছেন।

পশ্চিমা শক্তি কি আসলেই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অধিকার ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে? তারা কি ফিলিস্তিনিদের মানুষ মনে করে? তাদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকাকে স্বীকার করে? সেটা যদি তারা স্বীকারই করবে, তবে সেই সত্যটা কীভাবে প্রমাণ করবে? তারা সেটা করে না। তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। তারা মুখে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার কথা বললেও তা লোক দেখানো ও মিথ্যাচার। তাদের বাস্তব কর্মকান্ড ও চলমান তৎপরতা সে কথাই প্রমাণ করে। তারা চায় না বিশ্বের মানচিত্রে ফিলিস্তিন নামক কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকুক। তা নানা কৌশল, অজুহাত ও নকশায় মুছে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েই অগ্রসর হ‡"ছ।

গত ২২ সেপ্টেম্বর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তৃতার সময় মধ্যপ্রাচ্যের একটি নতুন মানচিত্র তুলে ধরেন। সেই মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ফিলিস্তিন নামক কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ইসরায়েলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, আক্ষরিক অর্থে ফিলিস্তিন নামক রাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনিদের মুছে ফেলা। এই ঘটনা ঘটেছে কখন? গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার কার্পেট বোমা হামলা ও গাজার হাজার হাজার বেসামরিক মানুষকে গণহত্যার ঠিক দুই সপ্তাহ আগে। কিন্তু পশ্চিমা শক্তি সেদিন নেতানিয়াহুর সেই ঔদ্ধত্যের কোনো প্রতিবাদ করেনি।

বিষয়টি শুধু জাতিসংঘে উত্থাপিত-প্রদর্শিত নিছক কোনো ঘটনা ছিল না। এটা তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। সম্প্রতি ইসরায়েলের মিডিয়া আউটলেট গোয়েন্দা মন্ত্রণালয়ের একটি দলিল পাওয়া গেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, ইসরায়েলের পরিকল্পনা হচ্ছে গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নিধন করা। স্থায়ীভাবে তাদের মিসরের সিনাই মরুভূমিতে যেতে বাধ্য করা। ইসরায়েলের কিছু কর্মকর্তা এ কথা প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের এই ঘৃণ্য কান্ডকে জোরালোভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করছে। এ জন্য অস্ত্র, অর্থ, তথ্য, সৈন্য বুদ্ধি-পরামর্শ–সব ধরনের সহ‡যাগিতা করছে। তার পরও কি বলতে হবে এরা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে? কীভাবে না বলি–এরা দখলদার, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ও ফিলিস্তিনে গণহত্যার দোসর নয়?

ফিলিস্তিনে যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে বিশ্বে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে। কিন্তু ইসরায়েল ও পশ্চিমা শক্তি তা উপেক্ষা করছে। ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৬ অক্টোবর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া কর্তৃক আনীত গাজায় একটি মানবিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যুক্তরাষ্ট্রসহ তার মিত্র চারটি দেশ। এমনকি ২৭ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তা ১২১ ভোটে পাস হয়। পরবর্তী সময়ে ইরাক, ভেনেজুয়েলা, তিউনিশিয়া এ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। ভোটদানে বিরত ছিল ৪৪টি দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৪টি দেশ যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। বিশ্ব জনমতের প্রতিফলন দেখা যায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনেও। তার মানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা গাজায় যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিপক্ষেই শুধু নয়; তারা একে বাধাগ্রস্ত করছে।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসরায়েল ও পশ্চিমা নেতাদের মন্তব্যই বলে দেয়, তাদের মনোভাব কতটা ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু প্রত্যেক হামাস সদস্যের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছেন এবং তাদের প্রত্যেককে একে একে হত্যার ঘোষণা দিয়েছেন। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গালান্ত ফিলিস্তিনিদের 'নররূপী জানোয়ার' আখ্যা দিয়ে পুরো গাজাকে মুছে ফেলা দরকার বলে বক্তব্য দিয়েছেন। ইসরায়েলের আরেক মন্ত্রিসভার সদস্য মোশে ফিগলিন বলেছেন, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো পারমাণবিক বোমার ব্যবহার ছাড়াই ড্রেসডেন ও হিরোশিমার মতো গাজাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা। শুধু তাই নয়; যুদ্ধ শেষে গাজার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের কথা বলে গাজার নিয়ন্ত্রণ ও দখলদারিত্বের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দিয়েছে ইসরায়েল। তাদের এই কৌশলগত দখল অতীত আধিপত্য ও দখলদারিত্বের ধারাবাহিকতা মাত্র।

ইউক্রেনে যেমন পশ্চিমা নেতারা পালাক্রমে সফর করে জেলেনস্কিকে উৎসাহিত করেছেন, ঠিক একইভাবে পশ্চিমা নেতারা ইসরায়েলে উড়ে গিয়ে নেতানিয়াহুকে বেপরোয়া করছেন। গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১২ হাজার ছাড়িয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার শিশু। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, ফিলিস্তিন উপত্যকা এখন 'শিশুদের কবরস্থান'। ইসরায়েলি বিমান হামলায় গত এক মাসে গাজা উপত্যকায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে অন্তত ১৫ লাখ মানুষ। তাদের মধ্যে প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার মানুষ আনরোয়া পরিচালিত স্কুলগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এই প্রথম এত বিশাল মাত্রার সংঘাত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের আল আকসা অঞ্চলে। আত্মরক্ষার নামে মার্কিন ও পশ্চিমা শক্তির মদদে ইসরায়েল গাজায় যে ধ্বংসলীলা পরিচালনা করছে, তাকে তারা গণহত্যার লাইসেন্স মনে করছে।

লেখক: লেখক-গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

নির্বাচনের রোডম্যাপ তফসিল ঘোষণা

॥ মো. জাকির হোসেন ॥

শঙ্কা ছিল, সংশয় ছিল। অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ক্রমেই গাঢ় হচ্ছিল। নানামুখী দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের দৌড়ঝাঁপ ছিল। বিলম্বিত করার 'পত্র কৌশল' ছিল। দিনভর নানা নাটকীয়তা ছিল। সব শঙ্কা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, ষড়যন্ত্র ও কৌশলের মুখে ছাই দিয়ে দ্বাদশ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে আমরা পশ্চিমা ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতির সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করেছি। পশ্চিমা গণতন্ত্রের রীতি ও আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হলো একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নাগরিকদের তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হবে।

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর ২০১৯ সালের ৪ জানুয়ারি সরকার গঠন করে। ৩০ জানুয়ারি বসেছিল সংসদের প্রথম অধিবেশন। সেই হিসাবে সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হবে আগামী বছরের ২৯ জানুয়ারী। এর আগের ৯০ দিনের মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে।

এ বিষয়ে সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।' ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা নয়, এটি বাধ্যবাধকতা। সেই হিসাবে গত ১৫ নভেম্বর সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার দ্বাদশ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন। যদিও তফসিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের একটি আইনি ঘোষণা, কিন্তু তফসিল মানে শুধুই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নয়। তফসিল একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের রোডম্যাপ।

মনোনয়ন জমাদান থেকে নির্বাচনের ফল ঘোষণা পর্যন্ত সার্বিক বিষয় তফসিলে উল্লেখ করা হয়। কোনো আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও রেওয়াজ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করা হয়। আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে আগের রেওয়াজ অনুযায়ী ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় তফসিল ঘোষিত হলো।

তফসিল ঘোষণাকে আওয়ামী লীগসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল স্বাগত জানিয়েছে। আর বিএনপি ও তার মিত্ররা তফসিল প্রত্যাখ্যান করে সহিংসতা করেছে। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নির্বাচনের এই আয়োজনকে 'ভোটরঙ্গ' আখ্যায়িত করে বলেন, 'জনগণ এটা বাস্তবায়ন হতে দেবে না। মেরুদন্ডহীন নির্বাচন কমিশন যে তফসিল ঘোষণা করেছে, তা আমরা চরম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি।' এই তফসিলে কোনো নির্বাচন বাংলাদেশের মাটিতে হতে না দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন রুহুল কবীর রিজভী। তিনি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে আবারও হুঁশিয়ার করে বলেন, এই অবিমৃশ্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ভয়াবহ অচলাবস্থা ও চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। তার পুরো দায়ভার নির্বাচন কমিশনকে বহন করতে হবে, সরকারকে বহন করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে 'আওয়ামী মাফিয়া চক্র' উল্লেখ করে রিজভী বলেন, এই সংকটের জন্য তাদের চিরকাল দায়ী থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে 'গরু-ছাগল ও আওয়ামী লীগের চেতনার নিশানবরদার' উল্লেখ করে রুহুল কবীর রিজভী বলেন, নির্বাচন কমিশন একটি অগ্রহণযোগ্য, একপেশে, প্রশ্নবিদ্ধ ও বিরোধপূর্ণ নির্বাচনের চরম ধৃষ্টতা দেখানোর যে ঝুঁকি নিয়েছে, জনগণ এর পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা ভেবেছেন, তাঁর পা চাটা গোলামদের দিয়ে একটি ভোটরঙ্গ মঞ্চায়ন করবেন।' তিনি আরো বলেন, 'শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনেই হবে নির্বাচন। এই তফসিলটপসিল বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেবে জনতা।' গণতন্ত্রের কথা বলে বিএনপি যেমন মাঠে আগুন-সন্ত্রাস করছে, তেমনি নির্বাচনী তফসিলের প্রতিক্রিয়ায় মুখে ভয়ংকর বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন বর্ষণ করেছে। মাঠের সহিংসতা ও মুখের ভাষায় সম্মানিত মানুষদের এভাবে অসম্মানিত করা কোনো বিচারেই গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। বর্তমান প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্বাচনের রোডম্যাপ তফসিল ঘোষণাগঠিত সার্চ কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য কমিশনারের নিয়োগের ব্যাপারে দেশের সুধীসমাজ ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। নাগরিকদের কাছ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারের নাম আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। নাগরিকরা ব্যাপক সাড়া দিয়ে শত শত নাম প্রেরণ করেছে। বিএনপির প্রয়াত উপদেষ্টা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও আরেকজন কমিশনারের নাম প্রস্তাব করেন। সার্চ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সাবেক রাষ্ট্রপতি ওই দুজনকে নিয়োগদান করেছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন ও অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদ সচিব, বিচারক ও সেনা কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের 'গরু-ছাগল', পা চাটা গোলাম, 'আওয়ামী মাফিয়া' আখ্যায়িত করা কতটা শোভন, নিশ্চয়ই তা জনগণ বিবেচনা করবে।



বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি না আসতেন, কাউকে না কাউকে তো এই দায়িত্ব পালন করতেই হতো। আর নির্বাচনের দায়িত্ব একবার গ্রহণ করার পর তফসিল ঘোষণা করা ছাড়া আর কী বিকল্প আছে তাঁদের সামনে? সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন কেবল সংবিধান ও আইনানুযায়ী তার দায়িত্ব পালন ও নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে। তাহলে কমিশনের অপরাধ কী? তদুপরি, সিইসি তো সংলাপ-সমঝোতার মাধ্যমে রাজনৈতিক মতভেদ নিরসনের কথা বলেছেন। তার পরও কেন অশোভন ভাষায় তাঁকে আক্রমণ? ধরে নিলাম, আরো সাত দিন অপেক্ষা করতে পারতেন। তাতেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যেত? ২০১৩ থেকে তো সহিংস আন্দোলন চলছে এই একই দাবিতে। কত মানুষ তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে। রাষ্ট্রের কত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। কত মানুষ আগুনে পোড়া, বিকৃত দেহের জীবনটাকে কত কষ্টে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরও কি আপনারা সমাধানে পৌঁছাতে পেরেছেন? রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা করা কিংবা তত্ত্বাবধায়ক পুনর্বহাল কি নির্বাচন কমিশনের কাজ? যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালত অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করেছেন, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাহী বিভাগের প্রধান কিভাবে ফিরিয়ে আনবেন? নির্বাহী বিভাগ যদি সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে ইচ্ছাখুশি পাল্টে দিতে পারে, তাহলে বিচার বিভাগ রাখার দরকার কী? ১৯৯৬ সালে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন হয়, তখন একে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে আদালতের রায় ছিল না। বিএনপির যাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের খসড়া রচনা করেছিলেন, তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ প্রায় অসম্ভব বিধায় প্রথম চারটি অপশনই সংরক্ষিত রেখেছিলেন উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের জন্য। পঞ্চম অপশন রেখেছিলেন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একজন নিরপেক্ষ নাগরিককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার ব্যাপারে। কিন্তু এই ব্যাপারেও তাঁদের সংশয় ছিল। তাই ষষ্ঠ অপশন হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার বিধান তৈরি করেছিলেন। তার মানে বিলুপ্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা মূলত উচ্চ আদালতের বিচারকদের কেন্দ্র করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় বিচারপতিদের সম্পৃক্ত না করার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিই যৌক্তিক। কোনো ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে তার সঙ্গে সংবিধানের অভিভাবকরা যুক্ত হতে পারেন না। বিচারপতিদের বাদ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বদলে কাদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে? উচ্চ আদালতের পরিবর্তে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হবে তার কোনো কাঠামো কি বিএনপি ঘোষণা করেছে? বিচারপতিদের বদলে কারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় দায়িত্ব পালন করবেন তার রূপরেখা কি উপস্থাপন করেছে? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি করা হচ্ছে? তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় কি রাজনীতি থেকে অস্থিরতা, বিরোধ ও সংঘাত দূর হয়েছে? তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কি একবারের জন্যও দুই দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠুভাবে চলেছে? বিরোধী দলের সংসদ বর্জন কি বন্ধ হয়েছিল? সরকারের দায়বদ্ধতা-জবাবদিহি কি চালু হয়েছিল? তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচিত সরকারের আমলে দেশ দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়নি? ২১ আগস্টে ভয়ংকর গ্রেনেড হামলা হয়নি? জঙ্গিবাদের সর্বগ্রাসী উত্থান হয়নি? তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনলে কি পরিস্থিতির গুণগত উন্নতি হওয়ার আদৌ নিশ্চয়তা আছে? যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, গাড়ি জ্বালিয়ে, মানুষ পুড়িয়ে মেরে গণতন্ত্র আনতে চাইছেন, তাঁদের দলে কি গণতন্ত্র আছে? আপনারা যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ের সংস্কৃতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করছেন, সেই একই কাজ তো আপনারাও করছেন। প্রতিদিন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় প্রিয়জনদের কাছ থেকে শেষবিদায় নিয়ে বের হতে হয়। আবার ফিরে আসতে পারব কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে না তার নিশ্চয়তা কী? তার মানে আমার জীবনের অধিকার, চলাচলের অধিকার ও স্বাধীনতা আপনাদের তথা আগুন-সন্ত্রাসের হাতে বন্দি।

উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত সব দেশেই নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অন্তত ১০০টি সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেক দেশেই নির্বাচন নিয়ে নানা অনিয়ম, জালিয়াতি, প্রতারণা, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্পদের ব্যবহার, ভোটার নিপীড়ন, ভোটার তালিকাভুক্তকরণে অনিয়ম, Absentee Ballot (তথা পোস্টাল, প্রক্সি, অনলাইন ভোটে) অনিয়ম, ভাঁওতাবাজি ও মিথ্যা সংবাদের মাধ্যমে ভোটারদের প্রভাবিত করা, প্রতিপক্ষ দলের ফোন ব্যাংক জ্যামিং, গ্যারি মেন্ডারিং তথা নির্বাচনী এলাকার সীমানা সুবিধামতো পরিবর্তন, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতা, ভোটগণনা নিয়ে বিতর্ক, ভোটের ফল পাল্টে দেওয়াসহ নানা গুরুতর অভিযোগ রয়েছে এবং মামলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিজের নির্বাচন নিয়েও তো বিতর্ক রয়েছে, যা আজও সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়। এসব কোনো দেশে কি নির্বাচনে অনিয়মের কারণে মাসের পর মাস অবরোধ দিয়ে গাড়ি পুড়িয়ে, নিরীহ মানুষ হত্যা করে সহিংস আন্দোলন হচ্ছে?

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অবনমন ও গণতন্ত্র ঘাটতির যুগ এখন। গণতন্ত্র ব্যক্তিবন্দনা, লোকরঞ্জনবাদ ও অপতথ্যের আধিপত্যে ম্রিয়মাণ। গণতন্ত্রের অবনমন এবং গণতন্ত্রের প্রতি চরম অসন্তুষ্টির এই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কতটা বাস্তবসম্মত? তত্ত্বাবধায়ক সরকার টেকসই ও বাস্তবসম্মত কোনো ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন ব্যবস্থা নেই। বাস্তবতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। গণবিস্ফোরণ হওয়ার মতো জনসম্পৃক্ত নয় আপনাদের আন্দোলন। যদি তাই হতো, পুলিশ, র‍্যাব, বুলেট উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসত। গাড়ি পুড়িয়ে, মানুষ জ্বালিয়ে অবরোধ-হরতাল করতে হতো না। তফসিল ঘোষিত হয়েছে, নির্বাচনে আসুন। সংলাপ-সমঝোতার মাধ্যমে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাস্তবসম্মত টেকসই সমাধান খুঁজে বের করুন।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২৪-এর নির্বাচন কি অর্থনীতির সংকট কমাবে না বাড়াবে

॥ ফারুক ওয়াসিফ ॥

নির্বাচন আসলেই আগে শোনা যেত স্লোগান হচ্ছে, 'সামনে আসছে শুভদিন, অমুক/তমুক মার্কায় ভোট দিন'। নির্বাচন আর শুভ পরিবর্তনের আশা বাংলাদেশীদের রক্তে-মজ্জায় গাঁথা। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে শুভদিন আসবে, কারণ তারা ছয় দফার ভিত্তিতে দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ থেকে মুক্ত করবে। ১৯৯১-এর নির্বাচনে এরশাদ জমানার পরের জমানার শাসক নির্বাচিত হবে, তারা আগের আমলের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেবে। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে, যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ। কিন্তু একমাত্র জাতীয় নির্বাচনের বেলায় তারা ভোট দেয় উল্টা চেতনায় যে, বিগত সরকারের চেয়ে পরের সরকার কিছুটা তো ভালো হবে। কিন্তু ২০২৪ সালের নির্বাচন কি শুভদিন নিয়ে আসবে? আনলে কাদের জন্য আনবে, গোষ্ঠীর জন্য নাকি অধিকাংশ মানুষের জন্য?

এই প্রশ্নের উত্তর শুধু রাজনীতির ঘরে খুঁজলে হবে না, খুঁজতে হবে অর্থনীতির দোকানেও। সোজা কথায়, ২০২৪ সালের নির্বাচন কি অর্থনীতির এই দুরবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে? কিছুটা কি সহনীয় করবে জীবনযাত্রা? ভবিষ্যৎ নিয়ে নিদারুণ অনিশ্চয়তার কি অবসান ঘটবে?

সরকার 'যে কোনো মূল্যে' নির্বাচন করে ফেলার জন্য নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেছে। নির্বাচন কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে ৭ জানুয়ারি। এই 'যে কোনো মূল্যে'র মধ্যে কি অর্থনীতির মূল্যটাও ধরা আছে?

বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক বিভক্তির মধ্যে পড়ে গেছে। এই বিভক্তি আরও জোরালো হয়েছে ভূরাজনৈতিক পরাশক্তিগুলো জড়িত হওয়ার জন্য। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে রিজার্ভ সংকট। রিজার্ভ সংকটে ভোগের পণ্য ও কারখানার কাঁচামাল আমদানি করা যাচ্ছে না। ফলে অর্থনীতির আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় চলতে পারছে না। কাজে কাজেই সৃষ্টি হচ্ছে না কর্মসংস্থান। মানুষ দুর্দিনের ভয়ে ভীত। মানুষ জিনিসপত্রের লাগামছাড়া দাম বাড়াতেও অতিষ্ঠ। এই সার্বিক সংকট থেকে উদ্ধার পেতে চায় মানুষ। ২০২৪ সালের সরকার ঘোষিত নির্বাচনী আয়োজন এবং তার ফল কি অর্থনীতির বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে?

বরং দেখা যাচ্ছে, সরকার যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ভেতর দিয়ে নির্বাচন করে ফেলতে চাইছে, তাতে করে অর্থনীতির সংকট আরও মারাত্মক জায়গায় চলে যাবার ঝুঁকি থাকছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো সত্য সত্যই বাংলাদেশে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়। এ ব্যাপারে তাদের চাওয়াটা আলংকারিক নয়, বাস্তব। তারা বাংলাদেশে পশ্চিমা ধরনের বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চায়। কেবল ওই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তারা কাজ করতে অভ্যস্ত। এখানে চীনা ধরনের বা কম্বোডিয়া কিংবা উত্তর কোরিয়া ধরনের রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে তাদের জন্য ভীষণ অসুবিধা হবে। এবং সেসব অসুবিধার বড় একটি জায়গা হলো নিরাপত্তা আয়োজন। পশ্চিমা নিরাপত্তা ছাতার মধ্যে থাকা ছাড়া কোনো দেশকে তারা অর্থনৈতিক অংশীদার সাধারণত করে না। একটা সময়ে মিয়ানমারকে তারা রাজনৈতিক ছাড় দিয়ে অর্থনৈতিক অংশীদার করতে গিয়েছিল। তার ফল বুমেরাং হয়েছে। মিয়ানমার পুরোপুরিই পাশ্চাত্যবিরোধী রাজনৈতিক ব্লকে চলে গেছে।

এরকম একটি বাস্তবতায় যখন বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের গন্তব্য পাশ্চাত্য, বাংলাদেশিদের বসবাস, বিনিয়োগ ও টাকা পাচারের গন্তব্যও যখন পশ্চিম, যখন পশ্চিমা বিনিয়োগ আমাদের ভীষণ দরকারও (যেমনটা করে থাকে জাপান), তখন পশ্চিমা মডেলের উল্টা রাজনৈতিক মডেল কি অর্থনীতির জন্য ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে না?

নির্বাচন কমিশন বিরোধী দলের আপত্তিতে কান না দিয়ে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করে ফেলেছে। সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের শর্তহীন সংলাপের ডাকও নাকচ করে দিয়েছে। এই চালচলন অব্যাহত থাকলে সহিংসতা বাড়বে। তাতে জীবনের পাশাপাশি সম্পদ ধ্বংস হবে। ইতোমধ্যে অবরোধে অর্থনীতির চাকা ধীর হয়ে গেছে। এই ধারায় চললে, যে কায়দায় নির্বাচন হবে তাতে দীর্ঘদিনের অশান্তি নেমে আসতে পারে দেশে। সেটার অর্থনৈতিক খেসারত বিপুল। তা ছাড়া আরেকটি বিতর্কিত নির্বাচনের ফল দেশে বা বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের তরফে ভিসা নীতির চেয়েও কঠোর পদক্ষেপের জোরালো ঝুঁকি থাকছে। ভিসা নীতিতে জনগণের তেমন কষ্ট হয়নি, কিন্তু আরও বড় পদক্ষেপের খেসারত দিতে হতে পারে জনগণকে। পরের দফায় যদি যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়, এখনকার এই ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির অবস্থা কী হবে?

একটা দেশ কোন দেশের মিত্র হবে বা হবে না, সেটা সে দেশের শাসক দলের মতাদর্শ বা খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে না। সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনীতির প্রধান খাতগুলোর চরিত্র এবং উন্নয়নের স্তরের ওপরেই নির্ভর করে। বাংলাদেশ আধা শিল্পায়িত দেশ। আমাদের পোশাকশিল্পের গন্তব্য পাশ্চাত্য। আমাদের বিনিয়োগ আসে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি এবং জাপানের জাইকা থেকে। চীন আমাদের দেশে সম্প্রতি বড় আকারের ঋণ দিয়ে আসছে। ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং খাদ্য ও পরিবেশগত দিক থেকে বাংলাদেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবে এই তিন দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের সুসম্পর্ক প্রয়োজন। কিন্তু যদি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের কারণে বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের প্রভাবিত দেশ ও প্রতিষ্ঠানের তরফে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আসে, সেটা কি আমরা অন্য মিত্রদের মাধ্যমে সামলাতে সক্ষম? রাতারাতি পোশাকশিল্পের বাজার পশ্চিম থেকে পুবে ঘোরানো অসম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নত করবার জন্য যে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতাগুলো দরকার, পশ্চিম তার বড় একটি উৎস। এবং একটি গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার সুফলও কম না।

সুতরাং সব দিক হিসাব করে যদি ২০২৪-এর জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের দিকে তাকাই, তাহলে কি বলা যাবে যে সামনে আসছে শুভদিন? যে নেতৃত্বের হাতে অর্থনীতির এই দুরবস্থা হলো, তাদের হাত দিয়েই কি এর সমাধান হওয়া সম্ভব? সেরকম কোনো রূপরেখা কি কোথাও দেখা গেছে? এমনকি প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও কি বিগত দিনে অর্থনীতির সমাধানের কোনো দিশা দেখাতে পেরেছে? বরং আমরা দেখছি অর্থনীতি বিযুক্ত রাজনৈতিক আলাপ।

কেউ কেউ বলছেন, রাজনৈতিক সংকটের সমাধান না হলে অর্থনীতির সংকটের সমাধান হবে না। রাজনৈতিক সংকটের সমাধান বিভিন্নভাবেই হতে পারে। বর্তমান সরকার বিরোধীদের নিশ্চুপ করিয়ে নির্বাচন করিয়ে নিয়ে ক্ষমতাসীন থাকতে পারে। অথবা বিরোধীরা কোনো নতুন বাস্তবতায় ক্ষমতাসীন হতে পারে। অথবা ২০০৬ সালের মতো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ হতে পারে। যাই-ই হোক, যারাই ক্ষমতায় থাকুন বা আসুন, অর্থনীতিই হবে তাদের প্রধান অগ্নিপরীক্ষা। সুতরাং এই অর্থে রাজনৈতিক সংকট আর অর্থনৈতিক সংকট আসলে একই সংকটের দুটি মাত্রা।

তাই শুধু নির্বাচন করে ফেলাতেই বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের বিজয় আসবে না, বিজয় আসবে কেবল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবার মাধ্যমে। সেটা না পারলে যে কোনো উপায়ে বা যে কোনো মূল্যের নির্বাচন দেশটাকে আরও কষ্টদায়ক ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংকটের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এ কারণেই আবারও বিনীতভাবে প্রশ্ন জানাই, ২০২৪-এর নির্বাচন কি সংকটের সমাধান দেবে নাকি তাকে আরও পাকিয়ে তুলবে?

লেখক: লেখক ও সমকালের পরিকল্পনা সম্পাদক

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা

॥ ড. আতিউর রহমান ॥



বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ, ব্যবহার এবং পরিশোধের রেকর্ড কিন্তু মন্দ নয়। তবে চলমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের আলোকে এই বিষয়টি নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবার সুযোগ রয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে সাম্প্রতিক সময় তো বটেই, সম্ভবত স্বাধীনতা-উত্তর পাঁচ দশকের মধ্যেই সবচেয়ে বড় সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিশেষ করে বৈদেশিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার কারণেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমে করোনাজনিত সংকট, আর তারপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি তৈরি হয়। পাশাপাশি আমাদের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সংকটগুলোও এই সময়ে এসে প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। আর হালে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সমাজে যে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তার নেতিবাচক প্রভাব বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ওপর পড়ছে। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি যেন এই চাপ আর বইতেই পারছে না। অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিও খাবি খাচ্ছে। বিশেষ করে সরবরাহ চেইন বিপর্যস্ত হওয়ায় পণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। দূরপাল্লার ট্রাক ও বাসের বড় অংশ রাস্তায় এখন অনিয়মিত। এর প্রভাব অর্থনীতিতে পড়তে বাধ্য। বিশেষ করে জিনিসপত্রের দামের ওপর এর কুপ্রভাব প্রকটভাবেই পড়তে শুরু করেছে। নিঃসন্দেহে মূল্যস্ফীতিই এখন জনসাধারণকে সবেচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে। সেটিই স্বাভাবিক। তবে মূল্যস্ফীতির মতো সরাসরি দৃশ্যমান চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ঋণের প্রবাহ আর সেই দায় শোধের মতো দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েও ভাবছেন সচেতন ও সংবেদনশীল অংশীজনরা।

এটা সত্যি যে সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে আমাদের বৈদেশিক দায় শোধের পরিমাণ প্রতিবছরই উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ছে। পাঁচ বছর আগে (অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে) আমরা বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল বাবদ বছরে ১.৫৯ বিলিয়ন ডলার শোধ করেছি। সেই পরিমাণ প্রতিবছর বেড়ে বেড়ে সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ২.৬৭ বিলিয়ন ডলারে (অর্থাৎ ৬৮ শতাংশ বেড়েছে)। সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ চলতি অর্থবছরে এই পরিমাণ ৩.৫৬ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকবে বলে প্রক্ষেপণ করেছে। পরের দুই বছরে বৈদেশিক ঋণের দায় বাবদ যথাক্রমে ৪.২১ বিলিয়ন ডলার এবং ৪.৭২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বৈদেশিক ঋণের দায় বাবদ ব্যয় এভাবে বৃদ্ধি পাওয়াটা কি আসলেই দুর্ভাবনার বিষয়? সত্যি হলো আমাদের বৈদেশিক ঋণগুলোরই সহজ শর্তের অল্প সুদের এবং দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ডের হলেও এর মধ্যে অনেকগুলো প্রকল্পের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়েছে। শিগগিরই আরো বেশ কয়েকটি ঋণের গ্রেস পিরিয়ড শেষ হবে। ফলে দায় শোধ বাবদ ব্যয়ের এমন বৃদ্ধি আসলে অপ্রত্যাশিত নয়। মনে রাখা চাই গত ১০-১৫ বছরে আমাদের অর্থনীতি যে 'কোয়ান্টাম জাম্প' করেছে তার পেছনে এই ঋণগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। আর অর্থনীতির এই অগ্রযাত্রার সুবাদে আমাদের মাথাপিছু জিডিপিও বেড়েছে। আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। অচিরেই স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশও হতে যাচ্ছি। বিশেষ করে পরিবহন ও সংযোগ সম্পর্কিত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি সচল ও সহিষ্ণু হতে পেরেছে। ফলে আমাদের ঋণের দায় শোধের সক্ষমতাও তো বেড়েছে। আর এসব অবকাঠামোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড সংযোগগুলো স্থাপন করা গেলে বাংলাদেশে স্বদেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আরো বাড়বে। তখন ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আরো বাড়বে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসবে বার্ষিক ঋণের দায় শোধের যে টার্গেট আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের আয় বৃদ্ধির হারটি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না? এর উত্তর পাওয়া যাবে আমাদের বার্ষিক জিডিপির সঙ্গে ঋণের তুলনা থেকে। ২০১৯ সালে আমাদের জিডিপির তুলনায় ঋণের পরিমাণ (অর্থাৎ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনাঋণ-জিডিপি অনুপাত) ছিল ৩৫.৮ শতাংশ। ২০২০ ও ২০২১-এ এই অনুপাত কমে ৩২ শতাংশের আশপাশে থাকলেও ২০২২-এ এসে ৩৩.৮ শতাংশে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি 'ফিচ রেটিং'-এর সর্বশেষ প্রতিবেদনের প্রক্ষেপণ অনুসারে এ বছর শেষে এই অনুপাত ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে (৩৫.৬ শতাংশ হবে)। পরের দুই বছরে এই অনুপাত যথাক্রমে ৩৬.৪ এবং ৩৭.২ হবে বলে ফিচ প্রক্ষেপণ করছে। তাদের এই প্রক্ষেপণ আর বাংলাদেশ সরকারের প্রক্ষেপণ প্রায় কাছাকাছি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত যথাক্রমে ৩৫.৬ শতাংশ এবং ৩৭.৬ শতাংশ হবে বলা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈদেশিক দায় শোধ বাবদ যেমন আমাদের ব্যয় বাড়াতে হয়েছে, অন্যদিকে জিডিপির তুলনায় ঋণের পরিমাণও বেড়েছে। তবু একে এখনই বড় দুর্ভাবনার কারণ বলে মনে হয় না। কেননা এখন পর্যন্ত ঋণের দায় শোধের ক্ষেত্রে আমাদের প্রশংসনীয় ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। বাংলাদেশ কখনোই ঋণের দায় শোধে ব্যর্থ হয়নি। এমনকি কোনো ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময় বাড়ানোর আবেদনও কখনো করেনি। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ৪০ শতাংশের নিচে যেকোনো ঋণ-জিডিপি অনুপাতই গ্রহণীয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের ঋণ-জিডিপি অনুপাতের বৃদ্ধি যে আসলেই খুব বেশি নয়, তা অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। রেটিং এজেন্সি ফিচের উল্লিখিত প্রতিবেদনে এ বছর শেষে চীনের ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৫৪.৩ শতাংশে এবং ভারতের ৮৩.৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৩৫.৬ শতাংশ হলে তা হবে পুরো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে সর্বনিম্ন। বলা চলে জিডিপির অংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ভূ-রাজনৈতিক ও নিজস্ব সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে কিছুটা বাড়লেও আমাদের ঋণের পরিমাণ এখনো বিপৎসীমার বেশ খানিকটা নিচেই আছে। আর বিদেশি ঋণ-জিডিপির অনুপাত যেহেতু এখনো ২০ শতাংশের নিচেই আছে, তাই কম সুদে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি আরো ঋণ নেওয়ার সুযোগ এখনো অনেকটা রয়ে গেছে। তবে অস্থির বিনিময় হারের বাস্তবতায় বেশি করে ব্যক্তি খাতের জন্য বিদেশি ঋণ নেওয়ার প্রশ্নে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন চলছে (এখন পর্যন্ত ২৫ শতাংশের মতো অবমূল্যায়ন করতে হয়েছে)। দুই বছর আগেও যেখানে ২-৩ শতাংশ হারে সুদ ছিল, এখন সেসব স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের জন্য ব্যক্তি খাতকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে হচ্ছে। এর সঙ্গে অবমূল্যায়নের পরিমাণ যোগ করলে কার্যকরী সুদের হার কত হবে তা কল্পনারও অতীত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ২০২৩ সালের প্রথম ৯ মাসে দেশের ব্যক্তি খাত যে ১৯.৫৫ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি ঋণ পেয়েছে তার বিপরীতে ব্যক্তি খাতকে সুদ-মূল মিলিয়ে ঋণ পরিশোধ বাবদ দিতে হয়েছে ২৩.৯৯ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি)। এ বাস্তবতার বিচারেই ব্যক্তি খাতে স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণ বিষয়ে আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এ কথা ঠিক, আগামী তিন থেকে পাঁচ বছর সময়কালে ঋণের পরিমাণ বা দায় শোধ নিয়ে বড় সংকটে আমাদের পড়তে হচ্ছে না। বিশ্বব্যাংকের স্ট্র্যাটেজি পেপারে তাই বাংলাদেশের জন্য আলাদা করে ঋণ বরাদ্দের কথা শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের তরফ থেকে ৪৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের এই সময়ে এই খবরগুলো নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক। তাই বলে এ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগও কিন্তু আমাদের নেই। কেননা প্রথমত, পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতা এবং আমাদের নিজস্ব কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলোকে বিবেচনায় রেখে বৈদেশিক উৎস থেকে পাওয়া ঋণগুলোর আরো দক্ষ ও সময়োপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করতেই হবে। পাশাপাশি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি উদ্যোগও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তবে আশার কথা যে আমরা বাজেট ঘাটতিকে বরাবরই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। আয় বুঝে ব্যয় করার এই বাজেট সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারলে আমাদের পক্ষে ম্যাক্রো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

তবে বৈদেশিক আর্থিক খাতের ব্যবস্থাপনায় আমরা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও বর্তমানে যে ডলার সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তা মোকাবেলায় বৈদেশিক ঋণ বিশেষ জরুরি। একই সঙ্গে এটাও সত্য যে বৈদেশিক ঋণ নিয়ে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গেলে বাজারে টাকার প্রবাহ বাড়বেই। তার প্রভাব স্বভাবতই পড়বে মূল্যস্ফীতির ওপর। কিন্তু এরই মধ্যে মূল্যস্ফীতির চাপে জনজীবন বেশ খানিকটা পর্যুদস্ত। বিশেষ করে দুই অঙ্কের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হারের কারণে কম আয়ের নাগরিকরা চাপে আছেন (এই চাপ শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেশি)। ফলে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক ঋণের ছাড় আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাব। তবে একই সঙ্গে এই ঋণের অর্থ যথাসম্ভব গণমুখী উৎপাদনশীল খাতে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার নিশ্চিত করতেও আমরা উদ্যোগী হব। বড় প্রকল্প অর্থায়নের সময় লক্ষ রাখতে হবে, যাতে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এমন প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার পায়। তা ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে সরকারি খরচ বেড়ে যায়। এর ফলে বাজেট কাঠামো সুস্থির রাখা বেশ কষ্টের হয়ে পড়ে। তাই সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকে গভীরতর নীতি-মনোযোগ কাম্য।

দ্বিতীয়ত বলছি ঋণের দায় শোধের সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা। আরো আগে থেকেই এ জন্য আমাদের কর আহরণের দক্ষতা বাড়ানোর কথা আমরা বলে আসছি। আমাদের কর জিডিপির তুলনায় ১০ শতাংশের আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে অনেক বছর ধরে। আমি সব সময়ই বলে আসছি যে বাংলাদেশের মতো বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশে কর-জিডিপি অনুপাত অন্তত ১৫ শতাংশ হওয়া দরকার। দেশীয় অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘদিন ধরে যা বলে আসছেন ইদানীং উন্নয়ন সহযোগীরাও সেই একই পরামর্শ দিচ্ছেন। বিদ্যমান বাস্তবতার বিচারে মনে হয় এ বিষয়ে যথার্থ কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। মানুষের মাথাপিছু আয় যে মাত্রায় বেড়েছে আমরা সে মাত্রায় কর আহরণ করতে পারছি না। এই না পারার দায়টি কিন্তু নাগরিকদের নয়, বরং কর আহরণের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁদেরই। কর আহরণ প্রক্রিয়াকে ডিজিটাইজেশন করার সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। আর্থিক সেবা খাত যেভাবে ডিজিটাইজেশনের সুফল ভোগ করছে, রাজস্ব বোর্ডের ক্ষেত্রে কেন তা করা যাবে না? সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রেও ডিজিটাইজেশনের ছোঁয়া লেগেছে। এমনকি ভূমি ব্যবস্থাপনায়ও ডিজিটাইজেশনের সুফল নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশে'র অভিযাত্রায় সফলতার পর 'স্মার্ট বাংলাদেশে'র যে নতুন অভিযাত্রায় আমরা প্রবেশ করেছি তার সঙ্গে সংগতি রাখতেই কর আহরণ প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সহজ করা উচিত স্বল্পতম সময়ের মধ্যে। কর আহরণের প্রক্রিয়া সহজীকরণ হলে নাগরিকদের কর দেওয়ার উৎসাহ বাড়বে। পাশাপাশি কর প্রদানে তাদের উৎসাহী করতে সামাজিক আন্দোলনও জোরদার করা উচিত। এই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটিতে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের। সবার সম্মিলিত কার্যকর উদ্যোগ থাকলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর আহরণ সম্ভব হবে। তাতে সরকারের আয় বাড়লে আমাদের বৈদেশিক ঋণের দায় শোধ নিয়েও বড় দুর্ভাবনায় পড়তে হবে না।

আর আমাদের প্রবাসী ও রপ্তানি আয় যতক্ষণ কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়তে থাকবে ততক্ষণ বৈদেশিক ঋণ শোধের দায় নিয়ে অতটা ভাবতে হবে না। তবে আবারও বলছি, হেজিং ব্যবস্থা ছাড়াই অস্থিতিশীল বিনিময় হার বজায় থাকার সময়ে ব্যক্তি খাতে বিদেশি ঋণ নেওয়ার বেলায় খুবই রক্ষণশীল থাকতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন বলেই মনে হয়। তবু সাবধানের মার নেই।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

অর্থনীতিতে রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব

॥ ড. প্রণব কুমার পান্ডে ॥

অতীতে বাংলাদেশের জনগণ প্রায়ই অবরোধ বা হরতালের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির অভিজ্ঞতা অর্জন করত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল বা অবরোধকে তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করলেও সেই সব কর্মসূচি জনগণের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করত। তবে ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আহূত তিন মাসের অধিক সময় হরতাল পালনের পর থেকে রাজনৈতিক দাবি আদায়ের কৌশল হিসেবে হরতাল বা অবরোধের কার্যকারিতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে হ্রাস পেয়েছে। ফলে গত কয়েক বছরে হরতাল বা অবরোধের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল।

গত ২৯ অক্টোবর থেকে বিএনপি পুনরায় হরতাল এবং অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন শুরু করার পর থেকে দেশে জ্বালাও-পোড়াওয়ের ঘটনা আবারও শুরু হয়েছে, যা জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। দেশের অভ্যন্তরে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা, গাড়িতে পেট্রলবোমা ছোড়া, সহিংসতা এবং উৎপাদনমুখী খাতগুলোতে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার কারণে দেশের অর্থনীতি নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়িতে আগুন দেওয়ার ফলে ট্রান্সপোর্ট কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। এ ধরনের ঘটনা শুধু মানুষের প্রাত্যহিক চলাচলের ক্ষেত্রেই বাধা সৃষ্টি করছে না, বরং পণ্য পরিবহন ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করছে।

ফলে বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হচ্ছে, যার প্রভাবে পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ঘটনা একদিকে যেমন পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে, ঠিক তেমনি সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। অবরোধের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্য খাতের প্রবৃদ্ধিতে যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিভিন্ন কম্পানি তাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে বিধায় তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

বাণিজ্য উৎপাদন এবং রপ্তানিসহ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ওপর হরতাল বা অবরোধের প্রভাব উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অবরোধের মতো কর্মসূচি ছোট এবং মাঝারি আকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে (এসএমই) অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অবরোধের ফলে প্রায়ই সহিংসতা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রম শুধু মানুষের জীবনের জন্যই হুমকি সৃষ্টি করছে না, এটি অর্থনীতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে, যার মূল্য দিতে হচ্ছে জনগণকে।

যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির সব খাতেই হরতাল বা অবরোধের প্রভাব বিস্তৃত, সেহেতু এ ধরনের কর্মসূচির অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে চলমান অবরোধে এক দিনে ছয় হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে, যা এ ধরনের কর্মসূচির ব্যাপক প্রভাবের একটি মর্মান্তিক অনুস্মারক হিসেবে কাজ করছে।

অবরোধের কারণে পণ্য পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় আঞ্চলিক উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। পণ্য সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। রপ্তানিকারকদের মধ্যে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা একটি নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের সুনামকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে।

বারবার অবরোধের ডাক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগের জন্য একটি নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। ফলে বিনিয়োগকারীরা দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে পুনরায় বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রদর্শন করেন। কারণ এজাতীয় কর্মসূচি দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং অগ্রগতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

সরবরাহ নেটওয়ার্কে বিঘ্ন ঘটার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি ঘটতে পারে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জনসংখ্যার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে তাদের আর্থিক চ্যালেঞ্জগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

অর্থনীতিতে রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব দেশের আর্থিক খাতও অবরোধের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না বিধায় তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না, যা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। অনেক লম্বা সময় ধরে এ ধরনের কর্মসূচি চলমান থাকলে আর্থিক খাত চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে সাধারণ জনগণের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ প্রভাবিত হতে পারে। অবরোধের সময় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে খরচ হয়, তা সরকারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপাচ্ছে। এই অর্থের বরাদ্দ হয়তো গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা, অবকাঠামো নির্মাণ বা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচির জন্য ব্যয় করা যেত, যদিও অবরোধের অর্থনৈতিক প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে এ ধরনের কর্মসূচির ফলে সাধারণ জনগণ যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সেই বিষয়টিও মনে রাখা জরুরি। এ ধরনের রাজনৈতিক কৌশলগুলোর প্রতিক্রিয়ায় নির্দোষ জনগণ প্রায়ই শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগণের প্রাণহানি ঘটছে।

অতএব, যাঁরা এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছেন, তাঁদের এবং দেশের জনগণের এ ধরনের কর্মসূচির অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে ভাবতে হবে। রাজনৈতিক ভিন্নমত প্রদর্শন করা ও প্রতিবাদ করা যেকোনো রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে, দেশের জনগণের ক্ষতি হয় এমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা থেকে রাজনৈতিক দলকে বিরত থাকতে হবে। সমঝোতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করতে সব পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অহিংস এবং গঠনমূলক কৌশল গ্রহণ করার এখনই সময়। এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের কৌশল পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ সব পক্ষকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ এবং অর্থনৈতিক মঙ্গল বর্তমান সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

লেখক: অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র অধ্যক্ষ শিপার উদ্দিন আহমদের উদ্যোগে ‘তারুণ্যের উন্নয়ন অভিযাত্রা’ অনুষ্ঠিত











কুলাউড়া প্রতিনিধিঃ কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শিপার উদ্দিন আহমদের উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর ‘তারুণ্যের উন্নয়ন অভিযাত্রা’ অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ণাঢ্য এই অভিযাত্রা কুলাউড়া শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। কুলাউড়া উপজেলার হাজার হাজার তরুণ এই অভিযাত্রায় অংশ নেয়।

অভিযাত্রায় অংশগ্রহণকারী তরুণদের হাতে ছিলো সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যানার ফেস্টুন ও পেকার্ড। এই সমাবেশকে ঘিরে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিএনপি জামাতসহ সরকার বিরোধী চক্রান্তকারীদের অগ্নিসন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানান আয়োজক পৌর মেয়র অধ্যক্ষ শিপার উদ্দিন আহমদ।

অভিযাত্রা শুরুর পূর্বে কুলাউড়া শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন সমাবেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পৌর মেয়র অধ্যক্ষ শিপার উদ্দিন আহমদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে সেই ধারা অব্যাহত রাখতে দেশের তরুণ সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। তারুণ্যের শক্তি দিয়ে সকল অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে। তাছাড়া আজকের এই তরুণরাই ২০৪১ সালের উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কারিগর।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অরবিন্দু ঘোষ বিন্দু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গৌরা দে, সাংগঠনিক সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রব মাহবুব, মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের সদস্য বদরুল আলম সিদ্দিকী নানু, উপজেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মইনুল ইসলাম সোহাগ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদ হাসান রানা, সদস্য মুহিম খান, খালেদ পারভেজ বখশ, উপজেলা যুবলীগের সিনিয়র সহসভাপতি শাহীন আহমদ, পৌরসভার কাউন্সিলর লোকমান মিয়া, সাইফুল রশীদ সুমন, আতাউর রহমান চৌধুরী ছোহেল ও তানভীর আহমদ শাওন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এহসান আহমদ টিপু ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সায়হাম রুমেল, কাদিপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক খয়রুল ইসলাম খয়ের, জয়চন্ডি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল আউয়াল, ভূকশিমইল ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাজী কাঞ্চন মিয়া, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কর্মধা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আপ্তাব আলী, পৃথিমপাশা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মনাফ, ভাটেরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী শওকত আলী, রেল শ্রমিকলীগের সভাপতি নজমুল হক প্রমুখ।

তারুণ্যের উন্নয়ন অভিযাত্রায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে
বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও
এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল



স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন



তোফায়েল চৌধুরী (লিটন)

এই অত্যাধুনিক সিস্টেমে আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে



আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710



সেমিফাইনালে ভারতের পিচ বিতর্ক নিয়ে এবার মুখ খুললেন উইলিয়ামসন

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালের জন্য পূর্বনির্ধারিত ওয়াংখেড়ের পিচ পরিবর্তন করা হয়। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেন্দ্র করে বুধবার সরগরম হয়েছিল ক্রিকেটবিশ্ব। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল অবশ্য সে দিনই জানিয়ে দিয়েছে, পিচ পরিবর্তনের ঘটনায় কোনো বিতর্ক নেই। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড কোনো মন্তব্য করেনি। সেমিফাইনালে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও ওয়াংখেড়ের পিচকে দোষারোপ করেননি দেশটির অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

নতুন উইকেটের বদলে প্রথম সেমিফাইনাল হয়েছে ব্যবহৃত উইকেটে। বিশ্বকাপের দুটি ম্যাচ হয়েছিল তাতে। আয়োজক ভারত অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে বলে সমালোচকরা সুর চড়ালেও, বিতর্ক খুঁজে পাননি নিউ-ডিল্যান্ড অধিনায়ক।

ম্যাচের পর উইলিয়ামসন বলেন, 'এই উইকেটটা আগে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বেশ ভালো উইকেট। আমাদের তেমনই মনে হয়েছে। কোনো সমস্যা হয়নি। খেলার প্রথমার্ধে প্রচুর রান হয়েছে। আমার মতে দিন-রাতের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে কিছু পরিবর্তন হয়। আলো এবং আরও কিছু বিষয় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়। গোটা প্রতিযোগিতাতেই আমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করেছি। সেমিফাইনালেও সে রকমই প্রত্যাশা করেছিলাম।'

উইলিয়ামসন মেনে নিয়েছেন, যোগ্য দল হিসাবেই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছেন রোহিত শর্মারা। উই-লিয়ামসন বলেন, 'মেনে নিতে অসুবিধ নেই, ভারত অনেক ভালো খেলেছে। প্রতিযোগিতার এই পর্যায় পর্যন্ত এসেও আরও এগোতে না পারা অত্যন্ত হতাশাজনক। আমরা একটা ভালো দলের কাছে হেরেছি। আমাদের সাত সপ্তাহের একটা যাত্রা শেষ হলো।'

ভারতীয় দলের প্রশংসা করে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'ভারতই এখন বিশ্বের সেরা দল। ওরা ওদের সেরা ক্রিকেট খেলছে বিশ্বকাপে। ম্যাচটা বেশ কঠিন ছিল। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে ব্যর্থতা আসে। আসল হলো সেই পরিস্থিতি আপনি কীভাবে মোকাবিলা করছেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারত অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলছে। সেমিফাইনাল পর্যন্ত একটা ম্যাচেও হারেনি। রাউন্ড রবিন লিগের মতো পর্যায় পেরিয়েও এমন খেলা ধরে রাখা সহজ নয়। ভারতের এই দলের মানসিকতাই অন্য রকম। মাঠে ওদের মধ্যে কখনো দ্বিধা দেখতে পাইনি। সন্দেহ নেই ভারত আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ফাইনাল খেলতে নামবে।'

কলম্বিয়ার ঝড়ে লন্ডভন্ড নেইমারবিহীন ব্রাজিল

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপের পর এখন পর্যন্ত আটটি ম্যাচ খেলেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। এর মধ্যে তিনটি ম্যাচে জয় পায় সেলেসাওরা আর বাকি পাঁচ ম্যাচের একটিতে ড্র ও চারটিতে হারের স্বাদ পায় ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দলটি। সবশেষ শুক্রবার কলম্বিয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে নেইমার-বিহীন ব্রাজিল। এদিন বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায় ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে কলম্বিয়ার এস্তাদিও মেট্রোপলিটান রবার্তো মেলেন্দেজে মুখোমুখি হয় ব্রাজিল ও কলম্বিয়া। দুই দলেরই এটি পঞ্চম ম্যাচ। ম্যাচের শুরুতেই গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলির গোলে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। চতুর্থ মিনিটে করা এই গোলের পর ম্যাচের প্রথমার্ধে দুদলের কেউই একে অপরের জালে বল জড়াতে পারেনি। এতে ১-০তে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ব্রাজিল।



গোটা ম্যাচে বল নিয়ন্ত্রণে ব্রাজিল এগিয়ে থাকলেও স্বাগতিক দল একের পর এক আক্রমণ করে গেছে। নিয়মিত গোলরক্ষক এডারসনের পরিবর্তে খেলতে নামা অ্যালিসন বেকার বারবার নিজের মু-ন্সিয়ানা দেখান। বিরতির পর আর অবশ্য পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পক্ষে লিড ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ইয়াসের অ্যাসপ্রিলার ক্রসে ৭৫ মিনিট হেডে লক্ষ্যভেদ করেন লুইস দিয়াস। মিনিট চারেক পর কলম্বিয়াকে আবারও উদযাপনের উপলক্ষে এনে দেন দিয়াস। সতীর্থ জেমস রদ্রিগেজের বাড়ানো বল নিয়ে লিভারপুলের এ লেফট উইঙ্গার আবারও হেডে নিশানাভেদ করেন। তার এ গোলেই কলম্বিয়ার জয় সুনিশ্চিত হয়।

ঘরের মাঠে উরুগুয়ের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার লজ্জার হার

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপে সৌদি আরবের কাছে পরাজয়ের পর ঘুরে দাঁড়ায় আর্জেন্টিনা। টানা জয়ে ঘরে তুলে তৃতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা। বিশ্বকাপ-পরবর্তী দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পান আলবিসেলেস্তেরা। এর পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চার ম্যাচেও টানা জিতে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকে লিওনেল মেসির দল। তবে উড়তে থাকা আর্জেন্টিনাকে এবার থামিয়ে দিল শক্তিশালী উরুগুয়ে। তাদের ঘরের মাঠেই মেসিদের ২-০ গোলে হারিয়েছেন সুয়ারেজরা। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায় বুয়েনস আইরেসের লা বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে।



শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ সময় ভোরে বিশ্বকাপ ২০২৬ বাছাইয়ে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচ হয় আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে। ম্যাচের শুরু থেকেই ঘরের মাঠে আলবিসেলেস্তেদের চাপে রাখেন সফরকারীরা। ৪১তম মিনিটে রোনাল্ড আরাউজোর গোলে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে।

এর পর প্রথমার্ধে আর কোনো গোল না হলে ১-০তে এগিয়ে থেকে বিরতে যায় উরুগুয়ে। বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠেন মেসিরা। তবে বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে ব্যবধান দিগুণ করেন উরুগুয়ের ডারউইন নুনেজ। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিও ম্যাচে ফেরা হয়নি স্কালোনির শিষ্যদের। এতে ২-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে উরুগুয়ে। আর দীর্ঘ দিন পর পরাজয়ের স্বাদ পায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।



পঞ্চমবার সেমিফাইনালে বিদায়, যা বললেন দ. আফ্রিকা অধিনায়ক

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপের ১৩ আসরের ইতিহাসে এনিয়ে পঞ্চমবার সেমিফাইনালের বাধা ডিঙ্গাতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে প্রথম সেমিফাইনালে খেলে প্রোটিয়ারা। সেবার সেমিতে হেরে প্রথম স্বপ্ন ভঙ্গ হয় তাদের। এরপর ১৯৯৯, ২০০৭ ও ২০১৫ সালের পর এবারও সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে আগে ব্যাট করে ডেভিড মিলারের সেঞ্চুরিতে ভর করে ২১২ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা। টার্গেট তাড়া করতে নেমে রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে ১৬ বল হাতে রেখে ৩ উইকেটে জয় নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টিম্বা বাভুমা বলেন, আসলে ম্যাচ হারলে কথা বলা বেশ কঠিন। ফাইনালে ওঠার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে অভিনন্দন।

বাভুমা বলেন, আমাদের ইনিংসের শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের পরও ডেভিড মিলার দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। সে দেখিয়েছে একজন খেলোয়াড় হিসেবে তিনি কী করতে পারেন। আর বোলিংয়ে তাবরিজ শামসি দুর্দান্ত ছিল। আমরা প্রতিযোগীতায় ছিলাম কিন্তু সঠিক পথে যেতে আমাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল। আমাদের সুযোগ ছিল, কঠিন সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা সেগুলো করতে পারিনি।



লেবানন ফুটবল দল ঢাকায়

স্পোর্টস ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে ঢাকায় এসেছে লেবানন। আগের দিন সংযুক্ত আরব আমিরাতের খালিদ বিন মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ফিলিস্তিনের সঙ্গে খেলে শুক্রবার সকাল সোয়া ৮টায় বাংলাদেশে এসে পৌঁছে তারা। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনের জেরে লেবাননের হোম ম্যাচ হয়েছে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। রাতে ম্যাচ খেলে ভোরে বাংলাদেশের উদ্দেশে উড়াল দেয় লেবানন। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে ঘণ্টাদুয়েক সময় লাগে।

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা আগে অ্যাওয়ে দলকে উপস্থিত থাকতে হয়। লেবানন চারদিন আগে এসেছে। অতিরিক্ত দুদিনের ব্যয় তারা বহন করবে। ১৯-২১ নভেম্বর অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন করবে বাফুফে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মেলবোর্নে খেলে কাল রাতে চীন হয়ে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল। বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ে নিজেদের দ্বিতীয়পর্বের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৭-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।

২১ নভেম্বর জামালদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচ লেবাননের বিপক্ষে কিংস অ্যারেনায়। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলে অস্ট্রেলিয়া দল উড়াল দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ একইদিন ফিলিস্তিনের বিপক্ষে।

তবে কি আরেকটি ২০১৪?

॥ সোহরাব হাসান ॥

বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। তফসিল অনুযায়ী, ৩০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। মনোনয়নপত্র বাছাই আগামী ১-৪ ডিসেম্বর, ১৭ ডিসেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ এবং প্রতীক বরাদ্দ ১৮ ডিসেম্বর। তিনি এমন সময়ে তফসিল ঘোষণা করলেন, যখন বিরোধী দল সরকারের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উল্লাস করে তফসিলকে স্বাগত জানালেও বিরোধী দল প্রত্যাখ্যান করেছে।

বৃহস্পতিবার ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ শেষ হওয়ার পর শুক্র ও শনিবার বাদ দিয়ে রোববার ও সোমবার হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ঘোষণা দিয়েছে, নির্বাচনের আগপর্যন্ত তারা মাঠ দখলে রাখবে। তফসিল ঘোষণার দিন বিএনপির তেমন সক্রিয়তা দেখা না গেলেও জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বড় মিছিল করে নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছে।

তফসিল ঘোষণার আগে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর চিঠি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বেশ আলোচনা হয়েছিল এবং সংলাপের বিষয়ে ক্ষীণ আশাবাদ জেগেছিল। জাতীয় পার্টি প্রকাশ্যে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। বিএনপিও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছিল বিষয়টি। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের চিঠি পাওয়ার পর বললেন, তফসিল ঘোষণার পর আর সংলাপের সুযোগ নেই। সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার করার একমাত্র উপায় হলো সংলাপের মাধ্যমে নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট সংকটের সমাধান। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সংলাপ হতে পারে না, এ রকম কোনো বিধান নেই। অতীতে তফসিল ঘোষণার পরও আলোচনা হয়েছে। বিরোধী দলের দাবি মেনে ভোটের তারিখও পরিবর্তন করা হয়েছে।

তফসিল ঘোষণার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারও কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মতৈক্য ও সংলাপের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পারস্পরিক প্রতিহিংসা, অবিশ্বাস ও অনাস্থা পরিহার করে সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা ও সমাধান অসাধ্য নয়। পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা টেকসই ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ামক।'

আওয়ামী লীগের নেতারা এত দিন বলতেন, সংলাপ হতে পারে। তবে সেটি হতে হবে শর্তহীন। ডোনাল্ড লুর চিঠিতে শর্তহীন সংলাপের কথাই বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ডোনাল্ড লুর চিঠি ও জাতির উদ্দেশে দেওয়া সিইসির ভাষণের মর্মার্থে খুব ফারাক নেই।



দুর্ভাগ্য হলো আমাদের বিভেদাত্মক রাজনীতি সবকিছু দলীয় স্বার্থের আয়নায় দেখতে অভ্যস্ত। যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের আশপাশে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি সদস্য মোতায়েন করতে হয়, সেই নির্বাচন ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারলেও জনরায়ের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনো বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ চাই না। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বরাবর এমন অবস্থা তৈরি করে, যাতে বিদেশিরা নাক গলানোর সুযোগ পায়। কোনো দেশের 'হস্তক্ষেপে' আনন্দে ডুগডুগি বাজানো আর কোনো দেশের হস্তক্ষেপে উষ্মা প্রকাশ রাজনৈতিক দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এতটাই পরিপক্ব ও প্রাজ্ঞ যে ৫২ বছরেও তাঁরা নির্বাচনের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে চারটি তত্ত্বাবধায়ক বা নির্দলীয় সরকারের অধীনে, তিনটি সেনাশাসনের মধ্যে, চারটি দলীয় সরকারের অধীনে।

১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। ওই সময় কিন্তু সংসদ বহাল ছিল না। সংসদ ভেঙে যাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে আরেক সংসদ নির্বাচনের বিধান ছিল ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হওয়ার আগপর্যন্ত। ওই সংশোধনীতে বলা হলো, সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে। এখানে মাঠ সমতল না থাকার গুরুতর প্রশ্নটি এসে যায়। একজন সংসদ সদস্য পদে থেকে নির্বাচন করবেন, অন্যরা বাইরে থেকে।

২০১৮-এর নির্বাচনে বিএনপিসহ সব দল অংশ নিলেও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়নি। অনেক জরিপ ও গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, ২০০৮ সালের পর যারা ভোটার হয়েছেন, সেই তরুণ প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ভোট দিতে পারেননি। এই নির্বাচনের কোনো কোনো কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। আবার বিরোধী দলের অনেক প্রার্থী অনেক কেন্দ্রে শূন্য ভোট পেয়েছেন।

১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম-কারচুপি না করলেও আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে পরবর্তী সরকার গঠন করত। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলটি এতটাই অধৈর্য ছিল যে বিরোধী দলের অনেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে দেয়নি। ব্যালট বাক্স ঢাকায় এনে খন্দকার মোশতাক আহমদকে জিতিয়ে আনা হয়েছিল জাসদ প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আবদুর রশীদকে হারিয়ে। সত্তরে প্রাদেশিক পরিষদে জয়ী তরুণ ন্যাপ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তসহ অনেককেই হারানো হয়েছিল জবরদস্তি করে।

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সামরিক শাসনের অধীনে যেসব নির্বাচন হয়েছে, সেগুলো ছিল সেনাশাসকদের ইচ্ছাপূরণ। এসব নির্বাচনে সদ্য গঠিত দলকে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হতে হয়েছে সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য।

আশা করা হয়েছিল, নব্বইয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়ের পর বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন উঠবে না। প্রতিটি নির্বাচনে জনরায়ের প্রতিফলন ঘটবে। তিন জোটের রূপরেখায় সে রকম আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য নানা অনিয়ম ও কারচুপির আশ্রয় নিল। যখন যারা ক্ষমতায় থাকে, তারা প্রশাসন ও পুলিশকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আর বিরোধী দল দাবি আদায়ের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে হরতাল-অবরোধকে বেছে নেয়। দুই পক্ষের এই বিরামহীন যুদ্ধে যে-ই জয়ী হোক না কেন, গণতন্ত্র নির্বাসিত হলো।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে যে দুটি নির্বাচন (২০১৪ ও ২০১৮) হলো, সেটি যদি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হতো, তাহলে নির্বাচন নিয়ে এত বিতর্ক হতো না। আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা এত দিন জোর গলায় বলে আসছিলেন যে ২০২৪ সালের নির্বাচন আগের দুটি নির্বাচনের মতো হবে না।

নিবন্ধিত ৩৯টি দলের মধ্যে মাত্র ১২টি দল ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়। বর্জন করে বিএনপিসহ বেশির ভাগ দল। ওই নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, যা কেবল বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের নির্বাচনী রাজনীতিতে ছিল নজিরবিহীন।

২০১৮-এর নির্বাচনে বিএনপিসহ সব দল অংশ নিলেও জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত হয়নি। অনেক জরিপ ও গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, ২০০৮ সালের পর যারা ভোটার হয়েছেন, সেই তরুণ প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ভোট দিতে পারেননি। এই নির্বাচনের কোনো কোনো কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েছে। আবার বিরোধী দলের অনেক প্রার্থী অনেক কেন্দ্রে শূন্য ভোট পেয়েছেন।

এই প্রেক্ষাপটে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল ২০২৪ এর নির্বাচনটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে। সব দল অংশ নেবে। কিন্তু পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হওয়ার আশা ক্ষীণ।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। সে ক্ষেত্রে আগামী ১৩ দিনে নাটকীয় কিছু না হলে আমরা ধরে নিতে পারি, ২০১৪-এর মতো আরেকটি একতরফা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আর সেই নির্বাচন করা যে সহজ হবে না, সেটি তফসিল ঘোষণার পর বিভিন্ন স্থানে ট্রেন-বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনাই তার প্রমাণ। আন্দোলনের নামে বাসে-ট্রেনে আগুন দেওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি একতরফা নির্বাচনও প্রত্যাশিত নয়।

গণতন্ত্রের মূল কথা হলো সমঝোতা, যা থেকে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যোজন-যোজন দূরে।

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্মসম্পাদক ও কবি



দুর্ভোগ-দুর্দশা কেন আসে, কেন যায়

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

মহামতি সেনেকা ও মার্কাস অর্লিয়াস দু'জনেই আমার অতিশয় প্রিয় ব্যক্তিত্ব। দু'জনেই ছিলেন মহান রাজপুরুষ এবং পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা দার্শনিক। সম্রাট মার্কাস অর্লিয়াস রোম শাসন করেন ১৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০ অব্দ পর্যন্ত। অন্যদিকে, সেনেকা ছিলেন সম্রাট ক্লডিয়াসের বন্ধু এবং মন্ত্রী। পরবর্তীকালে তিনি রাজপুত্র নিরোর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সেনেকা ও মার্কাস অর্লিয়াসের সফলতা-শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহাকালের ইতিহাসে কিংবদন্তি হওয়ার নেপথ্যে তাদের জীবনের দুর্ভোগ দুর্দশা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল- তার সাথে আজকের নিবন্ধের শিরোনামের যথার্থতার সম্মিলন ঘটাতেই নাম দুটোর কথা মনে এলো। সফলতা-ব্যর্থতা, দুঃখ-দুর্দশা মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব দ্বারা আক্রান্ত হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে কোনো কালে ছিল না। কিন্তু যারা সফলতা-ব্যর্থতা, দুর্ভোগ-দুর্দশা ইত্যাদি সমন্বয় করতে পেরেছেন তারাই নিজেদের জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন। আর যারা পারেননি তারা হারিয়ে গেছেন কিংবা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমার বন্ধু মজনু মিয়ার সফলতা কিংবা অন্য বন্ধু ধলা মিয়ার ব্যর্থতার গল্পের চেয়ে মানুষ সাধারণত রাজা-বাদশাহদের কাহিনী শুনতে পছন্দ করবে বিধায় মজনু ও ধলা মিয়ার পরিবর্তে মহামতি সেনেকা ও মার্কাস অর্লিয়াসের জীবনকাহিনী উপলক্ষ করে আজকের নিবন্ধ শুরু করলাম।

সেনেকার জ্ঞান-গরিমা এবং দার্শনিকতা সক্রেটিস, প্লেটো অথবা কনফুসিয়াসের পর্যায়ে ছিল। অধিকন্তু রাজনীতিতে তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, অথচ তিনি সারা জীবনের সাধনা দিয়ে যাকে শিক্ষিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেই ছাত্রই তাকে হত্যা করেছিল। কুখ্যাত রোমান সম্রাট নিরো যখন তার শিক্ষক সেনেকাকে বিষপানে আত্মহত্যার নির্দেশ দিলেন তখন সেনেকার স্ত্রী এগিয়ে এসে নিরোকে নিবেদন করলেন, সেনেকার সাথে বিষপান করে সহমরণে শরিক হওয়ার জন্য। সম্রাট হাসিমুখে অনুমোদন দিলেন এবং মহামতি সেনেকা সস্ত্রীক বিষপানে আত্মাহুতি দেয়ার আগে যেভাবে হেসেছিলেন তা দেখে অত্যাচারী নিরোর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। মার্কাস অর্লিয়াসের মৃত্যু ছিল আরো করুণ। নিজের কুপুত্র কমোডাসের হাতে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পিত হলে পুরো রোমান সাম্রাজ্য যে কত বড় অভিশাপের কবলে পড়বে তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে নিজ কন্যার সাথে সেনাপতি ম্যাক্সিমাসের বিয়ে দিয়ে তার হাতে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য তিনি যখন যুদ্ধের ময়দানে তাঁবুতে বসে কোনো এক রাতে নিজের পরিকল্পনার কথা সেনাপতিকে বলছিলেন, তখন সেনাপতি কমোডাস প্রথমে ভয় ও আতঙ্কে কেঁপে ওঠেন। তিনি সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী যুবরাজ জীবিত থাকলে এটি কোনোমতেই সম্ভব নয়। সম্রাট অর্লিয়াস জানালেন, এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি এবং আমি জান নিয়ে ফিরতে পারব না যদি কমোডাস জীবিত থাকে অথবা অনাগত দিনে সে যদি সিংহাসনে বসে তবে নিয়তির অপেক্ষা না করে সে আমাকে হত্যা করবে এবং পরবর্তীতে তোমাকেও।

সম্রাট ও সেনাপতি যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁবুর আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছিলেন কমোডাস। সেনাপতি বের হয়ে যাওয়ার পর তিনি পিতার তাঁবুতে ঢোকেন এবং পিতাকে আলিঙ্গন করার ছলে কিভাবে সম্রাট মার্কাস অর্লিয়াসকে খুন করেন তা যদি কেউ দেখতে চান তবে হলিউডের অস্কারজয়ী সিনেমা গ্লাডিয়েটর দেখে নিতে পারেন। মার্কাস অর্লিয়াসের সাথে আজকের শিরোনামের কি সম্পর্ক রয়েছে তা বলার আগে মহামতি সেনেকা এবং তার বন্ধু সম্রাট ক্লডিয়াস সম্পর্কে কিছু ইতিহাস বর্ণনা আবশ্যক।



সম্রাট ক্লডিয়াস রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন ৪১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে এবং ১৪ বছর রাজত্ব করার পর ৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর রাতে নিজ স্ত্রী সম্রাজ্ঞী এগ্রোপিনার হাতে নিহত হন। তিনি ছিলেন অতিশয় জ্ঞানী-ন্যায়বিচারক ও সুবিবেচক। সাম্রাজ্যের উন্নয়ন এবং বিস্তৃতিতে তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয় এবং তার জমানায় রোমান বাহিনী ইংল্যান্ড জয় করে। তার জীবনে নিয়তি-পরিণতি-চেষ্টা এবং জ্ঞান-গরিমা যেভাবে রাজনীতিকে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে গিয়েছিল তা মূল্যায়ন করতে পারলে অনেকের জীবনের সফলতা ও সার্থকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবে।

সম্রাট ক্লডিয়াস ছিলেন রাজকীয় পরিবারের সদস্য। শৈশব থেকেই তিনি আংশিক বিকলাঙ্গ ছিলেন এবং কানেও কম শুনতেন। ফলে রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর তালিকা থেকে তাকে বাদ দেয়া হয় এবং তার স্থলে প্রথমে সম্রাট টাইবেরিয়াস এবং পরে কুখ্যাত সম্রাট ক্যালিগুনা সিংহাসনে বসেন। উভয় সম্রাটই ক্লডিয়াসকে নিতান্ত দুর্বল এবং অসহায় ভাবতেন। ফলে তারা রাজ পরিবারের বহু সদস্যকে হত্যা করলেও অসহায় এবং অপারগ বিবেচনায় ক্লডিয়াসকে বাঁচিয়ে রাখেন। সামরিক অভ্যুত্থানে সম্রাট ক্যালিগুলা নিহত হওয়ার পর রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী যাদের উপাধি ছিল প্রিটোরিয়ান গার্ড তারা ক্লডিয়াসকে সিংহাসনে বসান যখন তার বয়স ছিল ৫১ বছর।

সম্রাট ক্লডিয়াস ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষাবর্জিত। তার সবচেয়ে বড় সফলতা ও বিচক্ষণতা ছিল যে, তিনি তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে জানতেন আর ওই কারণে তিনি তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সেনেকাকে খুঁজে বের করেছিলেন এবং সেনেকার পরামর্শে একের পর এক বিস্ময়কর সফলতা দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি এগ্রোপিনা নামক এক দুষ্ট মহিলার খপ্পরে পড়েন যিনি ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য। তিনি দেখতে মোটেও সুন্দরী ছিলেন না। অধিকন্তু চরিত্রহীনতা-নিষ্ঠুরতা এবং বহু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হোতা হিসেবে তার কুখ্যাতি ছিল সীমাহীন। তিনি নিরো নামক এক জারজ সন্তানের জননী ছিলেন এবং রোমান রাজ প্রাসাদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়ে সম্রাট ক্লডিয়াস তার দুশ্চরিত্রা ভাতিজিকে বিয়ে করতে বাধ্য হন এবং তার জারজ সন্তানকে আপন পুত্র এবং ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

সম্রাট ক্লডিয়াস বুঝতে পারেন যে তিনি নিয়তির খপ্পরে পড়েছেন। সুতরাং তিনি জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। এগ্রোপিনা এবং নিরো দ্বারা যেন রোমান সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য নিরোকে সর্বোত্তম শিক্ষা দেয়ার জন্য মহামতি সেনেকাকে মনোনীত করেন। অন্য দিকে, পারিবারিক বন্ধনের জাল থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত একের পর এক সফলতার মাইলস্টোন স্থাপনের জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে একবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন- আর সেই সুযোগে এগ্রোপিনা তাকে হত্যা করে নিজের বালক পুত্র নিরোকে সিংহাসনে বসিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সমস্ত কলকাঠি নাড়তে থাকেন।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে মহামতি সেনেকা নিরোর মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য হন। কিন্তু নিরো বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ মাকে হত্যা করেন এবং শিক্ষক সেনেকাকে নির্বাসনে পাঠান। সেনেকা জানতেন যে, তার অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু এবং তা নিরোর দ্বারাই নিষ্ঠুরভাবে বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং নির্বাসনকালীন সময়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো মানবজাতির ইতিহাসের সর্বকালের সেরা সৃষ্টি কর্মরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলে তারপর প্রসঙ্গের সাথে মার্কাস আর্লিয়াস ও সেনেকার জীবনের উপাখ্যান মেলানোর চেষ্টা করব। মানুষের জীবনে দুর্ভোগ-দুর্দশা কেন আসে। যারা দুর্ভোগের কবলে পড়েন তারা প্রায় সবাই দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতি অথবা সময়কে দায়ী করেন। যেসব দুর্ভোগের সাথে দৈব-দুর্বিপাক যেমন ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা, খরা, বজ্রপাত, দুর্ঘটনা, রোগ-জরা-মৃত্যু ইত্যাদিকে দায়ী করা হয় সে সবের জন্য অনেকে ক্রোধান্বিত হয়ে স্বয়ং আল্লাহ-রাব্বুল আলামিনকে দায়ী করে বসেন। অথচ পবিত্র কালামে পাকে আল কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমাদের জীবনের যত দুর্ভোগ-দুর্দশা তার সব কিছুই তোমাদের দুই হাতের কামাই। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও প্রায় একই বক্তব্য হুবহু প্রকাশ করা হয়েছে।

দুর্ভোগ দুর্দশার দুটো রূপ রয়েছে। প্রথমটি বক্তিগত ও পারিবারিক। দ্বিতীয়টি সামাজিক-রাজনৈতিক। এই দুটো ভাগকে যদি আপনি আর্থিক, শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্ভোগে বিভক্ত করেন তবে দর্শনশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন ছাড়া সব কিছুর কার্যকারণ অনুধাবন অসম্ভব। আপনার জীবনে যেসব দুর্ভোগ আসে তার প্রধান কারণ আপনার অলসতা-কাপুরুষতা এবং দক্ষতার অভাব। দ্বিতীয় স্তরে আপনার অনুভূতি-সহানুভূতি-মহানুভবতা-বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং কমনসেন্সের অভাবের কারণে দুর্ভোগ দুর্দশার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। আপনার অসততা, মোনাফিকি, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং খারাপ মানুষের সংস্পর্শের কারণে দুর্ভোগ-দুর্দশাগুলো প্রলয়ঙ্করী রূপ নিয়ে আপনার জীবনের সব কিছু তছনছ করে দেয়। আপনার লোভ-লালসা-কামনা-বাসনা-কুচিন্তা অনেকটা চৌম্বক শক্তির মতো দুর্ভোগ-দুর্দশাকে আপনার কাছে টেনে নিয়ে আসে। আর আপনি যদি চরিত্রহীন-বিবেকহীন-বেকুব প্রকৃতির হন তবে দুর্ভোগ-দুর্দশার আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য আপনার শরীর-মন-মস্তিষ্কে এক ধরনের অসুরের শক্তি পয়দা হয়ে যাবে।

আপনার জীবনে যে কারণে দুর্ভোগ-দুর্দশা আসে, আপনি যদি তা অনুধাবন করতে পারেন এবং আপনার মধ্যে যদি অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রবল হয় তবে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার মন-মস্তিষ্কে এবং শরীরে দুর্ভোগ-দুর্দশা তাড়ানোর শক্তি-বুদ্ধি-কৌশল চলে আসবে। শরীরে পরিশ্রম-সাধনা এবং স্বার্থত্যাগের দৃঢ়তা নিয়ে কেউ যদি তওবা করে সঠিক পথে চলার প্রত্যয় নিয়ে নতুন করে পথ চলা আরম্ভ করে তবে দুর্ভোগ-দুর্দশার ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্ভোগ-দুর্দশার সঙ্গে নিজের কুকর্মের-কুচিন্তার সংযোগ স্থাপন করতে না পারবেন এবং অন্যকে দায়ী করার প্রবণতা ত্যাগ করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত দুর্ভোগের আগুন থেকে রেহাই পাবেন না। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু দুর্ভোগ-দুর্দশার দায় এড়ানো সম্ভব নয়- কিছু কর্মের ফল ভোগ না করে মানুষ ইহলোক ত্যাগ করতে পারে না এবং পরিস্থিতি যদি এমনতর পর্যায়ে পৌঁছে তবে আপনি সেনেকা এবং মার্কাস অর্লিয়াসের মতো চেষ্টা করে নিজের জীবনকে দুর্ভোগের জাল থেকে আলাদা করে জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলুন। এক ভাগ রেখে দিন দুর্ভোগ পোহানোর জন্য এবং অপর অংশ দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সাধারণ সভা

তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার ◆ সময় : সন্ধ্যা ৬টা
স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- বার্ষিক এই সাধারণ সভা শুধুমাত্র ডিসেম্বরের ১৫, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে সকল প্রবাসী সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করবে কেবলমাত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৪-২১৪২

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, ফারুক চৌধুরী (সহ-সভাপতি) ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৬৪৬-৩২১-৪১১৭, মোঃ নওশেদ হোসেন (কোষাধ্যক্ষ), ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫, আবুল কালাম ভূইয়া (সাংগঠনিক সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, ডা: শাহনাজ লিপি (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, মোহাম্মদ টিপু খান (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৬৪৬-৬২৩-৮৬২২, ফয়সল আহমদ (সাহিত্য সম্পাদক) ৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব (ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৭১৮-৩১২-৯৭২১, প্রদীপ ভট্টাচার্য (স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪, কার্যকরী সদস্য: ফারহানা চৌধুরী ৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫, মো: আখতার বাবুল ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আবুল বাশার ভুঁইয়া ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০, সুশান্ত দত্ত ৭১৮-৭১০-৫৬১৭, মোঃ সাদী মিন্টু ৭১৮-৮২০-৩৬১৯ ও শাহ মিজানুর রহমান ৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

আল-শিফার গণকবর থেকে

(প্রথম পাতার পর)

সেনারা (আলশিফা) হাসপাতাল প্রাঙ্গণে থাকা গণকবর থেকে গতকাল (শুক্রবার) শতাধিক লাশ তোলেন। দাফনের জায়গা না থাকায় এভাবে গণকবর দেওয়া হয়েছিল।'

ইসমাইল আল-থাওয়াবতা আরও জানান, গত কয়েক দিনে হাসপাতালে আরও অনেকের মৃত্যু হয়েছে। এসব লাশ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে দাফন করতে বাধা দেয় ইসরায়েলি সেনারা।

গত মঙ্গলবার আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক মোহাম্মদ আবু সালমিয়াহ বলেন, ইসরায়েলি হামলার ভয়াবহতায় মারা যাওয়া ১৭৯ জনকে হাসপাতালটির চত্বরে গণকবর দিতে বাধ্য হয়েছেন তারা। হাসপাতালে জ্বালানি শেষ হওয়ার পর চিকিৎসাসেবা না পেয়ে মারা যাওয়া ৭ শিশুসহ ৩৬ জনকেও গণকবর দেওয়া হয়েছে।

ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেন, ইসরায়েলের সেনারা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে থাকা ওই গণকবর খুঁড়ে ফেলেন। এরপর সেখান থেকে শতাধিক লাশ বের করে নিয়ে যান।

ক্লিন স্টেট অ্যাক্ট নিউইয়র্কে

(প্রথম পাতার পর)

মারাত্মক অপরাধের আওতাভূক্ত হবে।

স্বাক্ষরের আগে ক্যাথি হোকুল বলেন, আমি এই ক্লিন স্টেট অ্যাক্ট স্বাক্ষর করতে পেরে গর্বিত। এর মধ্য দিয়ে লাখ লাখ নিউইয়র্কবাসী তাদের সুধরে নেওয়ার দ্বিতীয় সুযোগটি পাবেন, যা তারা পাওয়ার দাবি রাখেন। যারা মনে করেন আমাদের কমিউনিটিগুলো নিরাপদ ও ভাইব্র্যান্ট থাকবে তাদের যে কারো জন্যই এই আইন একটি বিজয়।

পুলিশ, প্রসিকিউটর, আদালত কর্মী, শিক্ষা বিভাগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কমবেশি তাদের অবশ্য এর পরেও ওই রেকর্ড ঘেঁটে দেখার সুযোগ থাকবে।

আগামী ১ বছরের মধ্যে আইনটি কার্যকর করা হবে। তাতে অন্তত ২.৩ মিলিয়ন নিউইয়র্কারের অপরাধ ঢাকা পড়বে।

নিউইয়র্ক স্টেট বিজনেস কাউন্সিল ও অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতারা এই বিলে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। স্টাফিং ঘাটতি সামলাতেই তাদের এই উদ্যোগ।

এর মধ্য দিয়ে ২ লাখের বেশি মানুষ উৎপাদনশীলতার অংশ হতে পারবে যারা আমাদের কমিউনিটিতেই বাস করেন, হোকুল বলছিলেন সাংবাদিকদের। তবে যারা হত্যা, ধর্ষণ, গৃহসন্ত্রাসের মতো বিশেষ ধরনের অপরাধ সংগঠিত করবে তাদের জন্য এই আইন কার্যকর হবে না, বলেন তিনি।

নির্ভর করা যাচ্ছে না সিটি বাইকে

(প্রথম পাতার পর)

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো এই সিটি বাইক। গেলো বছর ৩০ মিলিয়ন সিটি বাইক ট্রিপ হয়েছে নিউইয়র্ক সিটিতে। অনেক নতুন নিউইয়র্কার এই বাইককে তাদের কাজে, স্কুলে কিংবা গন্তব্যের জন্য বেছে নিতে পছন্দ করেন। এমনকি সাইকেল চালাতে যারা পছন্দ করেন তাদের আনন্দ ভ্রমণেরও বাহন হয় এই সিটি বাইক।

কিন্তু ২০১৮ সালের পর থেকে বাইকের স্থানটি দখল করে নিয়েছে লিফট। ফলে বাইকগুলো আর তেমন চলে না। আর অব্যবহারে বাইকগুলো নষ্ট হতে থাকে। অনেক নেইবারহুডে এখন আর পর্যাপ্ত বাইক থাকেও না। ফলে বাইকে চড়া মানুষের সংখ্যাও দিনে দিনে কমছে। আর স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডে কোনো সিটি বাইকই নেই।

বাইকগুলো নষ্ট হওয়ায় ভালো বাইক পাওয়াও মুশকিল। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের কমিউনিটি, বর্ণভিত্তিক কমিউনিটিগুলোবে সিটি বাইকের সার্ভিসের খুবই বাজে দশা। বিশেষ করে ব্রঙ্কসে বাইকগুলোর ৯০ শতাংশই এখন আর ব্যবহার যোগ্য নেই।

এজন্য বাইকের ব্যবহারকারীরা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবকেই দুষছেন। আর নিভৃর করতে না পারলে তার ব্যবহার কমে আসবে এটাই স্বাভাবিক।

কর্তৃপক্ষ অবশ্য এখনো আশা ছাড়েনি। সিটিকে সবুজ করে তুলতে তারা বাইকের ব্যবহার বাড়ানোয় বেশি জোর দিচ্ছেন। বাইকের লেন তৈরি করা হচ্ছে। সিটিকে ১.৫ মিলিয়ন বাইক প্রেমির বাস। তাদের সার্ভিস দিতেও এই ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি। ডিপার্টমেন্ট অব ট্রানজিট এ বিষয়ে কাজ করছে। বাইক প্রেমির সংখ্যা দিন দিন বাড়বেই। কিন্তু সিটি বাইকের সেবা না বাড়ানো হলে হতাশাও বাড়বে। সেটাই মনে করেন সংশিষ্টরা।

অপরাধী ধরতে এনওয়াইপিডির

(প্রথম পাতার পর)

অন্যতম শর্ত। কিন্তু এবার সেই স্বচ্ছতার বিধান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ। তারা বলছে এখন থেকে তারা বার্তা আদানপ্রদান করবে ঠিকই, তবে তা হবে এনক্রিপ্টেড। অর্থাৎ সাংকেতিক বার্তা প্রেরণ হবে। অপর সহকর্মী তা থেকেই জানতে পারবে ঠিক কোন বার্তাটি তার কাছে পৌঁছুলো। সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেবে এনওয়াইপিডি। আগামী ২০ নভেম্বর ম্যানহাটনের ব্রডওয়েতে এ বিষয়ে একটি শুনানি করবে পুলিশ বিভাগ।

তবে এর আগে গত ১৭ জুলাই নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে এর একটা মহড়া হয়ে যায়। এইদিন পুলিশ সরাসরি কোনো রেডিও বার্তা পাঠাচ্ছিলো না। পুলিশ অফিসারদের পাঠানো বার্তা এনক্রিপ্টেড চ্যানেলে পাল্টে দেওয়া হচ্ছিলো। আর তাতে নিউজ সংস্থাগুলো পড়ে যায় বিপাকে। পুলিশের যোগাযোগ থেকে যায় জনগণের কাছেও অজানা।

এর ফলে সংবাদকর্মীরা, বিশেষ করে সিটিজেন জার্নালিস্টরা রিপোর্ট করতে পারছিলেন না, সক্রিয় অপরাধমূলক কর্মকা ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্ক অবহিত হতেও পারছিলেন না।

পুলিশ জানিয়েছে ২ মিলিয়নের বেশি সিটিজেন অ্যাপ বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর সংবাদ সংস্থাগুলোকে এই বার্তা আদান-প্রদানের সুবিধার আওতায় রাখা হবে কি-না সে ব্যাপারে এখনই কোনো পরিকল্পনা নেই।

এনওয়াইপিডির তথ্যপ্রযুক্তি প্রধান র বেন বেলটার্ন বলেন, রেডিও পদ্ধতিতে বার্তা পাঠানোর এই প্রক্রিয়া আমাদের বির দ্ধেই ব্যবহার করা হয়েছে, এমন নজির রয়েছে।

মেয়র এরিক অ্যাডামসের মুখেও একই সুর। তিনি বলেছেন, খারাপ মানুষেরা এই বার্তা দেওয়া-নেওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারাও দেখতে পারে কখন পুলিশ কোথায় অপরাধী তৎপরতার বির দ্ধে কাজ করছে। তারা জানতে পারে কখন কোথায় কি রিপোর্ট করা হচ্ছে। আমাদের এ ব্যাপারে একটা যথার্থ ব্যালান্স নিশ্চিত করতে হবে।

এসব বিষয়েই শুনানি করবে এনওয়াইপিডি। তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় নেওয়া হবে।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Since 1994
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
Microsoft SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning: 9:00 AM To 2:00 PM, Selenium Starting from October 19, 2019
Weekdays Evening: 6:00 PM To 11:00 PM, Selenium Starting from October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning: 9:00 AM To 2:00 PM, Selenium Starting from November 16, 2019
Weekdays Evening: 6:00 PM To 11:00 PM, Selenium Starting from November 26, 2019
www.piit.us

তফসিলের পর তিন দলের রাজনীতি

সমমনাদের নিয়ে টানা কর্মসূচিতে বিএনপি



ঢাকা ডেস্ক: চলমান আন্দোলনের তীব্রতা বাড়াচ্ছে বিএনপি। সর্বস্তরের নেতা-কর্মী মাঠে নেমে রাজপথে শক্ত অবস্থান নিতে যাচ্ছে। আসছে লাগাতার আরও কঠোর কর্মসূচি। দুই সপ্তাহের বেশি টানা অবরোধ কর্মসূচির পর আগামী রবি ও সোমবার টানা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে দলটি। রোববার ভোর ৬টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ৬টা পর্যন্ত এ হরতাল পালন করা হবে। দলের সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সমমনা সব দল ও জোট একই সময়ে এই হরতাল কর্মসূচি পালন করবে। যুগপৎ এর বাইরে থাকা জামায়াতে ইসলামীও দুই দিনের এই হরতাল কর্মসূচি পালন করবে। এসব কর্মসূচির মধ্যেই নির্বাচন কমিশনসহ (ইসি) গুরুত্বপূর্ণ ভবন ঘেরাও এবং অবস্থান কর্মসূচির কথা ভাবছে দলটি। সর্বশেষ অসহযোগ কর্মসূচির বিষয়টিও চিন্তায় রয়েছে তাদের। পরিস্থিতি বুঝে একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিরোধী দলের আন্দোলনে এবারের ডাইমেনশন হচ্ছে- একসঙ্গে মুভমেন্ট। এত দিন যুগপৎ কর্মসূচি পালন করলেও এবার বড় বড় কর্মসূচিতে সব সমমনা জোট ও দল বিএনপির সঙ্গে একসঙ্গে মাঠে নামার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। কখন কোন্ কর্মসূচি ঘোষণা হবে- এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত কয়েক দিন ধরে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে হাইকমান্ড। সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এসব বিষয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বলেন, বিএনপির আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জনগণের বিজয় অতি সন্নিকটে। পদত্যাগ করা ছাড়া সরকারের হাতে আর কোনো অপশন নেই। তাই সরকারকে আহ্বান জানাব- টালবাহানা না করে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। আর কোনো ভোট ডাকাতির নির্বাচন বা বিনা ভোটের নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণ হতে দেবে না। সমগ্র জাতি আজ আপনাদের ঘোষিত এই একতরফা প্রহসনের নির্বাচনের তফসিল প্রত্যাখ্যান করেছে। জানা গেছে, নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত তফসিল প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা গণতন্ত্র মঞ্চ, ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, এলডিপিসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একই পথে হাঁটছে জামায়াতে ইসলামীও। কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট ও চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলনসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল।

বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মতে, বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের তাগিদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ গণতান্ত্রিক বিশ্ব। বিবদমান সব পক্ষকে শর্তহীন সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। প্রতিবেশী ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন ও গণতন্ত্রের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান আবার স্পষ্ট করেছে। তাই 'রাজনৈতিক সমঝোতা' ছাড়া ইসি ঘোষিত একতরফা নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা 'আত্মঘাতী' সিদ্ধান্ত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোসহ দেশের জনগণ এই প্রহসনের নির্বাচনী তফসিল কিছুতেই মেনে নেবে না। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, আন্দোলন যেখানে পৌঁছেছে, যেভাবে জনগণ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে, তাতে করে দিনে দিনে আন্দোলনের তীব্রতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাড়বে। তাছাড়া আর কিছুদিনের মধ্যেই তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটবে।

এদিকে গত কয়েক দিন ধরে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি সমমনা দলগুলোর শীর্ষনেতাদেরও মতামত নিয়েছেন বিএনপি হাইকমান্ড। নেতাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে, তফসিল ঘোষণা করার পর টানা কর্মসূচি দেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করতে হরতাল-অবরোধই কার্যকর কর্মসূচি। জেলা পর্যায়ে মহাসড়কগুলোতে পিকেটিং বাড়াবে তারা। হরতাল-অবরোধের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রিক বেশ কিছু বিকল্প কর্মসূচিও দেওয়া হবে। বিভিন্ন জেলা পর্যায়ের শীর্ষনেতারা বলেন, একতরফা তফসিল ঘোষণা হয়েছে, এর প্রতিবাদে দল থেকে যে কর্মসূচি দেবে, তা সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে পালন করতে হবে। কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা জানান, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সরকার রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া কিছু করতে পারবে না। আত্মগোপনে থাকা নেতা-কর্মীরা রাজপথে বের হয়ে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবেন। এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে থেকেও যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আগের মতোই বিরোধী দলের আন্দোলন দমানো ও নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার করে- তাহলে তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল আরও সক্রিয় হবে।

সাগর-রুনি হত্যায় ১০৩ বার পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন



ঢাকা ডেস্ক: সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ১০৩ বারের মতো পিছিয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১৯ ডিসেম্বর দিন ঠিক করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তদন্ত সংস্থা র‍্যাব প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শফি উদ্দিন প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এ দিন ঠিক করেন।

শেরেবাংলা নগর থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার সাব-ইন্সপেক্টর আলমগীর হোসেন জানান, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরোয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনিকে হত্যা করা হয়। এরপর নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। প্রথমে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন ওই থানার এক উপপরিদর্শক (এসআই)। চার দিন পর চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। দুই মাসেরও বেশি সময় তদন্ত করে রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয় ডিবি। পরে হাই কোর্টের নির্দেশে একই বছরের ১৮ এপ্রিল হত্যা মামলাটির তদন্তভার র‍্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর থেকে একের পর এক তারিখ বাড়ানো হলেও তদন্ত শেষ করতে পারেনি সংস্থাটি।

তফসিলের পর তিন দলের রাজনীতি

শঙ্কা থাকলেও ভোটের প্রস্তুতি জাতীয় পার্টির

ঢাকা ডেস্ক: শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেবে জাতীয় পার্টি। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেবে। শনিবার বা রবিবার থেকেই দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু হবে। দলটির একাধিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। যদিও নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর এখনো প্রকাশ্যে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেননি দলটি। দলটির একপক্ষ তফসিলকে স্বাগত জানিয়েছে।

অপর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে- আওয়ামী লীগের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হবে কি না তা নিয়ে তাদের শঙ্কা রয়েছে। প্রকাশ্যে দলের নেতারা যত কথাই বলুক না কেন ভিতরে ভিতরে নির্বাচনে যাওয়ার সব প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

জাতীয় পার্টির নীতিনির্ধারকরা জানান, সরকার ও বিদেশি বন্ধুদের চাপ উপেক্ষা করে নির্বাচন বর্জন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া রয়েছে দল ভাঙার ভয়ও। কারণ ইতোমধ্যেই দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির তৃণমূলের নেতারা বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন বর্জনের পক্ষে। গত মঙ্গলবার জাপার কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জেলার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের সভায় ৫৯ নেতার দুজন বাদে সবাই বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তারা থাকতে চান না। ওই সভায় অনেক আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। এখন পর্যন্ত দলের মধ্যে প্রকাশ্যে যত কথাই হোক না কেন, ভিতরে ভিতরে নির্বাচনের অংশ নেওয়ার সব প্রস্তুতি চলছে। খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দেবে দলটি। সেই সঙ্গে আগামী শনিবার বা রবিবার থেকে দলের মনোনয়ন ফরম বিক্রিও শুরু হবে বলে দলের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। জাপার দায়িত্বশীলরা বলছেন, নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আরেক কারণ দলের ভাঙন ঠেকানো। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করেছিলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। কিন্তু রওশন এরশাদকে সামনে রেখে দলের একাংশ বিএনপিবিহীন সেই নির্বাচনে অংশ নেয়। জাপার একজন কো-চেয়ারম্যান বলেছেন, তৃণমূলের নেতারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে হলেও দলের ২৩ এমপির অধিকাংশ ভোট বর্জনের বিপক্ষে। জি এম কাদের নেতৃত্বাধীন জাপা নির্বাচন বর্জন করলে দলের বহু নেতা এমপি হওয়ার প্রলোভনে রওশন এরশাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভোটে অংশ নেবেন। সরকারের সমর্থন থাকায় রওশনপন্থিদের হাতে দলের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে। রওশনপন্থিরা এ সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। ৪ নভেম্বর জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর বাসায় জি এম কাদেরের সভাপতিত্বে কো-চেয়ারম্যানদের বৈঠক হয়। অধিকাংশরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আওয়ামী লীগকে বার্তা দেওয়া হবে জি এম কাদেরের একক নেতৃত্বে জাপা নির্বাচনে অংশ নেবে। সরকার আসন ভাগাভাগিসহ নির্বাচনের সব বিষয় জি এম কাদের গ্রুপের সঙ্গেই ফয়সালা করতে হবে। জানতে চাইলে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, বুধবার রাত পর্যন্ত জাতীয় পার্টির নির্বাচনে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। সিদ্ধান্ত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে। তবে নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশের নির্বাচন : টেলিগ্রাফের সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু...



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন। কিন্তু নয়াদিল্লিকে মনে রাখতে হবে যে, ঢাকায় যিনিই ক্ষমতায় আসুন না কেন তার সঙ্গেই কাজ করতে হবে। নয়াদিল্লির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও শেখ হাসিনার সরকার নাটকীয়ভাবে বেইজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করেছে। ২০২২ সালে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগে এককভাবে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী ছিল চীন।

ভারতের প্রভাবশালী দ্য টেলিগ্রাফের এক সম্পাদকীয়তে এসব কথা বলা হয়েছে। এর শিরোনাম- 'আই অন ঢাকা: এডিটোরিয়াল অন দ্য জিওপলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টস ইন দ্য রান আপ টু বাংলাদেশ পোল'। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের মধ্যে যখন ২+২ মিনিস্টারিয়াল ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ছায়া ফেলেছিল তৃতীয় একটি দেশের বিষয়। তা হলো বাংলাদেশ। ওই আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন। মিটিংয়ের পর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব পরিষ্কার করেছেন যে, ভারত বিশ্বাস করে নির্বাচন বাংলাদেশের পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা মোকাবিলা করতে হবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। এ মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত।

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তারা বাংলাদেশে শাসকগোষ্ঠী পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বার বার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তিনি বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন চালিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছেন। সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র তার নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য যাকে তারা সন্দেহ করবে বাংলাদেশি এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণা দেয়। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিন্নমুখী অবস্থান বা হিসাব, ঢাকার রাজনৈতিক ফলাফল নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের কতোটা স্বার্থে আসবে সেটার ওপর জোর দেয়।

ঐতিহ্যগতভাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে বিরোধী দলের চেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেক বেশি শক্তিশালী। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এমন বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই যুক্তরাষ্ট্রের। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের অভিযোগ বিএনপি'র প্রতি পক্ষপাতী ওয়াশিংটন। যাই হোক ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জন্যই দুটি উদ্বেগ আছে। তাহলো- বাংলাদেশে চীনের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে। আরেকটি হলো বাংলাদেশে উগ্রপন্থি গ্রুপগুলোর হুমকি দেখা দিয়েছে।

শেখ হাসিনার সরকার সুবিধামতো সময়ে ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে জোট করেছে। এটা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের জন্যই উদ্বেগের। তা সত্ত্বেও ভারতের দিক থেকে এটা বিশ্বাস করার খুব কমই কারণ আছে যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন একটি সরকার ভিন্ন কিছু হবে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারতের হস্তক্ষেপ না করার দৃষ্টিভঙ্গি বোধগম্য, যেটা এর আগের নির্বাচনে হয়েছিল, তখন নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোতে নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল ভারত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রবাহে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভারত অধিক বেশি সরাসরি প্রভাবিত হয়। এদিক থেকে শেখ হাসিনা ভারতের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন। কিন্তু নয়াদিল্লিকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ঢাকায় যিনিই ক্ষমতায় আসবেন তার সঙ্গেই কাজ করতে হবে।

বিএনপিকে ওবায়দুল কাদের

মত পালটে নির্বাচনে আসুন, দরজা খোলা



ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সবার জন্য নির্বাচনের দরজা খোলা আছে। বিএনপিকে বলব মত পালটিয়ে অংশ নিন। আসুন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন। দরজা খোলা আছে। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে সংসদ নির্বাচনের তফশিল নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ অনুরোধ জানান ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেন, আমরা একা ক্ষমতায় যেতে চাই না। সবাইকে নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে যেতে চাই। আমরা চাই, সবাই ভোটে আসুক। তবে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা আছে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন, ইউরোপ-আমেরিকা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। চিঠি চালাচালি হয়েছে। কখনো ভগবান আসে, কখনো অবতার আসে, এসব অনেক শুনেছি।

পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশ নিয়ে মাথা ঘামায়! আজকে বিশ্ব কোথায়? কী হচ্ছে ফিলিস্তিনে? কী করতে পারল জাতিসংঘ? কী করতে পারল আমেরিকা? কী করতে পারল ইউরোপ? ইউক্রেন জ্বলছে, কী করল ইউরোপ? আর বাংলাদেশের একটা নির্বাচন নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? আমি এসবের উত্তর দিতে রাজি না।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনি বলেন, সময় আছে। সরকারি দল হিসাবে আমরা অনুরোধ করছি, আসুন নির্বাচনে। আমরা (আওয়ামী লীগ) কারও জন্য বাধা হব না। দিন-রাত আমাদের যারা গালাগাল করেন, তাদের জন্যও নির্বাচনের দরজা বন্ধ হয়নি। আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই। কাউকে নির্বাচন থেকে দূরে থাকতে আমরা উৎসাহিত করি না।

সংলাপের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা সংলাপের পক্ষে। ২০১৮ সালে বিএনপির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দুবার সংলাপ করেছেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ফোন করেছেন। কিন্তু খালেদা জিয়া গালাগাল করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। তার ছেলে মারা গেছে, তখনও গেছেন, কিন্তু তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবারও রাষ্ট্রপতি তাদের ডেকেছেন, নির্বাচন কমিশন ডেকেছে। তারা সাড়া দেয়নি। এখন নির্বাচনের তফশিল হয়ে গেছে। এখন আর সংলাপ করার মতো সময় নেই।

রাজনৈতিক দলগুলোকে শর্তহীন সংলাপের জন্য মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু যে চিঠি দিয়েছেন এবং সিইসি রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপের যে আহ্বান জানিয়েছেন, সে সম্পর্কে জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন, সংলাপের সময় এখন আর অবশিষ্ট নেই। গতকাল (বুধবার) এটা আমি বলেছি। মিস্টার লুর চিঠি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছি। সেই চিঠির জবাব দু-এক দিনের মধ্যে দেব। এটা একটা সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচারের বিষয়। তিনি একটা চিঠি দিয়েছেন, সেটার জবাব আমরা অবশ্যই দেব। এটা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যেও পড়ে।

বিএনপি নির্বাচন হতে দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এতে শঙ্কা দেখছেন কিনা, জানতে চাইলে ওবায়দুল কাদের বলেন, শঙ্কার এত পাহাড়, এত খরস্রোতা নদী পার হয়ে এলাম। এখন আবার কাকে ভয় পাব? এত বিপৎসংকুল দরিয়া পার হলাম, তারপর আবার ভয় কিসের? কোনো ভয় করি না। প্রতিহত করতে আমাদের লাগবে না, বাংলাদেশের জনগণ ও ভোটাররা তাদের প্রতিহত করবে।

বিএনপিবিহীন সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে কিনা আর গ্রহণযোগ্য না হলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সাবেক প্রেসিডেন্ট এখনো বলছেন নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, আজ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেননি তিনি। কাজেই এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই। ওদের বেলায় ঠিক আছে, আমাদের বেলায় সমস্যা। আজও কি বলেছেন ট্রাম্প যে তিনি বাইডেনকে মানেন? আরেকটা নির্বাচন সামনে। গণতন্ত্রের ভেতরে দোষ-ত্রুটি সব জায়গায় আছে। পারফেক্ট কেউ না।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখের আগে অনেক দল ও ব্যক্তির নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইঙ্গিত করে ওবায়দুল কাদের বলেন, সামনের কয়েকটা দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩০ নভেম্বর মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। এর মধ্যে কত ফুল ফুটবে। আর শীতকাল তো এসে গেছে, কিছু কিছু ফুল ফোটার সময়ও এসে গেছে। এখন কোন ফুল কোথায় ফুটছে... হঠাৎ জেগে উঠবে। অপেক্ষা করুন।

আওয়ামী লীগ কি দলগত নাকি জোটগত নির্বাচন করবে এবং জাতীয় পার্টি থাকবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। সময়মতো জানতে পারবেন।

সিইসির সংলাপের আহ্বান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, তিনি যে জায়গায় বসে আছেন, তার বক্তব্যে এ ধরনের আহ্বান থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তিনি স্পেস রাখবেন কেন? স্পেস থাকলে সেখানে তাকে বলতে হবে। এমন কথা ওই পদে থাকলে আপনিও বলতেন। সেটার জন্য তো নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণা স্থগিত থাকে না। সেটা হয়ে গেছে। এখন দলগুলো নিজেরা নিজেদের মধ্যে সংলাপ করবে কি করবে না, এটা তাদের ব্যাপার। তিনি সিইসি হিসাবে একটা আহ্বান করার দরকার, সেটা করেছেন।

ওবায়দুল কাদের জানান, আজ বেলা ৩টায় তেজগাঁও কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা অংশ নেবেন। তিনি ভার্চুয়ালি মনোনয়ন ফরম বিক্রি উদ্বোধন করবেন। শনিবার থেকে সবাই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন-আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, কাজী জাফর উল্লাহ, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, কামরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সালমান এফ রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, মির্জা আজম, আফজাল হোসেন, সুজিত রায় নন্দী প্রমুখ।



‘পিপল আপ’ এর উদ্যোগে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মত বিনিময়



ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

অক্টোবর ৩০, ২০২৩। সোমবার। বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়, ১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়ার্ক -১১৪৩৫



বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকা। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন সার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*
প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস



আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।
আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

নাজমুল আহসান, *সম্পাদক, পরিচয়।*



সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।
বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

ডা. ওয়াজেদ এ খান, *সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*



বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।
গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

মনজুর আহমেদ, *প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল*



যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

আবু তাহের, *সত্তাধিকারী, টাইম টিভি ইউএসএ*
সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা।



বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মঈনুদ্দিন নাসের, *সিনিয়র সাংবাদিক।*



প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ’কে ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

মনওয়ারুল ইসলাম, *সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক কাগজ*

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity www.alegracare.com 888-212-3237 info@alegracare.com
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood 2024 Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES www.banglacdpap.com 888-212-3237 info@banglacdpap.com

সাহিত্য সাময়িকী

একলা দ্বিপের চিঠি

পলি শাহীনা

জীবনে এই প্রথম অজানা দেশ, অচেনা মানুষের উদ্দেশ্যে প্লেনে চড়েছে রেবেকা। সারাক্ষণ ঘাস-মাটি, কাদাজলের সঙ্গে মিশে থাকা ও স্ক্রিনে যখন দেখতে পেলো প্লেন ৩৮০০০ ফিট উপরে আছে, তখন ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে। প্রথমে বুঝতে না পেরে বার কয়েক প্লেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেও পরে বুঝতে পেরে আর একবারও বাইরে তাকায় নি। রেবেকার অনুভবে তখন মৃত্যু ভয়ের চেয়েও যেন বড় ভয় এ প্লেন জার্নি। ছোটবেলায় বাবার মুখে ও শুনেছে, প্লেন এত দ্রুত গতিতে ছুটে চলে যে একটি পাখীর পালকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেও বিপদ হতে পারে। উনিশ, বিশ ঘন্টার গোটা প্লেন ভ্রমণের কথা ভেবে ওর বুক থরথর কাঁপছে। শুধু মনে হচ্ছে, প্লেন বিধ্বস্ত হলে তো ওর লাশও খুঁজে পাবে না বাবা-মা। বাবা-মা'র কথা ভাবতেই ওর মন প্রতিধ্বনি করে উঠে। তাঁরাই তো রেবেকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁদের পছন্দের পাত্রের কাছে পাঠাচ্ছে দূর দেশে। এখন আর কী? ও মরে গেলেও তাঁরা আর দেখবে না। আকাশপথের দীর্ঘ ভ্রমণে রেবেকার মনের অসন্তোষ, দুঃখগুলো মনের আকাশের পরতে পরতে জমতে থাকে। মনের দুঃখে মানুষ সবসময় বিস্ফোরিত হয় না, কখনো কখনো চুপসে যায়। নিজেকে ওর ইউক্যালিপটাস গাছ মনে হয়, যে আপনজন থেকে অনিচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রেবেকা নিভৃতে চোখ বুঁজে বসে থাকে কবুতরের খোপের মত প্লেনের আসনে। ডাঙায় নেমে মাটি ছুঁয়ে দিলেই তবে ওর মুক্তি মিলবে।

বিমানের ঝাঁকুনিতে ঠিক ঘুম নয় ওর তন্দ্রা লাগে। নিদ্রা আর জাগরণের সে অবস্থায় ও স্বপ্ন দেখে, শীতের নীরব রাতে একটা ডুপ্লেক্স বাড়ির একা ঘরে লাল বেনারসি পরে ও বসে আছে। গোটা ঘরময় নৈশব্দের স্তব্ধতায় ঝিম ধরানো অনুভূতি। শীতে নাকি ভয়ে ও ঠকঠক কাঁপছে, ঠিক বুঝতে পারে না। যেন গোরস্থানের নীরবতায় ও ডুবে আছে। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দে ও চমকে উঠে। মাথার ঘোমটা সরিয়ে ডিম লাইটের মৃদু আলোয় দেখতে পায় ওর সামনে একটি বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। ভুল ভেবে ও চোখ কচলে আবার দেখে, একই দৃশ্য। তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। পাথর চোখে, বিবশ শরীরে বাঘের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক তখনই বিমানবালা এসে ওকে জাগিয়ে তোলে খাওয়ার জন্য। ওর ঘুম বা তন্দ্রা কাটার পর বুঝতে পারে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ফিশ, চিকেন না-কি ভেজিটেবলস, কোনটি খাবে বিমানবালা জানতে চাইলে ও বোবার মত তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, আর স্বপ্নে এতক্ষণ কী দেখেছিল মনে করার চেষ্টা করে। অবশেষে রেবেকা বিমানবালা হতে পানি চেয়ে নেয়। পানি ছাড়া ও আর কিছুই খায় নি। ক্ষুধার্ত রেবেকার তখন ইচ্ছে করছে, মায়ের হাতে কবুতরের সঙ্গে মিহি নারকেল বাটা তরকারির ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেতে। বিমানের খাবার খাওয়া তো দূরের কথা ঘ্রাণও ভালো লাগছে না। পেট শুধু গুলিয়ে আসে। বিমানবালা প্রস্থান করার কিছু সময় পর ক্লান্ত শরীরে ও আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আবারও রেবেকা একই স্বপ্ন দেখতে পায়। তবে স্বপ্নের বিস্তৃতি বেড়েছে এবার। খোলা আকাশের নিচে বাতাস ডিঙিয়ে ও ঘুড়ি উড়াচ্ছে। বসন্তের শিমুল নিবিড় আলস্যে ডাল থেকে খসে পড়তেই বাতাসে একটা ডাক আসে। ওর আঙুলগুলো বাতাসের গায়ে এমনভাবে কাঁপছে যেন পিয়ানোতে সুর তুলছে। একটু দূরে পাহাড় চূড়া, এত প্রেম, এত মায়া, এর আগে কোন বসন্তে ও দেখে নি বোধ হয়। লাটাইয়ের সুতা ফেলে ও পাহাড়ের দিকে ছুটছে। এখানে ইট-কাঠ, কংক্রিট নেই, নগর নেই। ও আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের নিচে একটি সবুজ ছোট্ট গ্রামে এসে পৌঁছায়। কী সুন্দর পরিপাটি একটা চৌচালা ঘর। সুন্দর আবহাওয়া। কত কত নাম না জানা ফুলের ঘ্রাণ, পাখী ডাকছে। মোবাইল নেই, টেলিভিশন নেই। কোন শব্দদূষণ নেই। মানুষগুলো একে অন্যের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলছে, গল্প করছে। কেউ কাউকে ঈর্ষা করছে না, অভিমান করছে না। কোন কিছুর প্রতিযোগিতা নেই। সকলে যেন জলের মত সহজ। একে অপরের সুখে-দুঃখে একইভাবে সমান্তরালে মিলেমিশে চলছে। ওরা একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে, একে অন্যের পিঠে হেলান দিয়ে বই পড়ে। সবুজ পাতার আড়ালে ইষ্টিকুটুম ডাকছে। ডাকের উৎস অনুসরণ করে রেবেকা গলা উঁচিয়ে ইষ্টিকুটুম খুঁজছে। ইষ্টিকুটুম ডাকলে তো মেহমান আসে, কথা সত্য। ঠিক তখনই কালো ধোঁয়া উড়িয়ে দু'চাকার একটি মোটর সাইকেল এসে থামে। যন্ত্র যানের শব্দে পাখীরা এলোমেলো উড়তে থাকে এ ডাল হতে ও ডালে। কিছু না বলে না কয়ে বিনা ভূমিকায় কেউ একজন দক্ষিন মুখী চৌচালা ঘর হতে বেরিয়ে এসে চিরুনি দিয়ে পিছন দিক হতে রেবেকার ঘন কালো লম্বা চুল



আঁচড়াতে থাকে। চুল আঁচড়ানো শেষ হতেই চোখে কাজল, কপালে লাল টিপ দিয়ে লাল বেনারসি পরিয়ে দেয়। ওই লাল বেনারসি পরিয়ে দেয়ার পরপরই পাহাড়ের নিচের ছোট্ট গ্রামটির হাওয়া-বাতাস বদলে যায়। রেবেকার বসন্তকালে যেন আচমকা আঁধার নেমে আসে চরাচরজুড়ে। এরপর আগের স্বপ্নের একইরকম পুনরাবৃত্তি।

দেশের মাটি ফেলে প্লেনে উঠার পর থেকে যখনই রেবেকার ঘুম কিংবা তন্দ্রা লাগে ও এই একই স্বপ্ন বারবার দেখে। প্লেনে জরুরি ভিত্তিতে সিট বেল্ট বাঁধা, কিংবা খাওয়ার জন্য বিমানবালা ওকে ডেকে তুললে ঘুম ভেঙে ও ভয়ে ঠকঠক কাঁপতে থাকে। একই স্বপ্ন বারবার দেখার অর্থ কী? রেবেকা ভাবতে থাকে। ছোটবেলায় দাদার মুখে ও শুনেছে মানুষ তিন কারণে স্বপ্ন দেখে। প্রথমত, মানুষ দিনভর যা ভাবে ঘুমের ঘোরে অবচেতন মনে মানুষের মস্তিষ্কে বিষয়গুলো ভেসে উঠে। দ্বিতীয়ত, শয়তানের প্ররোচনায় স্বপ্ন দেখে। তৃতীয়ত, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় মানুষ স্বপ্নে অনেক সময় তার ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। দাদার বলা স্বপ্নের কারণগুলো মনে পড়ে প্লেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ও দরদর ঘামতে থাকে। এমন স্বপ্নের বিষয় তো জীবনে কখনো ও ভাবে নি, কিংবা মাথায়ও আসে নি। তবে কেন সে এমন অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখছে বারবার? প্রশ্নবাণে জর্জরিত রেবেকা কোন উত্তর খুঁজে পায় না। ওর শরীর খুব খারাপ লাগছে। মনে হয় জ্বর এসেছে। ওর চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া, অস্বাভাবিক আচরণ এবং দীর্ঘসময় ধরে পানি ছাড়া কিছুই খায় নি দেখে বিমানবালা ওকে একটি সংরক্ষিত জায়গায় নিয়ে যায়। ওর গায়ে জ্বর দেখে ওষুধ খেতে বললে রেবেকা খেতে অসম্মতি জানায়।

'আমি আমেরিকায় যেতে চাই না। ঘুমের ঘোরে আমি বারবার একই ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছি। আমি খুব অসহায় বোধ করছি বাবা-মাকে ছাড়া। ওঁদের ছেড়ে আগে কখনো আমি এতদূর যাই নি, থাকিও নি। আমার খুব ভয় করছে আমেরিকায় যেতে। দয়া করে আমাকে প্লেন হতে আমার দেশে নামিয়ে দিন। আমি বাবা-মার কাছে ফিরে যাব।'

ওর ইংরেজি উচ্চারণ বিমানবালা ঠিকমতো বুঝতে পারছে না বলে একটি কাগজে ওর মনের কথাগুলো লিখে জানায়। ওর লেখা চিরকুট পড়ে বিমানবালা ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মায়ের মত বিমানবালার আচরণ দেখে রেবেকা ছোট শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বিমানবালা ওকে স্নেহ, ভালোবাসার আদরে বুঝিয়ে সুজিয়ে জ্বরনাশক ওষুধ খাইয়ে নির্ধারিত জায়গায় পুনরায় বসিয়ে দেয়। সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত যন্ত্রণায় রেবেকা ধড়ফড় করছে। ওর পৃথিবীটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

শূন্যতার তরঙ্গ সাঁতরে প্লেন পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্তে প্রায় চলে এসেছে, অথচ রেবেকার মনে হচ্ছে প্লেন ছাড়ার পর যেখানে ছিল সেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। তাইতো বিমানবালাকে বলেছে ওকে নামিয়ে দিতে প্লেন হতে। জ্বর নেমে যাওয়ায় এখন ওর কিছুটা ভালো লাগছে। ওর মনে হচ্ছে কামরাঙা গাছের ডালে বাবার বেঁধে দেয়া দোলনায় ও দোল খাচ্ছে, আর 'আমারও পরানও যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো' প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত গাইছে। খুব তমালের কথা মনে পড়ছে রেবেকার, যার মুহূর্তগুলো ছিল কেবলি জীবনানন্দময়। রেবেকার বাবাকে তমাল যেমন ভয় পেত তেমনি শ্রদ্ধাও করতো। গান পাগল রেবেকা জীবনানন্দের প্রেমে পড়ে তমালের ভরাট কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে। শর্ত ছিল রেবেকা রবীন্দ্র সংগীত শোনালে পরে তমাল জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এলে ওরা উঠোনে আয়োজন করে শীতল পাটি বিছিয়ে বসতো। ওদের সঙ্গে যোগ দিতো লিজা, কণা, লিপি সহ আরো অনেকে। উঠোনের পূর্ব দিকে কামিনী গাছের যে ঝোপ ছিল জোনাকি এসে আসর বসাতো সেখানে। ওরা তখন দু-একটা ধরে হাতের ভেতরে পুরে নিতো। মুগ্ধ হয়ে হাতের মুঠোয় ওরা জোনাকির আলো দেখতো। আকাশে চাঁদের পাশে জ্বলা তারা আর জমিনে জোনাকির আলো, এরমধ্যে দাদার মুখে ভূত রাক্ষসের গল্প শুনে ভয়ে ওরা চুপসে যেত। দাদার খিলখিল হাসিতে ভয় কিছুটা কমে যেত। পুরো ভয় কেটে যেত সবুজ অন্ধকার ফুঁড়ে তমালের ভরাট স্বরের আবৃত্তি শুনে। তমালের কবিতায় রেবেকার পরানের রক্ত ছলকে উঠলেও কোনদিন বলা হয় নি ওর প্রতি অসীম মুগ্ধতার কথা। রেবেকা আজন্ম অন্তর্মুখী এক নদী, ভেতরে ঝড় বয়ে গেলেও বাইরে স্থির, শান্ত। কখনো নিজের ইচ্ছের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না।

তমালের সঙ্গে কত স্মৃতি, কত আনন্দের কথা যে মনে পড়ছে এ শূন্যে বসে। শীত বিকেলের হিমেল হাওয়ায় গান- কবিতা- আড্ডায়, বিকেল পেরিয়ে ধীর লয়ে সন্ধ্যা কখন যে তার কালো ওড়নাখানি বিছিয়ে দিয়েছে ওদের মাথায়, টের পর্যন্ত পেতো না। তমালের অন্তরের সৌন্দর্য, ব্যবহার ছিল জীবনানন্দের কবিতার মত অনুপম। ওর সঙ্গে কবিতা-গল্পে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া যেত। কোন কারণে রেবেকার মন খারাপ হলে, কারো সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে না হলে, তখন ও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যেত তমালের কাছে। ওর যত অভাব, অভিযোগ, আক্ষেপ, অভিমান, সবকিছু নির্দ্বিধায় ওকে বলা যেত। তমাল ছিল ওর কাছের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু। ওর জন্য রেবেকার মন কেমন করছে। ওকে বলার জন্য বস্তাভর্তি কথা জমেছে, কিন্তু ও এখন কতদূরে, চাইলেই ওর কাছে এক দৌড়ে যাওয়া যাবে না। ঘরের দাওয়ায় বসে (বাকী অংশ ২৯ পাতায়)

ডানা নেই, তবু উড়ি

ফেরদৌস সালাম

বিন্দুতে বিশ্বাস নেই। গৃহস্থের বিন্যস্ত গোয়াল
শূণ্যতায় ভারাক্রান্ত- নেই আজ দুগ্ধের খামার
চাঁই চুঁই শব্দধ্বনি ভ্রান্তিময় শুধু হাহাকার
জুড়ে বসা রাজসৈন্য কেড়ে নেয় লাঙল জোয়াল।

সর্বজ্ঞানী জুচ্চোরেরা লুট করে বিশ্বাসের মূল
অবশিষ্ট নেই কিছু লুট হয় মগজের কোষ
ক্রয় হয় ক্ষমতাও সব তবে বেনিয়ার দোষ
চুরি হয় ব্যাংক ভোল্ট বাড়ি প্লট সমুদ্রের কূল।

খাতায় লিখো না নাম ধরে নেবে রাজার সেপাই
হৃদয়ের কোনে রেখো দেখবে না চর্ম চক্ষে কেউ
ফিরে যাবে টিকটিকি যতো আছে আজ্ঞাবহ ফেউ
সবকিছু ষড়যন্ত্র ভাসুরের নাম নিতে নাই!
ডানা নেই তবু উড়ি কষ্টবোধে কাঁদি আর্তনাদে
আহারে সোনার দেশ পড়িয়াছি গ্যাড়াকল ফাঁদে!

দুধপুলি ঢেউ

আলম মাহবুব

আকাশে ছড়ানো মেঘের ময়লায় চাঁদ ঢেকে যায় রোদ্দুরে
চারিদিকে বিষবাষ্প, ভিতরে বাহিরে আলোর ম্যাজিক
কোথাও সমুদ্র সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে থাকে
সশস্ত্র পাহারাতে ঘুমায় চোর
বকুলের মিষ্টি ঘ্রাণে নিরীহ কান্না
অন্তরীক্ষের বৈভবে ময়মান কণ্ঠস্বর
মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের মতো ভুল প্রণয়ের সুরভী
অরণ্য পাড়ায় যুদ্ধ দিনের কুহেলিকা
বৃষ্টি দিনে যমুনার দুধপুলি ঢেউ।
ফুটো কলসে তবু রেখে দিই স্মৃতির মোহর
কোকিলের ডাক শুনে তার মীন চোখ মনে আসে
মনে পড়ে নিবাসের আড়ালে গড়ানো বিকেলের কথা
আঁচলে চুরি করে সে নিয়ে যায় পাঁজরের হাড়
বেলকনিতে ঝুলে থাকে উড়াল জীবনের গল্প, কাহিনী।

আগুনশৈশব

জাফর ওবায়েদ

কী অধিকার হে আমাদের, শিশুকে দেবো আগুনশৈশব!
অথচ, দিয়েছি আফগানিস্তান কিংবা ইরাকে
এবং, দিচ্ছি ফিলিস্তিন কিংবা ইউক্রেনে!

শিশুরা তারাফুল- খোয়াবি ফুলের পাপড়ি
নৃশংস লোমশ হাতে কেন ছিঁড়ছি?
ঝরাচ্ছি রক্ত?

যে অন্ধত্বে ডুবন্ত পৃথিবীর ছদ্মমৃত মানুষ
সুষুপ্ত দেয়াল তার আড়াল করেছে বোধ
বুদ্ধি ও বিবেক!

মৃত শিশুরাও তাই ছুঁড়ে দিচ্ছে ঘৃণার থুতু
আর, বেঁচে থাকা নিষ্পাপ শিশুরা বেড়ে ওঠছে
ঘৃণার আগুন বুকে।

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

ক্ষমা চাওয়া পোস্ট মুছে ফেললেন তিশা

বিনোদন ডেস্ক: গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনায় ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। তার আত্মহত্যার চেষ্টা বা অসুস্থতা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় অভিনেত্রী মুঠোফোনে এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেজাজ হারিয়ে সাংবাদিকদের উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। সাংবাদিকদের আইনের আওতায় আনা,সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করাসহ সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেখাবেন বলে জানান এই অভিনেত্রী। তবে এ বিষয়টি নিয়ে আজ দুপুরে ক্ষমা চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তার ভেরিফায়েড আইডিতে এক পোস্ট করেন তিশা। কিন্তু কিছুক্ষন রেখে বিকেলের দিকে সেই পোস্ট ডিলেটও করে দেন তিনি।



তিশার এই আচরণের কারণ জানতে কথা হয় অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি আহসান হাবীব নাসিমের সঙ্গে। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তিশার এই পোস্ট দেখে আমরা খুশী হয়েছিলাম। কারণ তিশার ওই ধরনের কথা শুনে আমরা কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলাম।

সাংবাদিকদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারে না। সে যে ধরনের কথা বলেছে সেটা কোনোভাবেই শিল্পী সুলভ কথা হতে পারে না। তারপর সে যখন এই পোস্ট দেয়,পোস্টে যেভাবে সে ব্যাখা করেছে তার হতাশা, ডিস্টার্ব মাইন্ড থেকে যে ধরনের কথা বলেছে তার জন্য সবাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এটা খুব সুন্দর আঙ্গিকে ক্ষমা চাওয়া ছিল। কিন্তু সেটা কেন ডিলিট করে দিলো আমরা বুঝতে পারছি না। কোনো কারণে বা ওর পেজ ওর নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা জানতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে, কারণ শুনতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে একটু বিব্রত ছিলাম ওর কথাবার্তা শুনে। আমাদের একটি বিবৃতি দেওয়ার কথা ছিল। যে কোনো শিল্পীরই উচিত নয় কোন সাংবাদিক কষ্ট পায় এমন কোনো কাজ করা।

আমরা শিল্পী, সাংবাদিক পরস্পরায় কাজ করি। শিল্পীদের জন্য সাংবাদিকরা অনেক কাজ করে। তারাই একটা শিল্পীকে প্রমোট করে। শিল্পীদের কাজের সঙ্গে দর্শকদের যোগাযোগটা করিয়ে দেয়। কোনো সাংবাদিককে হেও করে কথা বলা, সেটা যে কোনো শিল্পীকেই মানায় না, আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।'

এর আগে গত বুধবার (১৫ নভেম্বর) মধ্যরাতে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ে তিশার আত্মহত্যাচেষ্টার খবর। গুঞ্জন ছড়ায়, অভিনেতা মুশফিক ফারহানের সঙ্গে প্রেমের জটিলতার জের ধরে বাসায় ঘুমের ওষুধ সেবন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিশা।

এদিকে বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বিকেল ৪টায় অভিনয় শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের পাঠানো এক বার্তায় জানানো হয়, সুস্থ হয়ে বাসায় অবস্থান করছেন অভিনেত্রী তানজীন তিশা।



'খেলা হবে' কি হবে না

বিনোদন ডেস্ক: 'খেলা হবে' কি হবে, নাকি হবে না, হলে কবে থেকে শুটিং শুরু হবে- তা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ভারতে শুটিংয়ের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেওয়া ২৫ দিনের সময়সীমা শেষ হয়েছে গত মাসে। জানা যায়নি, আবার কবে শুটিং শুরু হবে।

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয় নির্মাতা তানিম রহমান অংশুর সঙ্গে। নির্মাতা বলেন, অনিশ্চয়তা বা গুঞ্জনের কিছু নেই। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের আপডেট নিয়েছি আমরা। নতুন করে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। আমাদের এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। এ ছাড়া সব শিল্পীর শিডিউল পাওয়ার বিষয় আছে। সবার সঙ্গে আলোচনা করে শুটিং চূড়ান্ত করব। মন্ত্রণালয় থেকে সামনের বছরের 'ভালো সময়' পর্যন্ত সময় নেওয়া আছে। এর মধ্যেই শুট শেষ হয়ে যাবে।

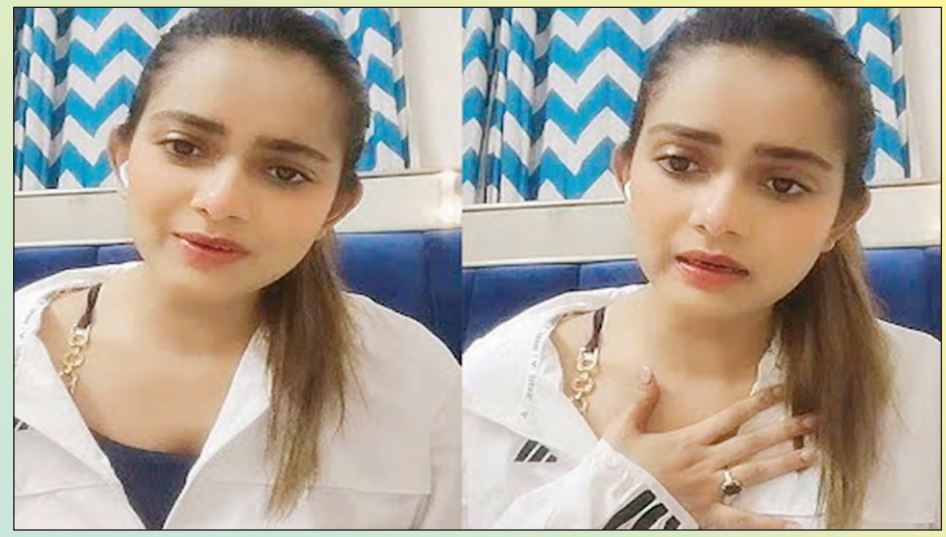
তাপস, মুন্নী ও বুবলী-ত্রয়ীর দ্বন্দ্বে টিএম ফিল্মসের 'খেলা হবে' সিনেমা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। সম্প্রতি পরোক্ষভাবে বুবলীকে খোঁচা দিয়ে পরীমণির ফেসবুক পোস্ট সেই ধোঁয়াশাকে করেছে আরও ঘনীভূত।

তথ্য মন্ত্রণালয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ দিন ভারতে শুটিংয়ের অনুমতি দেয় পরীমণি, শবনম বুবলীসহ খেলা হবে সিনেমার কলাকুশলীদের। এর মাঝে খবর ছড়ায়, টিএম ফিল্মসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কৌশিক হোসেন তাপসের সঙ্গে প্রেম করছেন বুবলী। ৩ নভেম্বর গভীর রাতে এমন তথ্য জানিয়ে একটি পোস্ট করা হয় তাপসের স্ত্রী ও টিএম ফিল্মসের চেয়ারম্যান ফারজানা মুন্নীর ফেসবুক আইডি থেকে। পরে মুন্নী জানান, তার আইডি হ্যাক হয়েছিল। বুবলীও জানান, এমন খবরে বিব্রত তিনি। এরপর বুবলী প্রকাশ করেন খেলা হবে সিনেমায় তার লুক। তখন সিনেমাটি নিয়ে অনিশ্চয়তা কিছুটা দূর হয়। অনেকে বলেন, প্রচারের কৌশল হিসেবেই তাপস-বুবলীর প্রেমের খবর ছড়ানো হয়েছে। সেই অনুমান টেকেনি বেশি দিন।

১০ নভেম্বর মুন্নী ও অপু বিশ্বাসের একটি ফোনালাপ ফাঁস হয়। সেখানে মুন্নীকে বলতে শোনা যায়, তার আইডি হ্যাক হয়নি। তাপস ও বুবলী প্রেম করছেন। সেই রেকর্ড নিয়ে মুন্নী ও অপু কোনো মন্তব্য না করলেও পুরো বিষয়টি ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন বুবলী। সেই দ্বন্দ্বে শামিল হন 'খেলা হবে' সিনেমার আরেক নায়িকা পরীমণি। বুবলীকে খোঁচা মেরে ফেসবুকে পরী লেখেন, উনি সবকিছু এমন ষড়যন্ত্র বইলা চালায়ে যাইতে চায় ক্যান!

সব মিলিয়ে সিনেমাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। 'খেলা হবে' কি হবে, নাকি হবে না, হলে কবে থেকে শুটিং শুরু হবে- তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য।

পরীমণি-বুবলী ছাড়াও এ সিনেমায় অভিনয়ের কথা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রসেনজিৎ, বাংলাদেশের মিশা সওদাগরসহ অনেকের।



আত্মহত্যার চেষ্টা, লাইভে যা বললেন তানজিন তিশা

বিনোদন ডেস্ক: সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। বুধবার (১৫ নভেম্বর) রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এর পর মধ্যরাত থেকেই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে তানজিন তিশা ঘুমের ওষুধ খেয়ে 'আত্মহত্যার চেষ্টা' করেছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন তিনি। তবে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার বিষয়টি নিজে স্বীকার করলেও 'আত্মহত্যার চেষ্টা'র গুঞ্জনটি ভুল বলে জানান অভিনেত্রী। তিনি জানান, আত্মহত্যা নয় ফুড পয়জনিং হয়েছিল তার। যার ফলে খারাপ লাগছিল এবং তিনি ঘুমের ওষুধ সেবন করেন। পরে এটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বমি হয় এবং তিনি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

এ অভিনেত্রী আরও বলেন, আত্মহত্যা করার মতো মেয়ে নন তিনি। এ ছাড়া আরও কিছু বিষয়সহ সব কিছু তিনি সংবাদ সম্মেলন করে জানাবেন।

তবে এর আগেই তিশা তার ভেরিফায়েড ফেসবুক থেকে লাইভে আসেন।

লাইভে আত্মহত্যার বিষয়ে তিশা বলেন, আত্মহত্যাটা কি আসলে? যেখানে কিছু দিন আগে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি যে, আত্মহত্যা কোনো কিছুর সমাধান হতে পারে না। সেখানে আমি কেন আত্মহত্যা করব? তিনি বলেন, বাবা মারা গেছে দুই বছর হয়নি। তার পর থেকে আমি শক্তভাবে জীবনযাপন করছি। বাবা আমাকে শক্তিশালী মেয়ে বানিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন।

অভিনেত্রী বলেন, আমার ফেসবুক বুধবার হ্যাক হয়েছিল। আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম। এর জন্য মনে হয়েছে আমার ঘুমানোর প্রয়োজন।

ঘুমানোর জন্য বেশি পরিমাণে ঘুমের ওষুধ সেবন করেছেন উল্লেখ করে তিশা আরও বলেন, যে ঘুমের ওষধ আমি সেবন করেছি, সেটার পাওয়ার বেশি ছিল। যেটা আমার প্রেসক্রিপশনে ছিল না। তার পর আমার খারাপ লাগে এবং আমি বমি করি। তার পর সরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিই। এদিকে নিউজ হয় আমি নাকি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছি। যেটা সত্যি নয়।

এদিকে এর আগে হাসপাতালে ভর্তির কারণ জানিয়ে বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে ফেসবুকে এক পোস্টে তানজিন তিশা লেখেন, 'আজকে কিছু ভুল নিউজ দেখতে পেলাম এবং সে বিষয়টি আমি সবাইকে পরিষ্কার করতে চাই। আসল বিষয়টি হলো– গতরাতে আমার ফুড পয়জনিংয়ের পর কিছু ব্যাপারে আমার খারাপ অবস্থা ছিল, তাই আমি একটা স্পিপিং পিল খাই এবং তার সাইড ইফেক্ট হিসেবে আমার বমি হয় এবং হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিই। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।'

সেই পোস্টে তানজিন তিশা আরও লেখেন, 'গত দুই বছর আগে আমার বাবা মারা যায় এবং বিষয়টি আমাকে এতটাই শক্ত করে যে, এই ধরনের পদক্ষেপ আমি এ রকম কোনো মানুষ অথবা যে কোনো মানুষের জন্যই জীবনে নেব না।'

অভিনেত্রী বলেন, 'সবাইকে একটি বিষয় বলতে চাই– যেটা আগেও বলেছি, আর্টিস্টদের একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে। সেই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনারা যদি কথা বলেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমি একটি বিষয় বলতে চাই– ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমারও হয়তো কখনো কিছু বলার থাকতে পারে। যদি থাকে এবং যারা আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, মিডিয়ার কিছু মানুষ; তাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে স্পেশালি (আমার ফিমেল-মেল কো-আর্টিস্ট, আমার ডিরেক্টর, আমার পার্সোনাল লাইফের মানুষ) যারা যারা আমার ক্ষতি করেছেন অথবা করার চেষ্টা করছেন, তাদের প্রত্যেকটা মানুষের নাম ম্যানশন করে অতিশিগগিরই আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য সাংবাদিক ভাইবোনদের সঙ্গে বসে প্রেস কনফারেন্স করব।'

উল্লেখ্য, বুধবার মধ্যরাত থেকেই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে 'আত্মহত্যার চেষ্টা' করেন তানজিন তিশা। আর এর কারণ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা মুশফিক ফারহানের সঙ্গে তার 'প্রেমের সম্পর্কে' ঝামেলা চলছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বিকাল দেওয়া তানজিন তিশার সেই পোস্টের নিচেও মুশফিক ফারহানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।



ফেসবুকেই সুখবর দেন ঈশানা

বিনোদন ডেস্ক: দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন ছোটপর্দার অভিনেত্রী ঈশানা ও সারিফ দম্পতি। সেখান থেকেই ভক্তদের সুখবর দেন অভিনেত্রী। বুধবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে নিজের ফেসবুকে বেবিবাম্পের ছবি দিয়ে মা হওয়ার খবর জানান তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ হওয়ার পর ঈশানার পোস্টে শুভকামনা জানিয়েছেন শোবিজের তারকারা। প্রথমবারের মতো সন্তানের অপেক্ষায় ঈশানা-সারিফ চৌধুরী দম্পতি।

ঈশানা বলেন, সময়টা উপভোগ করছি। আমি খুব ভালো একজন লাইফ পার্টনার পেয়েছি, সে খুব সাপোর্টিভ। তাই নতুন দেশে এসেও যেমন বেগ পেতে হয়নি, মা হওয়ার সময়ও সে সবক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক আমার পাশে থাকে। সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। ২০০৯ সালে সুন্দরী প্রতিযোগিতা 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার'-এ প্রথম রানার আপ ঈশানা। এরপর বিজ্ঞাপন, নাটক, টেলিছবিতে কাজ করে তিনি পরিচিতি পান। তার স্বামী সারিফ চৌধুরী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার।

একলা দ্বিপের চিঠি

(২৬ পাতার পর)

রোদ পোহাতে পোহাতে মনের কথাগুলো বলা যাবে না। মানুষ যা চায় সব কী করতে পারে? মানুষের মন আর কপালের সম্পর্ক বড় অদ্ভূত। মন চাইলেও কপালে সয় না। তমালের কাছে রেবেকার ফেলে আসা জীবনের অসীম ঋণ। ওর কাছে জীবনভর রেবেকা বারবার ফিরে আসতে চাইবে। তমালের জন্য রেবেকার চোখজোড়া বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠে।

'চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আমরা নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টে অবতরণ করবো'- বিমানবালার এমন ঘোষণা কানে আসতেই রেবেকা জামালের মুখটি মনে করার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন ছয়টা বেজে পাঁচ মিনিট। এখন রাত না দিন ও ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। রাত কিংবা দিন সে যা-ই হোক, ওর এখন সকল ভাবনা জামালকে ঘিরে। ওর মুখটি রেবেকার স্মৃতিতে আবছা আবছা ভাসছে। বিয়ের পর যে ক'দিন জামাল দেশে ছিল দিনের আলোতে ওর মুখ দেখার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। সূর্যদ্বোয় হতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জামাল ঘুরেঘুরে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে দাওয়াত খেতো। রেবেকাকে তার মা কিংবা বোনের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ও যেত বন্ধুদের সঙ্গে। এজন্য দিনের আলোতে জামালকে বিয়ের পর কখনো ভালোভাবে দেখেছে বলে ওর মনে পড়ছে না। সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা হতেই প্রতিদিন জামালের পারিবারিক আলোচনা লেগেই থাকতো। একটা নির্ধারিত কক্ষে জামাল তার বাবা-মা, ভাইবোনদের সঙ্গে এ আলোচনা করতো। সে কক্ষে কোনদিন রেবেকার ডাক পড়ে নি। রেবেকা কী জামালের পরিবারের সদস্য ছিল? কে জানে। মগজের ভেতর লাটিমের মত জামাল নামটা ভো ভো ঘুরছে শুধু, কিন্তু ওর সুস্পষ্ট মুখখানি মনে করতে পারছে না। যা চোখে ভাসছে তা হাল্কা ছায়ার মতন। আসলে বিয়ের পর জামালের সঙ্গে রেবেকার একান্ত সময় কাটানো হয় নি, কিংবা তেমন কোন স্মৃতি রচিত হয় নি, যা মনের আয়নায় ভেসে উঠবে। যদি সামনা-সামনি জামালকে না চেনে? এ ভেবে রেবেকার প্রচন্ড ভয় লাগছে। ওর ইচ্ছে করছে ইসরাফিল (আঃ) কে গিয়ে বলতে যেন এখনই শিঙ্গায় ফুঁ দেয়, পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির সঙ্গে তুলোর মত উড়তে উড়তে ও যেন নিউইয়র্ক হতে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে। নিউইয়র্কের মাটি ছুঁতে একদম মন চাইছে না। ইসরাফিলের কথা ভাবতে ভাবতে প্লেন ততক্ষণে আকাশের সীমানা ছেড়ে জমিনে অবতরণ করে। বড় বড় আকাশছোঁয়া সব অট্টালিকার ভীড়ে খোলা আকাশের নিচে রেবেকা ওর কাঙ্খিত পৃথিবী নামক সবুজ গ্রহটি আর খুঁজে পায় না। যেদিকে চোখ যায় দেয়াল আর দেয়াল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় মাথার উপরের চেনা আকাশটিকেও হারিয়ে ফেলে। চারপাশে কত মানুষ, এঁদের কাউকেই ও চেনে না। অসহায়ের মত এদিক ওদিক যখন দেখছিল তখন একজন দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ পথ দেখিয়ে ওকে একটা গেটের কাছে নিয়ে আসে। একজন আগন্তুকের এমন আন্তরিকতায় মাথা শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে। ইমিগ্রেশনের প্রয়োজনীয় সকল কাজ শেষ করে জলের চেয়েও ক্লান্ত দেহখানি টেনে টেনে দুরুদুরু বুকে ও বেরিয়ে আসে। শরীরে পুনরায় তাপ অনুভব করছে। বোধ হয় আবার জ্বর এসেছে, বুঝতে দেরি হলো না। শরীর কাঁপছে,ট্রলি ঠেলার শক্তি পাচ্ছে না রেবেকা। সকলে ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটছে আপন গন্তব্যে। এ জনসমুদ্রে কেউ ওর আপন নয়, যে ওর অসুস্থতার জন্য একটু হাত বাড়িয়ে দিবে, সাহায্য করবে। ওর খুব বাবা-মাকে মনে পড়ছে আর দৃষ্টি প্রসারিত করে জামালকে খুঁজছে। দীর্ঘ সময় পর প্লেন নামক খোপ হতে বেরিয়ে খোলামেলা একটা জায়গায় দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে জামালের অপেক্ষায়। রেবেকা না চিনলেও জামাল নিশ্চয়ই ওকে চিনবে, এমন ভাবনায় খোলামেলা জায়গাটি বেছে নিয়েছে। অসুস্থতা ওকে আরো অসহায় করে তোলে। ও চোখ বুঁজে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে।

কিছু সময় পর অজানা, অচেনা দেশে নিজের ডাক নাম শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে জামালকে দেখতে পায়। ওকে দেখে রেবেকার অস্থির মন সুস্থির হয়ে উঠে। ভয় কিছুটা কমে আসে।

মাইলের পর মাইল তীব্রবেগে ছুটে চলছে ওদের গাড়ি। গাড়ির ভেতর কলবল কথা বলছে জামাল। রেবেকার মনের মধ্যে এক অদ্ভুৎ দোলাচল, আনন্দ-বেদনার এক মিশ্র মেলবন্ধন। প্রিয় মানুষটির সান্নিধ্যে অজানা এক আনন্দে মন যেমন দোল খাচ্ছে, তেমনি ফেলে আসা দেশ, পরিবারের জন্য মনটা বিষন্ন হয়ে উঠছে। দুঃখ ও আনন্দ যেন সমভাবে বইছে ওর মনের অরণ্যে।

বাইরে হাল্কা তুষারপাত, জীবনে প্রথম বরফ দেখছে রেবেকা। নাতিশীতোষ্ণ দেশের মানুষ রেবেকা শীতে জমে যায়। গাড়ীর কাঁচের জানালা হতে বিঃধ্বস্ত প্রকৃতির দিকে ও অপলক চেয়ে থাকে। দেশ হতে হাজার হাজার মাইল দূরের শহরের এ হাড় কাঁপানো শীতে ওর ইচ্ছে করছে মায়ের সঙ্গে কাঠের পিঁড়িতে বসে মাটির উনুনের আঁচ নিতে। নিউইয়র্ক শহরের পিচঢালা ছাইরঙা রাস্তার উপর পড়ে থাকা শুভ্র তুষার ওকে মনে করিয়ে দেয় দেশের শিউলি ঝরা আঙিনার কথা। আকাশ থেকে কিশোরীর মত হেলেদুলে পড়া তুষারকে মনে হয় টুপটাপ শিউলি ঝরছে। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে শিউলি তলা হতে আঁজলা ভরে ফুল কুড়িয়ে এনে সুঁই, সুতা দিয়ে মালা গেঁথে রেবেকা দাদার গলায় পরিয়ে দিতো। উদ্দেশ্যে ছিল উপঢৌকন হিসেবে দাদার কাছ হতে টাকা পাওয়া। অতঃপর, সে টাকা দিয়ে চালতার আচার, আইসক্রিম, কটকটি, লজেন্স, চানাচুর খাওয়া। দাদার দেয়া পাঁচ টাকা দিয়ে সকাল হতে বিকেল অবধি খেয়েও সে টাকা শেষ হতো না। দিনশেষে কিছু আধুলি থেকে যেত, যেগুলো গিয়ে জমা হতো মাটির ব্যাংকে।

পাখীর চেয়েও মানুষ বড় পরিযায়ী, স্মৃতি বুকে নিয়ে উড়ে উড়ে বেড়ায় বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে। ভাবনার কোন স্বরলিপি নেই। রেবেকার মনে হয়, স্মৃতিভর্তি একটা হিলিয়াম বেলুনে ভর করে এ ভিনদেশে ও উড়ছে তো উড়ছে।



পৃথিবীর রাজধানী খ্যাত আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর দেখতে বইএর পাতায় দেখা ছবির মত, এমনটাই শুনেছে রেবেকা। গন্তব্যে পৌঁছে আট তলা বিল্ডিং এর এলিভেটরে উঠতেই একটা বিশ্রী গন্ধ লাগে নাকে। গত বছর খানেক ধরে শোনা কিংবা ভাবনার নিউইয়র্কের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পাচ্ছে না। ঘরে ঢুকতেই সাদা দেয়ালের স্যাতস্যেঁতে গাঢ় দাগে চোখ আটকে যায়। পা বাড়াতেই দাগের নিচে রাখা নীল রঙের গামলায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়ায়। গতরাতে কী বৃষ্টি হয়েছিল এ শহরে? গামলায় কীসের পানি? বৃষ্টি না-কি তুষারগলা পানি? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মানুষ জামাল তখনো লাগেজ নিয়ে উঠে আসে নি ঘরে। ঘরে ও একাকী হাঁটছে। একাকী ঘরে হাঁটছে আর মনে হচ্ছে ও খেজুর পাতার ঝুপড়ি কিংবা বাঁশের ছাউনি দেয়া কোন একটা ঘরে এসে ঢুকেছে। দেয়ালে, ছাদে পানি পড়ার গাঢ় কালো দাগ দেখে ওর এসবই মনে হচ্ছে। কাঠের ফ্লোরে হাঁটার সময় গটগট শব্দ হচ্ছে দেখে ও পা টিপে টিপে হাঁটছে। দরজা-জানালা বন্ধ ঘরে ওর হাসফাঁস লাগছে। জানালা খুলে দিতেই ঠান্ডা হু হু বাতাসে আবার বন্ধ করে দেয়। ক্ষুধায় পেট চো চো করছে। জগতে সভ্যতার চেয়ে ক্ষুধার বয়স বেশি। ও রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। জং ধরা গ্যাসের চুলার উপর দুটো হাঁড়ি। একটার ঢাকনা তুলতেই ইয়া বড় মুরগীর সাদা ঠ্যাং দেখতেই ওর ক্ষুধা উবে যায়। ফ্রিজ খুলতেই কী সব খাবারের ঘ্রাণে মাথা দপদপ করে উঠে। প্লেনের মতো ওর পেট গুলাতে থাকে। ক্ষুধাবোধ ভুলে তখন দু-চোখ বুঁজে ওর ঘুম পায়। লাগেজ নিয়ে ততক্ষণে জামাল বাসায় এসেই তাড়া দিল, পাশের বাসায় দুপুরের খাবার খেতে তৈরি হতে। ওর কথা শুনে রেবেকার চক্ষু চড়ক গাছ। ক্লান্তিতে ওর শরীর অবশ হয়ে আসছে আর জামাল বলছে অন্য বাসায় দাওয়াত খেতে যেতে। কিছু বলতে গিয়েও সংকোচে ও থেমে যায়। হাসিমুখে জামালের পিছে পিছে পাশের বাসায় গিয়ে খেতে বসে। নিচের দিকে তাকিয়ে জামাল পূর্ণ মনোযোগে গোগ্রাসে খাচ্ছে। খাওয়া দেখে বুঝা যায় ওর খুব ক্ষুধা পেয়েছে। সকলে খাচ্ছে আর রেবেকা সকলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে ভাবছে মায়ের কথা। ইচ্ছে করছে মায়ের হাতে মুসুরের ডাল, গরম ভাত সঙ্গে বাতাবি লেবু দিয়ে পেট ভরে খেতে। ইচ্ছেটাকে দূরে তাড়িয়ে সকলের সঙ্গে ও পানি দিয়ে কোনমতে অতি কষ্টে খাবার গিলতে থাকে। অন্যরা কোক খাচ্ছে, কিন্তু কোক তো দূরের কথা পানিটাও ওর কাছে বিস্বাদ লাগছে। সকলের অগোচরে কায়দা করে কিছু অশ্রু ও গিলে ফেলে বাকিটা মুছে নেয়। খাওয়া শেষে কিছু সময় গল্প করে ওরা বাসায় ফিরে আসে।

বাসায় এসে জামাল শরীরে শীতের কাপড় জড়াতে জড়াতে রেবেকাকে বলল, তুমি অনেক ক্লান্ত, বিশ্রাম নাও। আমি একটু জরুরি কাজে বাইরে যাব আর চলে আসব। জামাল চলে যাওয়ার পর ও চোখ বন্ধ করে বি-ছানায় গা এলিয়ে দেয়। নতুন জায়গায় ঘুমানোর চেষ্টা করেও ঘুম আসে না। এর আগে কোনদিন ও ঘরে একা থাকে নি, ঘুমায় নি। ওর কেমন শূন্য শূন্য লাগছে। ভাবছে, কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ও কেমন একা হয়ে গেলো, স্বাবলম্বী হয়ে উঠলো। অথচ, কয়েক দিন আগেও একা ঘরে থাকতে ও ভয় পেতো। ঘুমানোর সময় মা কিংবা বোনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতো।

খুঁজে খুঁজে নতুন ঘরের সবকটি লাইট জ্বালিয়ে দেয় রেবেকা। ঘরের দেয়ালগুলো শূন্য দেখে মেঝের উপর রাখা সুটকেস খুলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দাদা জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন শাহের ছবিটি দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়। এ ছবিটি ওর বাবার খুব প্রিয়। এ দূর্লভ ছবিটি রেবেকার বাবা আসার সময় মেয়েকে দিয়েছে। মায়ের হাতে বোনা নকশিকাঁথাটি বিছানায় রেখে কিছু সময় মায়ার টানে অপলক তাকিয়ে থাকে। নকশিকাঁথায় মা সুঁই- সুতায় বাংলা অক্ষরে ফুটিয়ে তুলেছেন- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' পাশে এঁকে দিয়েছেন রেবেকার প্রিয় দোয়েলের ছবি। পরম আদরে ও মায়ের সৃষ্টির উপর হাত বুলিয়ে দেয়। দেশ ছেড়ে ভিনদেশে আসা তাঁর সন্তান যেন বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি হতে দূরে সরে না যায় সেজন্য মায়ের এ প্রয়াস। গীতবিতান সহ বাবা আর তমালের দেয়া গল্প-কবিতার বইগুলো লাগেজ থেকে নামিয়ে বি-ছানার পাশে ফ্লোরে রেখে দেয়। গিটারটা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে কিছু সময়। জামাল তখনো ফিরে নি। দিনের আলো অন্ধকারের বুকে হারিয়েছে বেশ আগে।

দেয়ালে ঝুলানো নতুন ছবি, মাথার পাশে নতুন সব বই, বিছানায় নকশিকাঁথা দেখে ওর বর খুব খুশি হবে ভেবে মনে মনে পুলকিত হয়। শীত অনুভূত হওয়ায় বড় বোনের দেয়া উপহার প্রিয় লাল রঙের কাশ্মীরি শালটা গায়ে জড়িয়ে কিছু সময় আয়নায় নিজেকে দেখে।

দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দে রেবেকার অপেক্ষার অবসান ঘটে। ঘরে প্রবেশ করে হাসিমুখে জামাল জ্যাকেট খুলে দরজার পেছনে হুকে ঝুলিয়ে রাখে। দেরি করার জন্য সরি বলে রেবেকাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। ঘরের সব আলো নিভিয়ে দেয়। জামালের লাভা স্রোতে ও ডানাভাঙা চড়ুইয়ের মত তিরতির কাঁপতে থাকে। মিলন অধ্যায় শেষে জামাল বলল, 'তুমি খুব ক্লান্ত, অনেক ধকল গেছে দীর্ঘ বিমান পথে, ঘুমিয়ে পড়ো।'

রেবেকার ঘুম আসে না জ্যাট লেগের কারণে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ইচ্ছে করছে জামালকে ঘুম হতে জাগিয়ে বলতে, এসো তোমাকে গীটার বাজিয়ে গান শোনাই। মাঝরাতে এমন আব্দার অপ্রাসঙ্গিক ভেবে ও চুপচাপ শুয়ে থাকে, ঘুমানোর চেষ্টা করে।

ভোরবেলা জামালের কোলাহলে ওর ঘুম ভাঙে। আচমকা ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে ও হাঁফাতে থাকে।

- কী হয়েছে?
- দেয়ালে এটা কী ঝুলিয়েছ?
- ছবি।
- তুমি জানো না ঘরের দেয়ালে প্রাণের ছবি থাকলে নামাজ হয় না, ফেরেশতা আসে না। এখনই এটা নামাও।

রাতে খেয়াল করি নি নকশিকাঁথায় যে দোয়েলের ছবি আছে, ওটাও সরাও বিছানা থেকে।

- ওটা কি?
- গীটার
- ও বাজনা? এসব ফালতু অভ্যাস ছাড়ো। এসব ঘরে থাকলে ইবাদত কবুল হয় না।

ধর্মীয় কোন বই না এনে এসব কী বই এনেছ? এগুলো আমার চোখের সামনে থেকে সরাও।

জামালের কথাগুলো শুনে রেবেকা যেন পাথর হয়ে গেছে। ওর পা চলছে না। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু সময় পর দাঁড়ানো হতে ও মেঝেতে বসে পড়ে। কাঁদতে পারাটা একটা আশীর্বাদ। ওর কান্না পাচ্ছে না শুধু চোখ জ্বলছে আর বুকের ভেতর তীব্র একটা চাপ অনুভব করছে, যেন মরেই যাচ্ছে।

জামাল চা খাবে। ও রান্নাঘরে যায়। বুকের আগুন না কি হেঁসেলের আগুন, কোন আগুন ওর সর্বাঙ্গে জ্বলছে? রেবেকা ঠিক বুঝতে পারে না।

নাশতা সেরে জামাল বেরিয়ে গেলে ওর বলা প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য, রেবেকার বুকের জমিনে আরো তীব্র গতিতে তলোয়ারের ফলার মত বিঁধতে থাকে। ওর মনে দাউদাউ করে জ্বলা আগুন থেমে থেমে আরো বেশি শক্তি নিয়ে জ্বলে উঠে। ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছে। বেঁচে থাকার সকল সৌন্দর্য ফিকে হয়ে এসছে। মন খারাপ হলে ও ডায়েরি লেখে, নয়ত পুকুরের জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। এ যন্ত্র শহরে পুকুর নেই। একবুক বেদনা নিয়ে এলোমেলো রেবেকা কাতরাতে কাতরাতে বাবা-মাকে চিঠি লিখতে বসে।

প্রিয় বাবা-মা,

আমি যে জীবনটাতে বাঁচতে চেয়েছি, যে জীবনটা যাপন করতে চেয়েছি, তোমরা তা হতে দাও নি। জীবনের সমস্ত ভালোলাগা, পছন্দ, ইচ্ছেগুলোকে বিসর্জন দিয়ে তোমাদের পছন্দ করা আমেরিকান সিটিজেন স্বামীর জীবনে আমি ঢুকে পড়েছি। নিজেকে আর রক্ত মাংসের মানুষ মনে হয় না, মনে হয় যন্ত্র। অন্য কারো ইচ্ছায় আমি চলছি। তোমাদের স্বপ্ন পূরণে আমি ভুল জীবনে ঢুকে পড়েছি। আর কোন পাখী ডাকা ভোরে উঠে তোমাদের মেয়ে রেওয়াজ করবে না, গল্প-কবিতা পড়বে না, দেশাত্মবোধক গান শুনবে না, আকাশ দেখবে না, ফুল কুঁড়িয়ে মালা গাঁথবে না, প্রজাপতির মত সবুজের বুকে উড়বে না। তোমরা খুশি তো? নক্ষত্র মরে গেলে কৃষ্ণগহ্বর হয়। কৃষগহ্বরে আলো ঢোকে, কিন্তু বের হতে পারে না।

ভালো থেকো তোমরা। শরীর, মনের যত্ন নিও। শরীর, মন খারাপ হলে গোটা পৃথিবীটাকে যে ধূসর লাগে। গত কয়েকদিনে এ আমি বুঝে গেছি। তোমরা আনন্দে বেঁচো, এ প্রার্থনা করি। আর হ্যাঁ, কেমন আছি? কখনো জানতে চেও না। মিথ্যা বলা, মুখোশ পরা, কিংবা চালাকি করা তো কখনো শেখাও নি।

ইতি, তোমাদের কৃষ্ণগহ্বর কন্যা।

পোষ্টঅপিস কোথায়? এ শহরে রেবেকা যে কিছুই চেনে না। চিঠিটি শেষ করে ডাকবাক্সে না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। অসহায় মানুষের বুক ভরে শ্বাস নেয়ার উত্তম স্থান জানালা। রেবেকা জানালার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। জানালার কাঁচের ভেতর হতে বাইরে তাকিয়ে দেখে, আলোকিত সূর্যটাকে মেঘ ঢেকে রেখেছে।##



ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ আত্মসাতে চাপ

বরাদ্দ তহবিলের ৬০ শতাংশ চায় তিন বিনিয়োগকারী

বিএসইসি বলছে আইনের ব্যত্যয় ঘটলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

ঢাকা ডেস্ক: শেয়ারবাজারে বহুল সমালোচিত চার ব্রোকারেজ হাউজের ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। 'বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিল' থেকে দেওয়া এ অর্থ ১০ হাজার বিনিয়োগকারীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। এতে বিনিয়োগকারীরা তাদের পাওনা টাকার ১০ থেকে ১২ শতাংশ পাবেন। কিন্তু তহবিলের ১৫ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দকৃত অর্থের ৬০ শতাংশই মাত্র ৩ বিনিয়োগকারী নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তাদের টাকা দিতে প্রভাবশালী বিভিন্ন মহল থেকে কমিটিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৯ জুলাই যুগান্তরে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর উদ্যোগটি নেয় শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অর্থ বণ্টনের ব্যাপারে বিএসইসির একটি নির্দেশনা আছে। সেই নির্দেশনার বাইরে যাওয়া কোনোভাবেই যৌক্তিক না। বিষয়টি নিয়ে বাজারসংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তারা বলছেন, এ অর্থ সুষ্ঠু বণ্টন না হলে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। বিষয়টি এ মুহূর্তে বাজারের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি করবে। ফলে এ ব্যাপারে বিএসইসির ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে বিএসইসি বলছে, এ ব্যাপারে গাইডলাইনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

জানতে চাইলে বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক মো. রেজাউল করিম বলেন, দু-একটি ব্রোকারেজ হাউজ বেআইনি কার্যক্রম পরিচালনার কারণে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। এ ক্ষতিপূরণের টাকা কীভাবে দিতে হবে, সে ব্যাপারে বিএসইসির একটি গাইডলাইন দেওয়া আছে। এ গাইডলাইন অনুসারেই স্টক এক্সচেঞ্জকে টাকা দিতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা যায়, শেয়ারবাজারে বহুল সমালোচিত ৪টি ব্রোকারেজ হাউজ জালিয়াতির মাধ্যমে ১০ হাজার বিনিয়োগকারীর ২৬৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এর মধ্যে তামহা সিকিউরিটিজ ৫১ কোটি ৩০ লাখ, ক্রেস্ট ৬২ কোটি ৯৮ লাখ, বানকো সিকিউরিটিজ ১৩৬ কোটি ৮৪ লাখ এবং শাহ মোহাম্মদ সগীর সিকিউরিটিজ ১৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এদিকে বিনিয়োগকারীদের টাকা হাতিয়ে ব্রোকারেজ হাউজগুলোর পক্ষ থেকে টাকা ফেরত দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেই। দুর্নীতি চিহ্নিত হওয়ার পর ওই সময়ে বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছিলেন বানকো সিকিউরিটিজের চেয়ারম্যানে আবদুল মুহিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত হাউজটির পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেই। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মোবাইল ফোনে কল ঢুকলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি। একইভাবে বিনিয়োগকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তামহা সিকিউরিটিজের এমডি ডা. হারুনুর রশীদ। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাকে কল করা হলে একজন নারী রিসিভ করেন। যুগান্তরের পরিচয় দেওয়ার পর রং নম্বর বলে সংযোগ কেটে দেন। কথা বলার জন্য বাকি দুই প্রতিষ্ঠানের কাউকে পাওয়া যায়নি।

এ অবস্থায় হাউজগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিল থেকে সামান্য কিছুটা ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের এ সুরক্ষা তহবিল নিয়ে চলতি বছরের ৯ জুলাই রিপোর্ট প্রকাশ করে যুগান্তর। এরপরই বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে। যুগান্তরে প্রতিবেদন প্রকাশের পর নানা নাটকীয়তা শেষে ২৬ কোটি টাকার হদিস মিলেছে। সেখান থেকে ২৫ কোটি টাকা ১০ হাজার বিনিয়োগকারীকে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির অনুপাত অনুসারে ১০ থেকে ১২ শতাংশ প্রাথমিকভাবে দেওয়া হবে। এতে একজন বিনিয়োগকারী ১ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পেতে পারেন। কিন্তু এটি মানতে নারাজ বড় তিন বিনিয়োগকারী। তারা ১৫ কোটি টাকা নিয়ে যেতে চান। এক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করছেন। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, যারা এ টাকা পাবেন, তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ তদবিরের জন্য প্রভাবশালীদের দিতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ ব্যাপারে রহস্যজনক কারণে নীরব রয়েছে কমিশন।

জানতে চাইলে বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. আবদুস সামাদ বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বলেন, কমিশন থেকে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের টাকা দিতে বলা হয়েছিল। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে টাকা বণ্টন করা আমাদের জন্য কঠিন। এরপর ডিএসইকে তহবিল হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে তাদের টাকা দিয়ে দিয়েছি।



বিশ্বজুড়ে শ্রমিক অধিকারে হুমকি, ভীতি প্রদর্শন করলে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

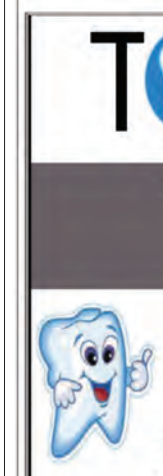
ঢাকা ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, শ্রমিক অধিকারের পক্ষের কর্মী, শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে যে বা যারা হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে তাদেরকে জবাবদিহিতায় নেবে যুক্তরাষ্ট্র। এ জন্য তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও ভিসা নিষেধাজ্ঞার মতো ব্যবস্থা নেয়া হবে। বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে সরকারের ওয়েবসাইটে। একই দিনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও বিশ্বজুড়ে শ্রমিক অধিকারের পক্ষে ঐতিহাসিক এক ঘোষণা দিয়েছেন। এতে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে জোরালো ভূমিকার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

এ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা ও সম্মানের সঙ্গে অনুমোদন দিতে সরকারসমূহ, শ্রমিক ও ওয়ার্কারদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখবো। এর অর্থ হলো আমাদের সব রাষ্ট্রদূত, বিশ্বজুড়ে দূতাবাসগুলো যারা পরিচালনা করছেন তারা ওয়ার্কার এবং ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে কাজ করবেন, যাতে তাদের কণ্ঠের প্রতিফলন ঘটে। তিনি আরও বলেন, এসব ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশি গার্মেন্ট শ্রমিক ও অধিকারকর্মী কল্পনা আক্তারের মতো মানুষদের চাই। তিনি বেঁচে আছেন কারণ তার পক্ষে কথা বলেছে মার্কিন দূতাবাস। যখন আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরকে, আমাদের এডভোকেসিকে ব্যবহার করি, তখন যারা শ্রম অধিকার নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের সুরক্ষিত ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমাদের উদ্যোগ বড় ব্যবধান তৈরি করতে পারে।

ওদিকে হোয়াইট হাউস থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার প্রথমবার প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডামে স্বাক্ষর করেছেন। তাতে বিশ্বজুড়ে শ্রমিক অধিকারের প্রতি তার প্রশাসনের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে।

এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এবং এজেন্সিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, ওয়ার্কার্স এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো হলো গণতন্ত্রের মূল রক্ষক। ইতিহাসজুড়ে বর্ণবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কমিউনিস্ট পোল্যান্ড, ব্রাজিলের সামরিক শাসন এবং মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থানে গণতন্ত্রপন্থি গণআন্দোলনের মূলে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলো। শ্রমিক অধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন তাদের অধিকার এবং নাগরিক সমাজের জায়গা তৈরিতে এবং শ্রমিকদের কথা শোনার বিষয়ে সহায়ক হবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.







বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445





গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮



নিউইয়র্কে বাড়ী ভাড়া না দেওয়ায় মালিক কর্তৃক ৩ ভাড়াটিয়া খুন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): দুই সপ্তাহ আগে নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে বাড়ীর ভাড়া নেওয়ার কারণে ভাড়াটিয়াকে উঠিয়ে দিতে বাড়ীর মালিক কর্তৃক নিজ বাড়ীতে অগ্নি সংযোগের ঘটনার পর এবার বাড়ীর ভাড়া না দেওয়ার কারণে বাড়ীর মালিক কর্তৃক ৩জন ভারাটিয়াকে ছুরিকাঘাতে হত্যার করা হয়েছে। সিটির কুইন্স বরোর সেন্ট অ্যালাবানসের মিলবার্ন এলাকায় মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) সকাল সোয়া ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

পুলিশ জানিয়েছে, চলমান ভাড়া বিবাদের জের ধরে নিউ-ইয়র্ক সিটির কুইন্সে ৩ জন ভাড়াটেকে ছুরিকাঘাতে হত্যার সন্দেহে ৫৪ বছর বয়সী বাড়িওয়ালাকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বাড়ির ভিতরে তার ভাড়াটেদের হত্যা করেছে বলে মনে হচ্ছে। নিহতদের মধ্যে দুই নারী ও একজন পুরুষ রয়েছে। দৃশ্যত ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ আরো জানায়, নিহতদের মধ্যে একজন মহিলাকে বাড়ীর দ্বিতীয় তলায় এবং অন্য দুই ভুক্তভোগীকে একটি বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টের বেডরুমে পাওয়া গেছে। ৫১ বছর বয়সী এক নারীকে তার বিছানায় মুখ থুবড়ে অবস্থায় পাওয়া যায়। নিহতদের ঘুমের মধ্যে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে ঐ বাড়ীতে কেবল প্রাপ্তবয়স্করা ছিল এবং কোনও শিশু ছিল না।

এনওয়াইপিডি'র সহকারী প্রধান কেভিন উইলিয়ামস জানান, মঙ্গলবার সকালে বাড়িওয়ালা নিজেই স্থানীয় ১১৩ তম প্রিসেন্টে হেঁটে যায় এবং পুলিশ অফিসারদের কাছে বলেছিল যে, তার ভাড়াটেদের সাথে তার সমস্যা হচ্ছে। পরবর্তীতে তাকে আটক করা হয়। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ ভাড়ীর মালিকের নাম প্রকাশ করেনি। এই হত্যাকান্ডের তদন্ত চলছে।



SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ/ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিতে তৎপরতা

ইসির নির্দেশনা জারি চিঠি ও পরিপত্রে

*ইসির অনুমোদন ছাড়া প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি না করতে নির্দেশ : চেয়ারম্যান-মেয়রদের পদত্যাগ করে নির্বাচন করতে হবে * প্রতিটি আসনের জন্য পৃথক নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি গঠন * নির্বাচনিসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চিঠি * সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিজ খরচে আগাম নির্বাচনিসামগ্রী অপসারণ * নির্বাচনে একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ খরচ ২৫ লাখ টাকা * জোটের প্রতীকে নির্বাচনের আবেদন সময় শেষ কাল*



ঢাকা ডেস্ক: তফশিল ঘোষণার পর এবার ভোটগ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ নির্বিঘ্ন করতে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার তিনটি চিঠি ও দুটি পরিপত্র এবং একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। ছয় চিঠি, পরিপত্র ও নোটিশে দেওয়া হয়েছে নানা নির্দেশনা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক দল, রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মহলে এসব নির্দেশনা পাঠানো হয়। এবার প্রথমবারের মতো তিনশ আসনের জন্য পৃথক নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে ইসি। এসব কমিটি নির্বাচনি অপরাধ ও আচরণ-বিধি লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করবে। ইসির অনুমোদন ছাড়া প্রশাসন ও পুলিশের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা বদলি না করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে সম্ভাব্য প্রার্থীরা আগাম প্রচারসামগ্রী সাঁটিয়েছেন সেগুলো অপসারণের উদ্যোগ নিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মাঠপর্যায়ে পাঠানো নির্বাচনিসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসির কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে। ইসি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭ ডিসেম্বর। প্রচার শুরু ১৮ ডিসেম্বর। আর ভোটগ্রহণ ৭ জানুয়ারি। তফশিল ঘোষণার পরই বুধবার রাতেই রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে কমিশন। বৃহস্পতিবার রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করা ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশনা দিয়ে পরিপত্র জারি করেছে। ওই পরিপত্রেই পুলিশ ও প্রশাসনের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিন পর্যন্ত বদলির বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং তাদের অধীন কর্মকর্তাদের বদলির বিষয়টি এর আওতায় পড়বে।

এ বিষয়ে ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ কমিশনারসহ তাদের অধস্তনদের বদলির ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে। তিনি বলেন, সুতরাং প্রশাসন ও পুলিশ কমিশনের আওতায় চলে আসবে, অধীনে চলে আসবে আইনে এভাবে বলা নেই। বলা আছে তাদের বদলি করতে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে।

পদত্যাগ করতে হবে চেয়ারম্যান ও মেয়রদের : ইসি সূত্র জানায়, লাভজনক পদে যারা আছেন তারা প্রার্থী হতে হলে স্বপদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। অর্থাৎ উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়ররা নির্বাচন করতে চাইলে তাদের পদত্যাগ করতে হবে। নির্বাচনে অনেক স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি সংসদ-সদস্য পদে প্রার্থী হয়ে থাকেন। তাদের পদত্যাগ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। এবার মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই কার্যক্রমে এসব জটিলতা যাতে না হয় সেজন্য স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিরা কার কাছে পদত্যাগ করবেন তা স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) ইসি সচিব বলেন, স্থানীয় সরকারের মেয়র চেয়ারম্যান কার কাছে পদত্যাগ করবেন সেটা আইনে বলা আছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এটা সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেবে।

নিজ খরচে প্রচারসামগ্রী অপসারণের নির্দেশ: স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবকে দেওয়া চিঠিতে নির্বাচনের আগাম প্রচারসামগ্রী অপসারণে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য প্রার্থীদের পোস্টার, ব্যানার, দেওয়াল লিখন, বিলবোর্ড, গেট, তোরণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রচারসামগ্রী অপসারণের নির্দেশনা দিয়েছে কমিশন। সম্ভাব্য প্রার্থীদের কারও এসব প্রচারসামগ্রী থাকলে তাকে নিজ খরচে তা অপসারণ করতে বলা হয়েছে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভাসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

তিনশ আসনে অনুসন্ধান কমিটি : সংসদ নির্বাচনের অপরাধ তদন্ত করে আমলে নেওয়ার জন্য ৩০০টি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। কমিটি ভোটের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা পর্যন্ত তারা দায়িত্ব পালন করবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আইন মন্ত্রণালয়ে নির্দেশনা দিয়েছে ইসি।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিবকে পাঠানো ইসির নির্দেশনায় নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৩০০টি সংসদীয় আসনে একজন যুগ্ম জেলা জজ বা প্রয়োজনবোধে সিনিয়র সহকারী জজ বিশিষ্ট ৩০০টি নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

জোটের প্রতীকে নির্বাচন : নির্বাচনে জোটের প্রতীকে নির্বাচন করতে চাইলে আগামীকাল শনিবারের মধ্যে ইসির কাছে আবেদন করতে অনুরোধ জানিয়েছে ইসি। গতকাল এক নোটিশে এ অনুরোধ জানানো হয়। এতে বলা হয়, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক একাধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল মিলে নির্বাচনি জোট গঠন করা হলে, এ জোটের যে কোনো একটি দলের প্রতীক জোটভুক্ত দলগুলোর প্রার্থীদের বরাদ্দ করা যাবে। এরূপ প্রতীক পেতে হলে জোটকে নির্বাচনি তফশিল ঘোষণার পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর দরখাস্ত দাখিলের বিধান রয়েছে।

ভোটার প্রতি ১০ টাকা ব্যয় করতে পারবেন প্রার্থীরা : এ নির্বাচনে ভোটার প্রতি প্রার্থীর ব্যয় ১০ টাকা নির্ধারণ করেছে ইসি। একটি আসনে মোট ২৫ লাখ টাকার বেশি টাকা খরচ করতে পারবেন না প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার ইসির ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়-নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় ভোটারপ্রতি নির্বাচনি ব্যয় ১০ টাকা নির্ধারণ করেছে। এ নির্বাচনি এলাকার ব্যয় সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকার বেশি হবে না বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

নির্বাচনসামগ্রীর নিরাপত্তা : ইসি সূত্র জানায়, নির্বাচনে ভোটগ্রহণের জন্য ব্যালট বাক্স, অফিশিয়াল সিল, ব্যাগ, গালাসহ ১২ ধরনের মালামাল জেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে। ওইসব নির্বাচনিসামগ্রী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ট্রেজারি শাখায় সংরক্ষণ করতে আগেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল আবারও চিঠি দিয়ে ওইসব সামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কমিশনকে নির্দিষ্ট প্রতিবেদনে নিরাপত্তার বিষয়টি অবহিত করতে গতকাল চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লোহাল, চালান, টিটি বুকনী ও রাজা মোড়গ, বাজি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ড্রজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বাংলাদেশের বাইরে সফরে গেছেন পিটার হাস

ঢাকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বাংলাদেশের বাইরে সফরে গেছেন বলে জানা গেছে। তবে ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাস তার সফরের বিষয়টি গোপন রেখেছে। ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য বলেছে, কূটনৈতিক প্রটোকল অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রদূত বাইরে গেলে স্বাগতিক দেশকে জানিয়ে যান।



পিটার হাস বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে গেছেন। এদিকে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে, বিদেশি পর্যবেক্ষকরা শিগগিরই বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি এক্সপার্ট মিশন শিগগিরই বাংলাদেশে আসছে। এছাড়া কমনওয়েলথের নির্বাচন পূর্ব অ্যাসেসমেন্ট মিশন ১৮-২২ নভেম্বর ঢাকায় অবস্থান করবে। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন। তিনি বলেন, 'নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চার সদস্যের এক্সপার্ট মিশন কিছু দিনের মধ্যে বাংলাদেশে আসবে। নির্বাচন কমিশনে আরও কিছু আগ্রহী পর্যবেক্ষক দল আবেদন করেছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এ সম্পর্কিত কোনো তালিকা নেই। তালিকা পেলে পরে জানানো হবে।'

জাতীয় নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোনো দেশ বা সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়নি বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানান এ মুখপাত্র। ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের ভাষ্যমতে, ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য জানতে চাইলে সাবরীন বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের টু প্লাস টু সংলাপের ধারণাগত সূত্রপাত ২০১৭ সালে। পরে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো এ সংলাপ হয় ভারতের নয়াদিল্লিতে। টু প্লাস টু সংলাপটি মূলত ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী আলোচনার একটি প্ল্যাটফরম হিসাবে পরিচিত।

মুখপাত্র বলেন, 'ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ওই সংলাপে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে বৃহত্তর বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নানা দিক উঠে আসা স্বাভাবিক। আলোচনার বিষয় কী হবে তা দুই দেশের নিজস্ব ব্যাপার।'

রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের অবস্থান নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবগত। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্যটা পাবলিকলি জানাবে না। একজন রাষ্ট্রদূত কোথায় গেছেন কতদিনের জন্য যাচ্ছেন, এটা কিন্তু অফিশিয়ালি জানাতে হয়। এটা পাবলিকলি জানানোর কথা নয়।'

বিদেশি দূতদের অবস্থান বিষয়ে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেহেলী সাবরীন বলেন, বাংলাদেশে যারা বিদেশি মিশন প্রধান বা রাষ্ট্রদূত আছেন, তারা যখন স্টেশন লিভ করেন তারা আমাদের প্রটোকলকে কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে যান। একইভাবে আমাদের রাষ্ট্রদূতরা যখন লিভ করেন হেডকোয়ার্টারকে জানাতে হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এবং ওখানকার সরকারকে কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে আসতে হয়। এছাড়া তার অবর্তমানে যাকে দায়িত্বে দেওয়া হয় তার নামটা প্রকাশ করতে হয়। এটা একটা কূটনৈতিক প্রক্রিয়া। ঢাকার হযরত শাহজালাল (রহ.) বিমানবন্দরের একটি সূত্র জানায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সস্ত্রীক শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোর উদ্দেশে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা ছেড়ে যান।

দুই প্রেসিডেন্টের বৈঠক

সামরিক যোগাযোগ আবারও চালু করবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উচ্চপর্যায়ের সামরিক যোগাযোগ আবার চালু করতে রাজি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। বুধবার (১৫ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা এপেকের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বৈঠকে তারা এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এদিকে চার ঘণ্টার বৈঠকের পর ক্যালিফোর্নিয়ায় একক সংবাদ সম্মেলনে ওই বৈঠককে গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছেন জো বাইডেন।

এক বছরের মধ্যে এই প্রথম দুই প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বৈঠককে সবচেয়ে গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ হিসাবে উল্লেখ করেন বাইডেন। তিনি বলেন, বৈঠকে তারা সবকিছুতে একমত হননি। তবে শির সঙ্গে তার পুরো আলোচনা ছিল বেশ খোলামেলা। এ বৈঠকে জিনজিয়াং, তিব্বত ও হংকংয়ে চীনের 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের' বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছেন বাইডেন। চীনে আটক মার্কিন নাগরিকদের বিষয়ও বাইডেন বৈঠকে উত্থাপন করেছেন।

এ বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কোনো চুক্তি না হলেও তাদের মুক্তির আশা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তাইওয়ানের বিষয়ে মার্কিন নীতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন বাইডেন। সংবাদ সম্মেলনের শেষদিকে বাইডেন এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'দেখুন, আমি তাকে স্বৈরশাসক বলেছি কারণ, তিনি এমন এক ব্যক্তি এবং তিনি এমন একটি কমিউনিস্ট দেশকে শাসন করেন, যার সরকার পদ্ধতি আমাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা।'

মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তাইওয়ান, ইউক্রেন, মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু নিয়েও দুই নেতার মধ্যে কথা হয়েছে। দুই নেতার বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উচ্চপর্যায়ের সামরিক যোগাযোগ আবার চালু করতে রাজি হয়েছে। গত বছর তৎকালীন মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফরের পর থেকে দুদেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। দুই দেশ ভয়াবহ মাদক ফেন্টানাইল উৎপাদন এবং পাচার রোধে পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতেও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দুই দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আরও পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে তারা কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। তারা মিথেন নির্গমন কমিয়ে আনার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দুই দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে তিনগুণ বাড়ানোর বৈশ্বিক প্রচেষ্টার প্রতিও সমর্থন জানিয়েছে। ওদিকে বৈঠকে চীনকে দমন বা আটকানোর পরিকল্পনা না করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট সি। বাইডেনকে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা স্থানচ্যুত করার কোনো পরিকল্পনা চীনের নেই। তাই যুক্তরাষ্ট্রেরও উচিত নয় চীনকে দমন বা আটকানোর পরিকল্পনা করা। উভয় পক্ষেরই পরস্পরের নীতি বোঝা উচিত।



বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক। দ্রুত বৈশ্বিক পরিবর্তনের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্ক নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিগত ৫০ বছরে কখনোই মসৃণ ছিল না। এটি সব সময়ই নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। তবু তা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।'

সিনহুয়া জানিয়েছে, বৈঠকে দুই দেশের প্রেসিডেন্ট পারস্পরিক শ্রদ্ধা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, যোগাযোগ বজায় রাখা ও সংঘাত রোধের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

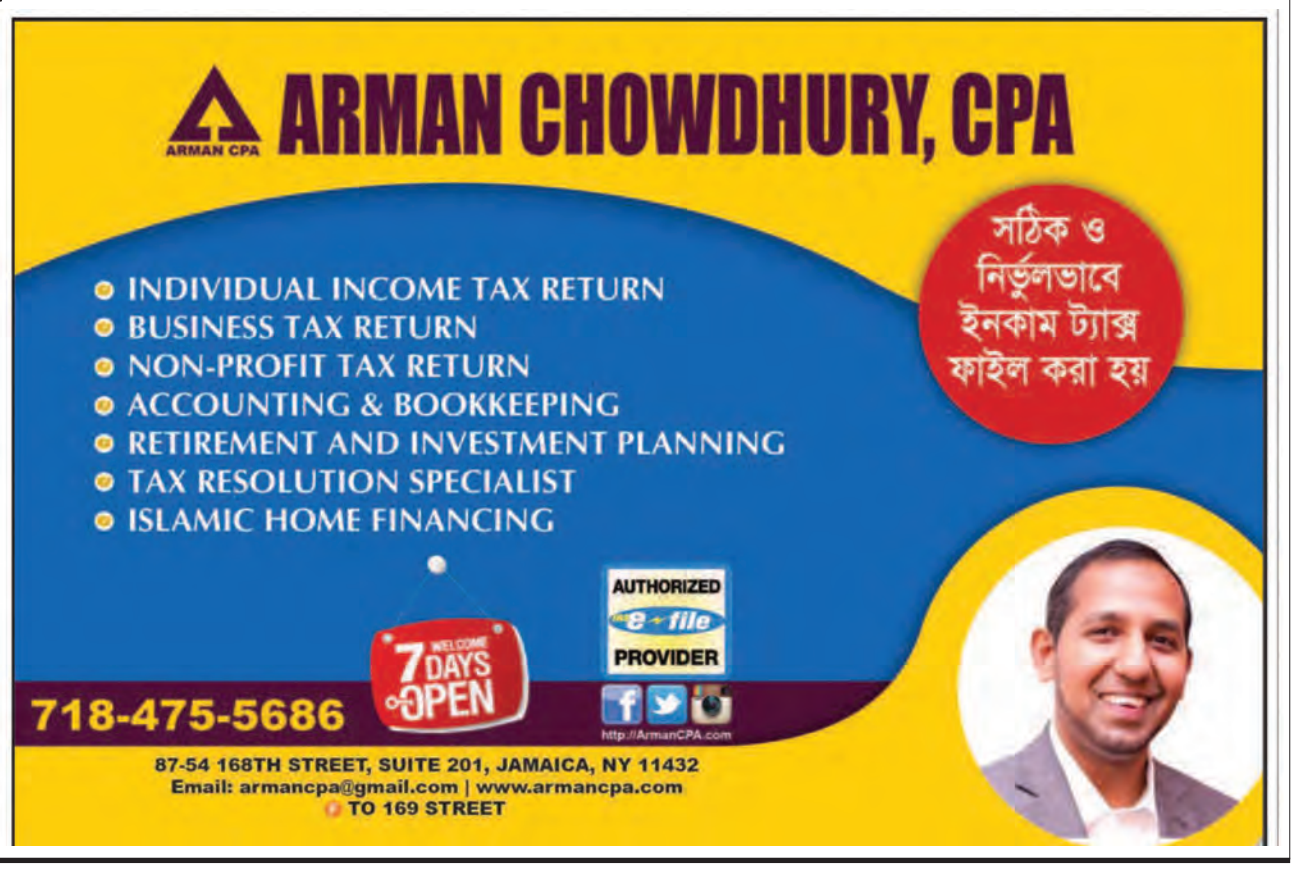
পিটার হাস কোথায় গেছেন, তা সরকার জানে- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকাস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস কোথায় গেছেন, সেটা সরকার জানে। কিন্তু ভিয়েনা কনভেনশনের বাধ্যবাধকতার কারণে তিনি এখন কোথায় কোন অবস্থায় রয়েছেন সেই তথ্য সরকার প্রকাশ করতে পারে না। এ নিয়ে কারও জানার আগ্রহ থাকলে দূতাবাসে যোগাযোগের পরামর্শ দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন।

মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের একাধিক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সেহেলী সাবরিন বলেন, রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ছুটিতে যাওয়ার আগে আমাদের লিখিতভাবে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তার অবর্তমানে কে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন সেটাও জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোথায় গেছেন, কবে ফিরবেন তা সরকার পাবলিক করতে পারে না। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশে যেসব বিদেশি রাষ্ট্রদূত আছেন, তাঁরা যখন স্টেশন ত্যাগ করেন, তা কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানান। এটা তাদের হেডকোয়ার্টারের অনুমতি সাপেক্ষেই হয়। আবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতেরাও যখন ছুটিতে কিংবা দাপ্তরিক কাজে স্টেশন ত্যাগ করেন, তখন একইভাবে ঢাকার অনুমতি নেন এবং হোস্ট কান্ট্রিকে অবহিত করেন। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইনসের নিয়মিত ফ্লাইটে কলম্বোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যান।

৮ দিন ছুটি কাটিয়ে তিনি ঢাকা ফিরবেন বলে নিশ্চিত করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।





সন্তানের যে আমলে মা-বাবার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

(শেষের পাতার পর)

করবে, পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'বলো, হে আমার রব! তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন ।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৪) । সুতরাং মা-বাবার প্রতি অন্যতম শিষ্টাচার হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা । যার সওয়াব তাঁরা কবরে বসেও পেতে থাকেন ।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব বন্ধ হয় না । ১. সদকায়ে জারিয়া (প্রবহমান দান) । ২. এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, ৩. নেক সন্তান, যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে । (আবু দাউদ, হাদিস : ২৮৮০)

মা-বাবার জন্য সন্তানের দোয়ার কারণে পরকালে মা-বাবার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় । আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা উন্নত করেন । তখন সে বলে, হে রব! আমার এটা (মর্যাদা) কিভাবে হলো? আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে । (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১০৬১৮)

দোয়ার পাশাপাশি তাঁদের জন্য দান-সদকা করা উচিত । দান-সদকা করা তাঁদের সঙ্গে শিষ্টাচারের অন্তর্গত । আয়েশা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (সা.)-কে বলেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে । কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর আগে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদকা করে যেতেন । এখন আমি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করলে তিনি এর নেকি পাবেন কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ । (বুখারি, হাদিস : ১৩৮৮)

মহান আল্লাহ প্রতিটি সন্তানকে মৃত মা-বাবার জন্য দোয়া করার তাওফিক দান করুন ।

৩ আসনে নৌকার মনোনয়ন কিনলেন সাকি আল হাসান

(শেষের পাতার পর)

জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় সাকিব আল হাসান । আজ শনিবার ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সাকিব আল হাসানের পক্ষে তাঁর স্বজনরা ঢাকা-১০ আসন, মাগুরা-১ ও ২ আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন ।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রির তালিকা ঘেঁটে মাগুরা-১ ও ২ আসনে সাকিবের নামে মনোনয়ন কেনার তথ্য পাওয়া গেছে । ক্রমিক অনুযায়ী ৭৩ ও ৭৪ নম্বর ফরম কেনা হয়েছে সাকিব আল হাসানের পক্ষে ।

মাগুরা১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুজ্জামান ও মাগুরা২ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার ।

এদিকে সাকিব আল হাসানের পক্ষে ঢাকা-১০ আসনে মনোনয়ন ফরম কেনার বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন ঢাকা বিভাগের মনোনয়ন ফরম বিক্রির জন্য গঠিত কমিটির সদস্য সিদ্দিকী নাজমুল আলম । ঢাকা১০ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ।

ফরম প্রতি নেওয়া হচ্ছে ৫০ হাজার টাকা । ২১ নভেম্বর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মনোনয়ন কেনা ও জমা দেওয়া যাবে ।

মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দিন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ফরম নিয়েছেন ১ হাজার ৬৪ জন । এর মধ্যে ১৪ জন অনলাইনে ফরম সংগ্রহ করেছেন ।

প্রথম দিন ফরম বিক্রি করে দলের আয় হয়েছে ৫ কোটি ৩২ লাখ টাকা ।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, মোট ফরমের মধ্যে ঢাকা বিভাগ থেকে ২১৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ১৯৮ জন, সিলেট বিভাগ থেকে ৫৫ জন, রাজশাহী বিভাগ থেকে ১৬৯ জন, খুলনা বিভাগ থেকে ১২৫ জন, বরিশাল বিভাগ থেকে ৭৫ জন, ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে ১০৫ জন ও রংপুর বিভাগ থেকে ১০৯ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ।

'আমি রাজনীতিতে আসছি না' সাকিবের পুরনো স্ট্যাটাস ভাইরাল

অনলাইন ডেস্ক

১৮ নভেম্বর, ২০২৩ ২০:১৪

শেয়ার

'আমি রাজনীতিতে আসছি না' সাকিবের পুরনো স্ট্যাটাস ভাইরাল

সাকিব আল হাসান । ছবি : সংগৃহীত

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তিনটি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন কেনার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের পুরনো একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে ।

সাকিব তার ওই পোস্টে লিখেছেন, 'আমি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছি না- শাকিব আল হাসান ।'

২০১৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর দেওয়া ওই পোস্টে সাকিব আরো লিখেছেন, 'আমাকে নিজেকে পরিষ্কার করতে দিন, আমি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছি না এবং আমার জীবনে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই । ক্রিকেট টিমের পক্ষ থেকে আমাকে প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ।

সেখানে আমি রাজনীতি নিয়ে একটি শব্দও বলিনি ।'

৫৩৪৫

২০১৩ সালের সাকিব আল হাসানের দেওয়া পোস্ট । সংগৃহীত

সাকিবের ওই স্ট্যাটাসে আমাদের (দেশের) মিডিয়াকে বিশ্বাস না করার অনুরোধ জানান ।

ওই সময় সজীব ওয়াজেদ জয়ের 'রূপকল্প ২০২১, গত পাঁচ বছরের অর্জন, আগামী পাঁচ বছরের অঙ্গীকার' শীর্ষক আলোচনাসভায় যোগ দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান ।

এ নিয়ে সাকিবের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার গুঞ্জন ওঠে । সংবাদ প্রকাশ হয় কিছু গণমাধ্যমেও । এর প্রেক্ষিতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করে নিজের অবস্থান জানিয়েছিলেন সাকিব ।

এদিকে আজ শনিবার ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সাকিব আল হাসানের পক্ষে তাঁর স্বজনরা ঢাকা-১০ আসন, মাগুরা-১ ও ২ আসনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রির তালিকা ঘেঁটে মাগুরা-১ ও ২ আসনে সাকিবের নামে মনোনয়ন কেনার তথ্য পাওয়া গেছে । ক্রমিক অনুযায়ী ৭৩ ও ৭৪ নম্বর ফরম কেনা হয়েছে সাকিব আল হাসানের পক্ষে ।

মাগুরা১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুজ্জামান ও মাগুরা২ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার ।

এদিকে সাকিব আল হাসানের পক্ষে ঢাকা-১০ আসনে মনোনয়ন ফরম কেনার বিষয়টি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন ঢাকা বিভাগের মনোনয়ন ফরম বিক্রির জন্য গঠিত কমিটির সদস্য সিদ্দিকী নাজমুল আলম । ঢাকা ১০ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ।





‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’-এর দাবীতে জেএমসি প্রাঙ্গন আর হিলসাইড এভিনিউ মুখরিত

















(শেষের পাতার পর)

মোস্তফা আবদালরেহেম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ডিডিএস ও সাবেক সভাপতি ডা. মো: ওয়াহিদুর রহমান ডিডিএস, মুনা’র ন্যাশনাল ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী, ইকনা লোকাল চ্যাপ্টারের সভাপতি তারিকুর রহমান, কেয়ার নিউইয়র্ক-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আফাফ নাসের, ড্রাম-এর অর্গানাইজার কাজী ফৌজিয়া, মজলিস শুরার ইয়ং ভলেন্টিয়ার জাহিদ খান প্রমুখ প্যালেস্টাইনীদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

জ্যামাইকার ১৬৮ স্ট্রীট (জেএমসি স্ট্রীট) ও হাইল্যান্ড এভিনিউ থেকে শান্তি মিছিলটি বের হয়ে হিলসাইড এভিনিউ ধরে ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউ’র কর্ণারের পার্কে এসে মিছিলটি শেষ হয়। এতে সর্বস্তরের শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।

মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রি প্যালেস্টাইন, ফ্রে গাজা, ফ্রি গাজা’ প্রভৃতি শ্লোগান দেয় এবং অবলিম্বে ইসরাইল-হামাস’র মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধসহ সিসফায়ার বাস্তবায়নের দাবী জানান।

জ্যামাইক কমিউনিটির কর্মসূচী সফল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান, আফতাব মান্নান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আকতার হোসাইন, আব্দুল আজিজ ভূইয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

মওলানা ভাসানীর ৪৭তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

(শেষের পাতার পর)

ছিলো কর্মসূচী নেয়া হয় টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানার মাজার প্রাঙ্গনে। তবে মওলানার নামে নিউইয়র্কে একাধিক সংগঠন থাকলেও এবছর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে কোন কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায়নি। এনিয়ে মওলানার ভক্তদেও মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। প্রবাসীদের দাবী দেশে ও প্রবাসে মওলানা ভাসানীকে যথোপযুক্তভাবে মওলানাকে স্মরণ করা।

এদিকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৭টায় মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মাজারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন- ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর মো. ফরহাদ হোসেন।



এরপর একে একে ভাসানীর পরিবার, জেলা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, কৃষক শ্রমিক জনতালীগ, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব, ন্যাপ ভাসানী, ভাসানী পরিষদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদান সহ সর্বস্তরের জনতা ভাসানীর মাজারে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ সময় 'যুগ যুগ জিও তুমি- মওলানা ভাসানী' স্লোগানে মাজার প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

বাদ জুম'আ মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং ক্যাম্পাসে অবস্থিত শাহ্ নাসির উদ্দিন বোগদাদী এতিমখানায় কোরআন খতম ও এতিমদের মাঝে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। এছাড়া ভাসানীর মাজারের অদূরে ঐতিহাসিক দরবার হল ও এর আশ-পাশের এলাকায় তিন দিনব্যাপী মেলা বসেছে। উল্লেখ্য, আফ্রো-এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার মেহনতি মানুষের বুজুর্গ নেতা ও আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের এইদিনে ঢাকার পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অন্তিম ইচ্ছায় তাকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে সমাহিত করা হয়।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

কর্মক্ষম থাকুন, স্মৃতিশক্তি ভালো থাকবে

(শেষের পাতার পর)

সাধারণভাবে মানুষ মানসিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। স্মৃতিশক্তিহীনতা হলো এর প্রধান শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। তবে স্মৃতিশক্তিহীনতা অনেক কারণে হতে পারে।

আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন রকম কোষ বিভিন্ন কাজ করে। যেসব কাজে নিয়োজিত কোষ মরে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেসব কাজ স্বাভাবিকভাবে মস্তিষ্ক করতে পারে না। যেমন : নড়াচড়া, বিচারক্ষমতা, মনে রাখার মতো কাজ মস্তিষ্ক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় করতে পারে না, যদি সেই কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

মনে রাখতে না-পারাটা যদিও ডিমেনশিয়া রোগের শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য, তবুও অন্য উপসর্গ থাকতে হবে। যেমন : যোগাযোগ ও ভাষার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা, মনঃসংযোগ করতে না পারা, যৌক্তিক বিচারবোধ হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি। উপসর্গগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। একবার মস্তিষ্কের কোষ মারা গেলে তা স্থায়ী হয়। তেমন কোনো একক টেস্ট করে রোগ নির্ণয় করা যায় না। রোগের ইতিহাস, অন্যান্য রোগ আলাদাকরণ, প্রতিদিনের কাজ পর্যবেক্ষণ করে ডিমেনশিয়া শনাক্ত করা হয়। সেই অর্থে এর চিকিৎসা নেই বলে উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

প্রয়োজন সচেতনতা। আপনার বয়স ৩০ হলে নিয়ম করে কোলেস্টেরল, ব্লাড সুগার, উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা করান। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিদিনই হালকা ব্যায়াম করুন। সুষম খাবার গ্রহণ করুন। সবুজ শাকসবজি, সামুদ্রিক মাছ, ফল, বাদাম আপনার খাদ্যতালিকায় রাখুন।

কর্মক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন নিয়ম করে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করুন। দিনে অন্তত একবার হাত, পা ও শরীরের স্ট্রেচিং করতে হবে। যেমন, পায়ের গোড়ালির ওপর দাঁড়ালে পায়ের পেছনের মাংসপেশির স্ট্রেচিং হয়। নিয়মিত স্কোয়াটিং করুন। হাঁটুর ওপর ভর করে অর্ধবসা হলো স্কোয়াটিং। প্রথমে একটি চেয়ার নিয়ে বসুন। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান। এরপর চেয়ার সরিয়ে অর্ধবসা অবস্থানে কয়েক সেকেন্ড থেকে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান। প্রতিটি ব্যায়াম ১০ বার করে দিনে অন্তত এক বার করতে পারেন। -ইন্টারনেট।

'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর দাবীতে জ্যামাইকাবাসীর র‍্যালী

(শেষের পাতার পর)

বাদ মাগরিব বিপুল সংখ্যক জ্যামাইকাবাসী স্থানীয় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৭৫ স্ট্রীটের কর্ণারের পার্কে সমবেত হন। এরপর সেখান থেকে র‍্যালী হয়ে হিলসাইড এভিনিউ ধরে ১৪৪ স্ট্রীটে গিয়ে শেষ হয় বলে উদ্যোক্তরা জানান। এসময় সমাবেশ ও র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত ফেস্টুর, প্লাকার্ড, ব্যানার বহন ও প্রদর্শন করেন এবং ইসরাইল-হামাস'র মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধসহ 'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর দাবী জানান ও শ্লোগান দেন।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাব্বী সৈয়দ, আহসান হাবিব, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডিউক খান, আহনাফ আলম, রাফি, কামরুজ্জামান বাবু, কাসেম আজিজ, মোহাম্মদ সুমন উপরোক্ত সমাবেশ ও র‍্যালীর আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

নারীদের জয়জয়কার লাতিন গ্র্যামিতেও

(শেষের পাতার পর)

সুইফট ও সিজার মতো নারী তারকারা মনোনয়নে রেকর্ড গড়েছেন সেখানে। এই পুরস্কার প্রদানের আগেই গত ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকাল) অনুষ্ঠিত হলো লাতিন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের ২৪তম আসর। এখানেও তিনজন নারী শিল্পী তিনটি করে মোট ৯টি পুরস্কার জিতে এগিয়ে গেলেন।

দুজনই কলম্বিয়াভশাকিরা ও ক্যারল জি। অন্যজন মেক্সিকান নাটালিয়া লাফোরকেড। বছরের সেরা নতুন শিল্পীর পুরস্কার পেলেন ভেনিজুয়েলার ১৯ বছর বয়সী গায়িকা হোয়াকিনা। বর্ষসেরা লাতিন সংগীত ব্যক্তিত্বর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ইতালিয়ান গায়িকা লরা পাউসিনি। এবারই প্রথম স্পেনের বাইরে কোনো শিল্পী পেলেন এই পুরস্কার।

আর্জেন্টাইন ডিজে বিজারাপের সঙ্গে শাকিরার যৌথ গান 'শাকিরা- বিজারাপ মিউজিক সেশনস, ভলিউম. ফিফটি থ্রি' জিতেছে বর্ষসেরা গান ও বর্ষসেরা পপ গানের পুরস্কার। ৪৬ বছর বয়সী এই গায়িকা তাঁর অন্য গান 'টিকিউজি'র জন্য ক্যারল জির সঙ্গে যৌথভাবে পেয়েছেন বেস্ট আরবান/ফিউশন পারফরম্যান্স পুরস্কার। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আলাদা গুরুত্ব পেলেন শাকিরা।

নিজের দুই সন্তান মিলান ও সাশাকে পুরস্কার তিনটি উৎসর্গ করেছেন তিনি। কলম্বিয়ান এই পপতারকা বলেন, 'আমি ওদের কথা দিয়েছি হাসিখুশি থাকব।' ফুটবলার জেরার্ড পিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও স্পেনে আয়করসংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলার ইঙ্গিত দিয়ে গায়িকা বলেন, 'পুরস্কারগুলো স্প্যানিশ শ্রোতাদের সঙ্গেও ভাগ করে নিতে চাই, যাঁরা আমার সুসময় ও দুঃসময়ে পাশে ছিলেন। স্পেনে আমি যেসব দুঃসহ ও কঠিন মুহূর্ত পার করেছি, তখন আমার প্রতি সবার ভালোবাসা ও সমর্থন অব্যাহত ছিল।'

৩২ বছর বয়সী ক্যারল জি তাঁর 'মানিয়ানা চেরা বনিতো'-এর জন্য পেয়েছেন বর্ষসেরা অ্যালবাম ও আরবান মিউজিক বেস্ট অ্যালবামের স্বীকৃতি।

নাটালিয়া লাফোরকেড 'ডি টোডাস লাস ফ্লোরেস' অ্যালবামের জন্য পেলেন রেকর্ডিং অব দ্য ইয়ারসহ সেরা গীতিকার ও অ্যালবামের পুরস্কার। স্পেনের সেভিল শহরে বসেছে পুরস্কার বিতরণের এই আসর। এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বসল লাতিন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের আসর।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

নিউইয়র্কে বাড়ি ভাড়া না দেওয়ায় ৩ ভাড়াটিয়া খুন

(৪৬ পাতার পর)

বেডরুমে পাওয়া যায়।

১ বছর বয়সী নারীকে তার বিছানায় মুখ থুবড়ে অবস্থায় পাওয়া যায়। নিহতদের ঘুমের মধ্যে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

বাড়ীটিতে কেবল প্রাপ্তবয়স্করা ছিলেন কোনও শিশু ছিল না বলে নিশ্চিত করে পুলিশ।

এনওয়াইপিডি'র সহকারী প্রধান কেভিন উইলিয়ামস জানান, মঙ্গলবার সকালে বাড়িওয়ালা নিজেই স্থানীয় ১১৩ তম প্রিন্সেন্টে গিয়ে পুলিশ অফিসারদের কাছে বলেছিল যে, তার ভাড়াটেদের সাথে তার সমস্যা হচ্ছে। পরবর্তীতে এই ঘটনা ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে আটক করা হয়। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ বাড়ির মালিকের নাম প্রকাশ করেনি। এই হত্যাকান্ডের তদন্ত চলছে বলে জানায় এনওয়াইপিডি।



নিউইয়র্কে তীব্র শীত ও তুষারঝড়ের পূর্বাভাস, হলিডে ট্রাভেলসে সতর্কতা ক্যাথি হোকুলের

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিউইয়র্কারদের প্রতি সতর্কতা উচ্চারণ করে বলেছেন, আসছে ছুটির মওসুমে নিউইয়র্কে বৈরি আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। এই সময়ে বাড়তি সতর্কতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ছুটি কাটাতে যারা ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য এই সতর্কত।

এয়ারলাইনার্সগুলো প্রত্যাশা করছে থ্যাংকসগিভিংয়ে ৫৫.৪ মিলিয়ন আমেরিকান ভ্রমণে বের হবে। ভ্রমণের এই মওসুমকে সামনে রেখে গভনর্র ক্যাথি হোকুল স্টেটের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে ভ্রমণে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন। এসব অঞ্চলে তুষারঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে হোকুল বলেন, ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস আবহাওয়ার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে। ভ্রমণকারীদের সাথে সাথে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, ডিওটি,থ্রুওয়ে অথরিটি, ন্যাশনাল গার্ড, পার্কস, ডিইস্থির কর্মকর্তাদেরও সতর্ক থাকতে বলেছেন।

সর্বোচ্চ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্থানীয়ভাবে যারা ঘর বাড়ি রেখে বাইরে যাবেন কিংবা অন্য যে কেউ ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, কিংবা গাড়ি চালাবেন তাদের এখনই ভ্রমণ পরিকল্পনা বদলে ফেলতে বলেছেন বলেছেন গভনর্র।

আগামী বুধবারটিকে কোনোভাবেই আপনার ভ্রমণের কেন্দ্রে রাখবেন না, বলেন ক্যাথি হোকুল।

ভ্রমণ নিরাপত্তা প্রশাসন ধারনা করছে ১৭ থেকে শুরু করে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন মানুষ তাদের নিরাপত্তা চেকপয়েন্টগুলো পাস করবে। মঙ্গল ও বুধবার হবে সবচেয়ে ব্যস্ততম দিন।

এদিকে নিউইয়র্কে বৃষ্টি শুরু হবে মঙ্গলবার রাতে। সাথে বয়ে নিয়ে আসবে তীব্র শীত।

বুধবার সকালটা হবে শীতের সাথে হিমশীতল বাতাস আর তুষার ঝড়। যা ভ্রমণকারীদের বিপাকে ফেলবে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বাসা ভাড়া/ রীশ্মমেট

২০-৫০ ৩২ স্ট্রীট বেসমেন্টে ১টি

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজের জন্য ফুল টাইম একজন বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক। শুধুমাত্র সিরিয়াস আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ:
৭১৮-৭৫৩-০০৮৬

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





বোস্টন বেইনের নির্বাচন সম্পন্ন সভাপতি খোকা, সম্পাদক রাজিব

(শেষের পাতার পর)

নির্বাচিত হয়েছেন রাজিবুর রহমান রাজিব। গত শুক্র ও শনিবার (১০ ও ১১ নভেম্বর) দু'দিনের নির্বাচনের ফলাফলে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ প্রবাসীদের বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

শুক্র ও শনিবার (১০ ও ১১ নভেম্বর) নির্বাচনের প্রায় ৬ হাজার ভোটারের মধ্যে মোট ভোট প্রদান করেন ১ হাজার ৬ শত ২৯ জন। সভাপতি পদে খোকা পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৫৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী তানভির মুরাদ পেয়েছেন ৪৭৫ ভোট। বেইন-এর নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সহ-সভাপতি পদে সাজ্জাদুর রহমান সাজু পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭৯ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ তাজ উদ্দিন পেয়েছেন ৪ শত ৪১ ভোট। সাধারন সম্পাদক পদে রাজিবুর রহমান রাজিব পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭৮ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী শান্তা বাকী পেয়েছেন ৫ শত ৫৯ ভোট। যুগ্ম সাধারন সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৭ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাশিবুল আমিন সৈকত পেয়েছেন ৪ শত ৫৪ ভোট। সাংগঠনিক ও দপ্তর সম্পাদক পদে জহিরুল হুসেইন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ২৬ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী প্রিতম বড়ুয়া পেয়েছেন ৪ শত ৮৭ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে মনিরুজ্জামান খান পেয়েছেন ১ হাজার ১শত ৩৯ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইবনুল হাসান ইপু পেয়েছেন ৪ শত ৬৮ ভোট। যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ পদে এডি শুভ পেয়েছেন ১ হাজার ১শত ৩৬ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী সেলিনা চৌধুরী পেয়েছেন ৪ শত ৭৮ ভোট। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রেহানা পারভীন ইতি পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৩ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাহের নোহা আহমেদ পেয়েছেন ৪ শত ৭৩ ভোট। যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মৌসুমি রহমান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৫১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নাসরিন শাহরিয়ার পেয়েছেন ৪ শত ৫৯ ভোট। সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে বিএম রায়হানুজ্জামান পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ২৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ইসতিয়াক আহমেদ পেয়েছেন ৪ শত ৭৭ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে একরামুল পিজন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী নুর মোহাম্মদ পেয়েছেন ৫ শত ১৯ ভোট। শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক পদে আমিন হোসেন পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৩১ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মোঃ মেরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৪ শত ৭৪ ভোট। গণসংযোগ সম্পাদক পদে পঙ্কজ চন্দ্র দাস পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৭ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী মাসুদ আকবর পেয়েছেন ৪ শত ৯৮ ভোট। নির্বাহী সদস্য পদে (এক) এসএম সাইফুর ইসলাম পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ১২ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আমতিয়াজ উদ্দিন পেয়েছেন ৪ শত ৯৮ ভোট এবং নির্বাহী সদস্য পদে (দুই) পদে মোঃ মাসুদ রানা পেয়েছেন ১ হাজার ১ শত ৪৪ ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৪ শত ৫৮ ভোট।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট বিয়োগ করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলাউদিন খানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির খবর পাওয়া যায়। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ভোট গ্রহণ করেন। সবচেয়ে বড় অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। নির্বাচন কমিশন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। ফলে নিরুপায় হয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ আদালতের শরণাপন্ন হন। আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মঙ্গবার (৭ নভেম্বর) ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন বিজ্ঞ বিচারক। আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মঙ্গবার (৭ নভেম্বর) ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডবিউ. হাউ উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন।

নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা মাথায় রেখে আমরা সংবিধান মোতাবেক শুক্রবার (১০ নভেম্বর) সান্ধ্য ভোট ও শনিবার (১১ নভেম্বর) দিনব্যাপী ভোট গ্রহন করার কথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলা সংবাদমাধ্যম বাংলা প্রেসকে জানালেও সেটি তিনি পালন করেননি।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডবিউ. হাউ-এর পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবেন। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত। তার পাতানো ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)।

আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের পছন্দের প্যানেলকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলে পাতানো ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে একটি প্যানেলের সম্মতি ছাড়াই এক তরফাভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। উলেখ্য, বেইনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি পদের জন্য এবারে দু'টি প্যানেলে ৩০ প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হয়। এবারের নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি ও ভোট কারচুপির লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট গ্রহণের' ঘোষনা দিলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন একটি প্যানেলের প্রার্থীরা। নির্বাচন কমিশনের কাছে জোর আপত্তি জানায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাদের অভিযোগ আমলে না নিয়ে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির খবর পাওয়া যায়। ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে ভোট গ্রহণ করেন। সবচেয়ে বড় দুর্নীতির অভিযোগ ছিল গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া। শুরু থেকেই খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। নির্বাচন কমিশন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি। ফলে নিরুপায় হয়ে তাদের আইনজীবির মাধ্যমে আদালতের শরণাপন্ন হন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ।

আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা মতাবেক চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আদালতের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য। আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের পছন্দের প্যানেলকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলে পাতানো ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডবিউ. হাউ-এর পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবে। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত। তার পাতানো ও পূর্ব পরিকল্পিত ফলাফল ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। দু'দিনের ভোট গ্রহণে প্রবাসীদের প্রদত্ত ভোটে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন।



কানাডার টরন্টোতেই ভিডিওতে ধরা পড়ল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরী

(শেষের পাতার পর)

দেখা মিলেছে। সিবিসি টেলিভিশিনের জনপ্রিয় অনুসন্ধানী বিভাগ 'দ্য ফিফথ স্টেট' এ 'দ্য এসাসিন নেক্সট ডোর' শিরোনামের ৪২ মিনিটের এই প্রতিবেদনটি প্রচারিত হয় বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল ৮টায়।

প্রতিবেদনে নূর চৌধুরীর কানাডায় পালিয়ে যাওয়া, ২৭ বছর সেখানে থেকে যাওয়া এবং খুনের অভিযোগে হওয়া শাস্তি বাস্তবায়নে তাকে বাংলাদেশের ফেরত চাওয়া বিষয়গুলো উঠে এসেছে। কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেছেন, 'এই একটি ইস্যু বাদে কানাডার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কেবল বাংলাদেশী হাইকমিশনার হিসেবে নয়, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি চাই তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক।'

নূর চৌধুরী কোথায় আছেন, কি করছেন- এ নিয়ে জানা থাকলেও তা তথ্য আকারে সামনে আসেনি তেমন। তার অবস্থান নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরির প্রচেষ্টা ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এই রিপোর্ট প্রচারের মধ্য দিয়ে সেই ধোঁয়াশা কেটে যাবে এবং কানাডিয়ান সাধারণ জনগণ তাদের পাশের বাসায় থাকা ভয়ানক এই খুনি সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা পাবেন। প্রতিবেদনে টরন্টোর নিজফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে নূর চৌধুরীকে এক ঝলক দেখানো হয়। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরীকে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা অবস্থাতে ধরতে পারেন প্রতিবেদক। কিন্তু কথা না বলে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে কোনমতে কেটে পড়েন তিনি। দীর্ঘদিন অনুসরণ করে তাকে খুঁজে বের করেছে ফিফথ স্টেটের অনুসন্ধানী দলটি।

ট্রাম্প ক্ষমতায় মানেই আমেরিকায় গর্ভপাতে

(শেষের পাতার পর)

বলছেন, তরা গর্ভপাত নিষিদ্ধ করতে চান। একের পর এক কঠোর নীতির পথেই হাঁটছেন তারা। যাতে আমেরিকানদের এই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয় এবং জাতীয়ভাবে গর্ভপাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। এই প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় গলা ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

এক্সিওসে একটি প্রতিবেদনে বুধবার বলা হয়েছে, ক্ষমতা ফিরে পেলে গোটা দেশে গর্ভপাত নিষিদ্ধ নিশ্চিত করতে স্রেফ ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ই যথেষ্ট। একজনতো এও বলেছেন, ট্রাম্প যদি এটা করেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই থাকবে না। সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে, এজন্য ট্রাম্পের কাউকে লাগবে না। কংগ্রেসের সাহায্য লাগবে না। তিনি একক সিদ্ধান্তেই এমন একটি ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে পারবেন।

শেষ কথাটি হচ্ছে এই যে, ২০২৪ সালের ব্যালটই নির্ধারণ করবে দেশে গর্ভপাত থাকবে কি থাকবে না।

এ ব্যাপারে বাইডেন প্রশাসনের মুখপাত্র কেভিন মুনোজ একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখন আমরা নিশ্চিত যে দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়া মানেই হচ্ছে জাতীয় ভাবে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা। কিন্তু গেলো সপ্তাহে আমরা যা দেখলাম তা হচ্ছে ভোটাররা তাদের অধিকার কেড়ে নিতে দেবেন না। বিষয়টি সহজ। কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার সঙ্গীরা এটা বুঝতে পারবেন না।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / November 20 // 2023

নিউইয়র্কে বাড়ি ভাড়া না দেওয়ায় ৩ ভাড়াটিয়া খুন

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ দুই সপ্তাহ আগে নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্কে বাড়ির ভাড়া না দেওয়ায় ভাড়াটিয়াকে উঠিয়ে দিতে বাড়ির মালিক নিজ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন। এবার একই কারণে এক বাড়ির মালিক ছুরিকাঘাতে হত্যা করলেন ভাড়াটিয়া পরিবারের ৩ সদস্যকে। সিটির কুইন্স বরোর সেন্ট অ্যালাবানসের মিলবার্ন এলাকায় মঙ্গলবার (১৪ নভেম্বর) এই ঘটনা ঘটে। এনওয়াইপিডির বরাতে বার্তাসংস্থা ইউএনএ'র খবরে বলা হয়েছে, ভাড়া নিয়ে বিবাদের জের ধরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। হত্যাকারী সন্দেহে ৫৪ বছর বয়সী বাড়িওয়ালাকে আটক করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দুজন নারী ও একজন পুরুষ। দৃশ্যত ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ ধারনা করছে। পুলিশ আরো জানায়, নিহতদের মধ্যে একজন নারীকে বাড়ীর দ্বিতীয় তলায় এবং অন্য দুই জনকে একটি বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টের (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ১৯ নভেম্বর

কার্যকরী পরিষদের শেষ সভায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট অনুমোদন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা শেষে ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ক্লাবের ২০২২-২০২৩ সালের কার্যকরী পরিষদের শেষ সভায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। সোমবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের এক রেষ্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

প্রেসক্লাবের আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তারাদের মধ্যে সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, কার্যকরী সদস্য ডা. ওয়াজেদ এ খান, ফরিদ আলম, সালাহউদ্দিন আহমেদ ও রওশন হক।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম সম্পাদকের রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ ২০২২-২০২৩ সালের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট তুলে ধরলে তা পাস করা হয়। এছাড়াও সভায় রোববার অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ সভার বিষয়েও আলোচনা হয়।

ক্লাব সূত্রে জানা যায়, আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সাধারণ সভার কার্যক্রম চলবে। পরবর্তীতে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য নবায়নের সর্বশেষ তারিখ ছিলো ৪ নভেম্বর শনিবার মধ্যরাত ১২টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এই ৭৬জন সদস্য অংশ নিতে পারবেন।

এদিকে প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জুকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দীনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

কবি কাজী জহিরের শ্বশুরের ইন্তেকাল



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জাতিসংঘ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত কবি কাজী জহিরুল ইসলামের শ্বশুর ও মুক্তি জহিরের পিতা ফজলুল হক শরীফ বুধবার (১৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ঢাকায় স্কয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার কন্যা, নাতিনাতনি, আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছে। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, ফজলুল হক শরীফ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করে ঢাকার বাড্ডায় নিজ বাড়িতে বসবাস করছিলেন। গত মাসের শেষ দিকে তিনি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়।

মরহুমের দ্বিতীয় কন্যা মুক্তি জহির তার স্বামী কবি জহিরের সঙ্গে নিউইয়র্কে বাস করেন এবং তিনিও জাতিসংঘে কর্মরত। হাসপাতালে অসুস্থ পিতার সান্নিধ্যে কাটানোর জন্য তিনি গত ১৩ নভেম্বর মুক্তি জহির ঢাকায় পৌছেন। পিতার সঙ্গে তার কিছু কথাও হয়। এরপরই লাইফ সাপোর্টে চলে যান এবং একসময় চিকিৎসকরা তার মৃত্যু ঘোষণা করেন।



এদিকে বৃহস্পতিবার (১৬ নভেম্বর) বাদ জোহর মরহুমের নামাজে জানাজা ঢাকার উত্তর বাড্ডা (জিএম বাড়ি) মসজিদে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে জানা গেছে।

শোক প্রকাশ: কবি কাজী জহিরুল ইসলামের শ্বশুর ফজলুল হক শরীফ-এর ইন্তেকালে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, সাংবাদিক তাসের খান মাহমুদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ভাস্কর শিল্পী আখতার আহমেদ রাশা, ছড়াকার শাহ আলম দুলাল ও মঞ্জুর কাদের, সঙ্গীত শিল্পী তাহমিদা শহীদ, লেখক রওশন হাসান, টাইম টিভি'র নিউজ প্রেজেন্টার দিমানেফার তিতি প্রমুখ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।







অধ্যাপক দেলোয়ার ও বাদলের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

মহাসচিব মির্জা ফখরুল সহ দলের গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে নিউইয়র্কে ঐতিহাসিক সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবীর পাশাপশি কেন্দ্রীয় বিএনপি'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী জানানো হয়েছে। সভায় বক্তারা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে থাকা প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি দেশের জনগনের কোন আস্থা নেই। তাই দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী জানাচ্ছে। বক্তারা বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন আর জনগণের সরকার ছাড়া দেশে শান্তি আসবে না। সভায় সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়া হয়। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের একটি রেষ্টুরেন্টে গত ১১ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত উক্ত সভায় প্রধান অতথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক, মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আখতার হোসেন বাদল। 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বৃহত্তর নোয়াখালী যুব ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি সালেহ আহমদ মানিক। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)-এর সভাপতি এবিএম রহমত উল্লাহ, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস এর সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ওমর ফারুক, ডা. মমতাজ বেগম, ইঞ্জিনিয়ার শহিদুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মোর্শেদ আলম, নূরুল ইসলাম, আবুল কালাম, হোসেন মোহাম্মদ মনির, মোহাম্মদ মীর হোসেন, নাজমুল হাসান নিপুন, মনির আহমেদ, আশরাফ হাসান, গিয়াস উদ্দিন, আল মাসুদ সম্রাট প্রমুখ। সভায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা সরকার জোর করে রাষ্ট্র ক্ষমতা আকড়ে রয়েছে। সরকারের অত্যাচার-নিপীরণ-নির্যাতন, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর দু:শাসনে দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। এই সরকারের প্রতি দেশের মানুষের পাশাপাশি বিদেশীদের কোন আস্থা নেই। যার জন্য সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী উঠেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দেশপ্রেম আর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনায় দেশের মানুষ জেগে উঠেছে। বিএনপি ও খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তায় দিশেহারা সরকার বিরোধী দলের উপর জুলুম-নির্যাতন আর গ্রেফতারের পথ বেছে নিয়েছে। এ অবস্থায় দেশ ও প্রবাসের সকল জাতীয়বাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক দফার আন্দোলন 'শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও তত্ত্বধায়ক সকারের অধীনে' নির্বাচনের কোন বিল্প নেই।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, শেখ হাসিনার সরকার একটি ফ্যাসিস্ট, জুলুমবাজ, ভোটারবিহীন নির্বাচনের সরকার। এই সরকারের প্রতি কারো আস্থা নেই। আওয়ামী লীগ দেশে এক দলীয় শাসন কায়েম করতে চায়। ফলে দেশ দু:সময় অতিক্রম করছে। তিনি বলেন, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তিনি সাতই নভেম্বরর চেতনায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ জিয়া আমাদের নেতা। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা বিএনপি'র রাজনীতি করি। ইনশাল্লাহ বিএনপি'র নেতৃত্বেই আগামী দিনে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
NMLS#177308
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



মওলানা ভাসানীর ৪৭তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

বিশেষ প্রতিনিধি: স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, 'মজলুম জননেতা' খ্যাত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী ১৭ নভেম্বর শুক্রবার। দিনটি স্মরণে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচী পালন করে। ব্যাপক (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর দাবীতে জ্যামাইকাবাসীর র‍্যালী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ইসরাইল-হামাস'র মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধসহ 'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর দাবীতে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে শনিবার (১৮ নভেম্বর) এই সমাবেশ ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। এদিন (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

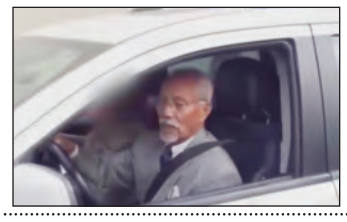
জ্যামাইকা কমিউনিটির ব্যানারে সমাবেশ ও শান্তি মিছিল

'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর দাবীতে জেএমসি প্রাঙ্গন আর হিলসাইড এভিনিউ মুখরিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইসরাইল-হামাস'র মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধসহ 'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর দাবীতে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, জ্যামাইকা কমিউনিটির ব্যানারে সমাবেশ ও শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) বাদ জুম্মা জ্যামাইকায় এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। জুম্মা'র নামের সময় ব্যতিত বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। জেএমসি-তে সমবেত মুসল্লী ছাড়াও ইকনা সহ আশপাশের বিভিন্ন মসজিদের মুসল্লীরা জুম্মার নাম শেষে সমবেত হন এবং সমাবেশ শেষে শান্তি মিছিল বের করেন। এসময় তারা দাবী-দাওয়া সম্বলিত ফেস্টুর, প্লাকার্ড, ব্যানার বহন ও প্রদর্শন করেন। নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, উল্লেখিত কর্মসূচী আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলো জেএমসি, ইকনা, মুনা, কেয়ার-নিউইয়র্ক, মজলিশ শুরা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর সামনে আয়োজিত সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



কানাডার টরন্টোতেই ভিডিওতে ধরা পড়ল বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ হাতে গুলি করে খুন করা এস এইচ এম বি নূর চৌধুরীকে নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার করেছে কানাডিয়ান রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিবিসি। যে প্রতিবেদনে প্রথমবারের মতো আত্মগোপনে থাকা নূর চৌধুরীর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ট্রাম্প ক্ষমতায় মানেই আমেরিকায় গর্ভপাতে নিষেধাজ্ঞা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রক্ষণশীল রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রে গর্ভপাত নিষিদ্ধ করতে রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান কঠোর। আর তা প্রকাশে কোনো রাখঢাক নেই। তারা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব নির্বাচনে

মনোয়ার সভাপতি মোমিন সাধারণ সম্পাদক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে মনোয়ারুল ইসলাম মনোয়ার সভাপতি ও মোমিনুল ইসলাম মজুমদার মোমিন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। রোববার (১৯ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে সাধারণ সভা শেষে গোপন ভোটে আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্লাবের ৭৬জন ভোটারের





৭০জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আবু তাহের এবং নির্বাচন পরিচালনা করেন তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। কমিশনের সদস্যদ্বয় ছিলেন সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও ক্লাব সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দিন। প্রথম (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)



সন্তানের যে আমলে মা-বাবার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

মো. এমদাদুল্লাহ আরাবি

মা-বাবা মৃত্যুবরণ করলেও তাঁদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, বরং তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। কিভাবে তাঁদের জন্য দোয়া (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

৩ আসনে নৌকার মনোনয়ন কিনলেন সাকি আল হাসান



দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তিনটি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন কিনেছেন বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হেলথ টিপস

কর্মক্ষম থাকুন, স্মৃতিশক্তি ভালো থাকবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভুলে যাওয়া মানেই ডিমেনশিয়া নয়। ডিমেনশিয়া হলো কিছু উপসর্গের সমন্বয়। মস্তিষ্কের কোষ মরে গেলে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বিনোদন

নারীদের জয়জয়কার লাতিন গ্র্যামিতেও

বিনোদন ডেস্ক: ঠিক এক সপ্তাহ আগে ঘোষিত হলো আদি ও আসল গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের ৬৬তম আসরের মনোনয়ন। টেইলর (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

বোস্টন বেইনের নির্বাচন সম্পন্ন

সভাপতি খোকা, সম্পাদক রাজিব

বোস্টনঃ বোস্টনে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে প্রবাসীদের বিপুল ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মাহবুব-ই-খোদা (খোকা) এবং সাধারন সম্পাদক (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)





বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide....
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে টাকা পাঠান বাংলাদেশের সর্বত্র
Authorized Agent of
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com